জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

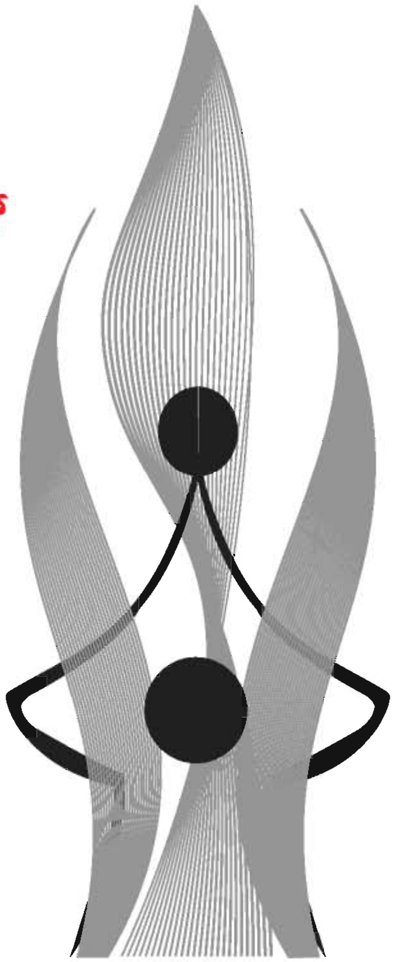

লেখক ও সম্পাদক

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
ড. সুকোমল বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

আব্দুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

মোঃ আবু সালেক খান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **বৌদ্ধধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই তবে শিক্ষকের জন্য রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠ শিক্ষার্থীদের বয়স ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।
- শিক্ষক কোমলমতি শিশুদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন-ঘনিষ্ট করার বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখবেন।
- শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দুই-তিনজন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
- পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- পাঠদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন প্রয়োজনে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন। পাঠদানের সময় উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিষয়, শ্লোক আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি/পদ্ধতি শিখনের সময় বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।
- দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিখন অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাঠদানের সময় প্রত্যাশিত উদাহরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় এবং নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গাথা বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করবেন যাতে বাস্তবভিত্তিক প্রাত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও যথাযথ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যায়নে শিক্ষক সংস্করণে নমুনা প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন। ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
- সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মুল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপন ও সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
- বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচালনা করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তক পাঠদান এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা এবং অর্জিত যোগ্যতা বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সিদ্ধার্থ গৌতম	১-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	শরণাগমন	১৪-২১
তৃতীয় অধ্যায়	নিত্যকর্ম ও বন্দনা	২২-৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	পুষ্প পূজা	৩৪-৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	নৈতিক শিক্ষা : গৃহীশীল	৪৫-৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : বিনয় পিটক	৬০-৭২
সপ্তম অধ্যায়	কর্মের বিভাজন	৭৩-৮৭
অষ্টম অধ্যায়	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	৮৮-৯৯
নবম অধ্যায়	জাতক	১০০-১১৮
দশম অধ্যায়	পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান	১১৯-১৩২
একাদশ অধ্যায়	তীর্থস্থান	১৩৩-১৪৯
দ্বাদশ অধ্যায়	আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি	১৫০-১৫৯

প্রথম অধ্যায়

সিদ্ধার্থ গৌতম

'বুদ্ধ' নামটি মানুষের নিকট অতি সুপরিচিত। দেব ও মানবের মঙ্গলের জন্য গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম।

দুই হাজার পাঁচশত বছর পুর্বের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্য বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল শুদ্ধোদন। রানির নাম মহামায়া। মহামায়ার পিতার বাড়ি ছিল দেবদহ নগরে। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। সেজন্য তাঁদের মনে অশান্তি বিরাজ করত।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ চন্দ্রের আলোতে সমস্ত পৃথিবী ঝলমল করছিল। রাতে রানি সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিলেন। সে সময় রানি একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বর্গ হতে চার লোকপাল দেবতা রানির নিকট আসল। দেবতারা সোনার পালঙ্কসহ রানিকে হিমালয়ের এক পর্বত শিখরে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের দেবীগণ রানিকে সুগন্ধি জলে স্নান করালেন। এরপর দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা রানিকে সাজালেন। পরে উত্তর শিয়রে রানিকে শয়ন করালেন।

মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন, শ্বেত হস্তীর শুঁড়ে শ্বেতপদ্ম

এসময় রানি স্বপ্ন দেখলেন। স্বর্গ হতে একটি সাদা হাতি রানির দিকে আসছিল। হাতির শুঁড়ে একটি শ্বেতপদ্ম ছিল। হাতিটি রানিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর শ্বেতপদ্মটি রানির নাভিমূলে প্রবেশ করিয়ে দেয়। স্বপ্ন দর্শনে রানির ঘুম ভেঙ্গে গেল। রানির দেহমনে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগল।

ভোর হলো। রানি মহামায়া রাজাকে তাঁর স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। রাজা রাজপুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। ষাটজন জ্যোতিষী আসলেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন, রানি মা গর্ভবতী হয়েছেন। তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করবেন। একথা শুনে রাজা আনন্দ অনুভব করলেন।

মহামায়ার পিতার বাড়ি দেবদহ নগরে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। রাজা রানির ইচ্ছে পূরণের জন্য সব ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। রানি সোনার পালকিতে আরোহণ করলেন। রানির সাথে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী যাচ্ছিল।

রানি কপিলাবস্তু ও দেবদহ নগরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে লুম্বিনী নামে একটি উদ্যান ছিল। সে উদ্যানে শালবৃক্ষগুলো ফুলে ফুলে শোভা পাচ্ছিল।

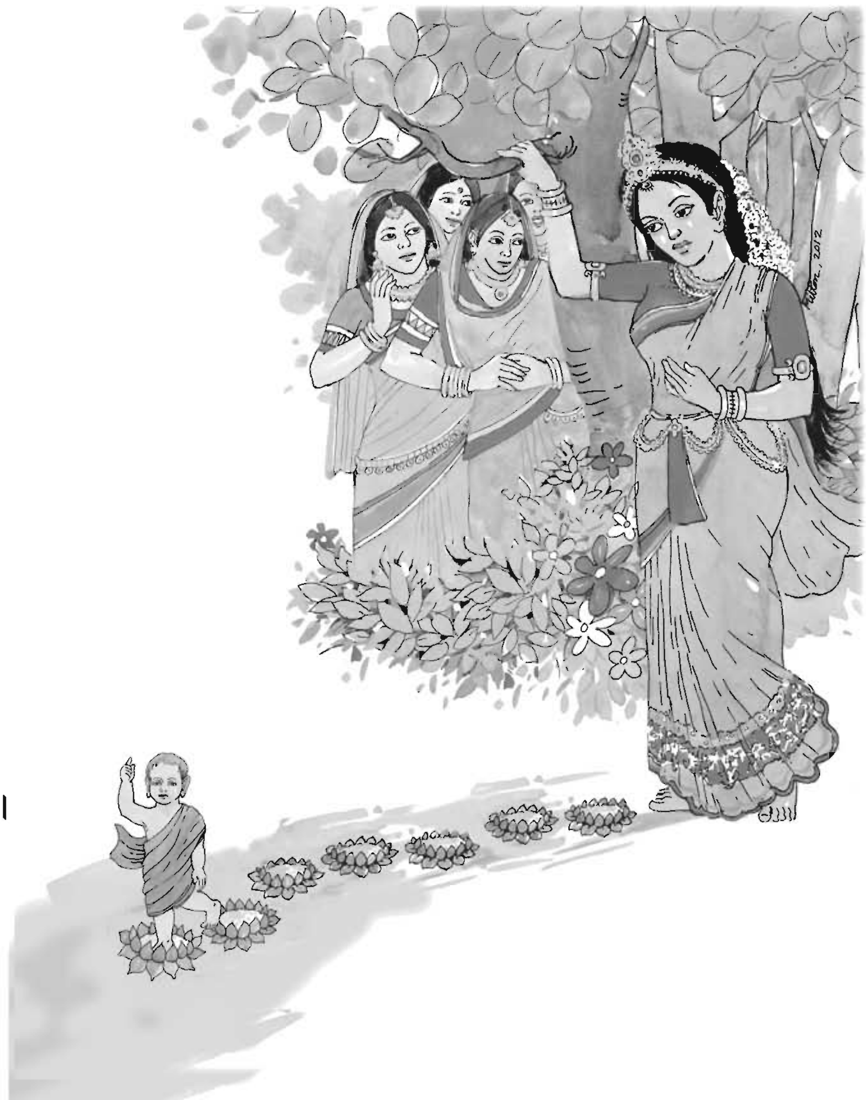

শালবৃক্ষ বেষ্টিত উদ্যানে সিদ্ধার্থের জন্ম

রানি উদ্যানের মনোরম শোভা দেখছিলেন। তখন রানির মনে বিশ্রামের বাসনা হলো। রানি পালকি হতে নামলেন। রানি তখন একটি পুষ্প ভরা শাল বৃক্ষের ডাল ডান হাতে ধরে দাঁড়ালেন। এমন সময় রানির ডান উদর ভেদ করে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। নবজাত শিশুর মুখ দর্শন করে রানির মন খুশিতে ভরে গেল।

নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে সাত পা সামনে হেঁটে গেলেন। সাত পায়ের নিচে সাতটি পদ্ম ফুটল। শেষ ফুটন্ত পদ্মে দাঁড়িয়ে শিশুটি বলে উঠলেন, 'জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।' এতদিন পর রাজা-রানির মনোবাসনা পূর্ণ হলো। শিশুর ভাগ্য গণনা করার জন্য ষাট জন জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন, এ কুমার সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' হবেন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী'।

নবজাত শিশুকে দর্শনের জন্য রাজপ্রাসাদে ঋষি অসিতের আগমন

সিদ্ধার্থ কোলাহল পছন্দ করতেন না। নীরবে বসে চিন্তামগ্ন থাকতেন। সে সময় অসিত নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি গভীর বনে ধ্যান করতেন। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মসংবাদ জানতে পারলেন। ঋষি নবজাত শিশুকে দর্শন করার জন্য রাজপ্রাসাদে আসলেন। ঋষি নবজাত শিশুকে কোলে নিলেন। হঠাৎ ঋষির কান্না পেল। ঋষির কান্না দেখে রাজা মনে করলেন, নিশ্চয়ই শিশুর কোনো অমঙ্গাল হবে। তখন ঋষি তাঁদেরকে অভয় দিয়ে বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। এ নবজাত শিশু ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে। এ মহাপুরুষকে দেখতে পাব না বলে আমি কাঁদছি। তারপর ঋষি নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানরত সিদ্ধার্থ

সাতদিন পর মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বিয়ে করলেন। তিনি কুমার সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে চৌষট্টি প্রকার লিপি শিক্ষা করেন। তিনি ত্রিবেদ, স্মৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, রথচালনা প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শী হন।

কপিলাবস্তুতে হলকর্ষণ উৎসব হতো। সে উৎসবে রাজা-প্রজা, রাজকর্মচারীরাও উপস্থিত থাকতেন। কুমার সিদ্ধার্থও সে উৎসবে যোগদান করলেন। জমি কর্ষণের সময় অনেক পোকা-মাকড় মারা যাচ্ছিল। ব্যাঙও জীবিত পোকা-মাকড় খাচ্ছিল। এ দৃশ্য কুমার সিদ্ধার্থের সহ্য হলো না। জীবের দুঃখ দেখে কুমার সিদ্ধার্থ একটি বোধি বৃক্ষের নিচে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। মনে-প্রাণে সকল প্রাণীর সুখ-শান্তি কামনা করলেন।

অন্য একদিন কুমার সিদ্ধার্থ একটি ফুলবাগানে নীরবে বসে চিন্তামগ্ন ছিলেন। এমন সময় এক ঝাঁক হাঁস তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। একটি হাঁস হঠাৎ কুমার সিদ্ধার্থের সামনে এসে পড়ল। হাঁসের বুকে একটি তীর বিঁধে ছিল। হাঁসের বুক হতে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছিল।

এমন সময় কুমার দেবদত্ত তাঁর সামনে এসে বলল, 'সিদ্ধার্থ এ হাঁস আমি মেরেছি। এ হাঁস আমায় দিতে হবে।'

সিদ্ধার্থের কোলে তীরবিদ্ধ আহত হাঁস, পাশে ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেবদত্ত

তখন কুমার সিদ্ধার্থ দেবদত্তকে বললেন, 'ভাই দেবদত্ত। তুমি হাঁসটিকে মেরেছ। আমি হাঁসটিকে সেবা করে বাঁচিয়েছি। তাই আমিই হাঁসটির প্রকৃত মালিক। আমি এ হাঁসটির বিনিময়ে শাক্য রাজ্য তোমায় প্রদান করব। তবুও এ হাঁসটি তোমাকে দেব না।' একথা বলে কুমার সিদ্ধার্থ হাঁসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন। হাঁসটি প্যাক প্যাক শব্দ করে আকাশে উড়ে গেল। তখন দেবদত্ত নিরুপায় হয়ে কুমার সিদ্ধার্থের সম্মুখ হতে চলে গেল।

প্রাণ হরণকারী অপেক্ষা প্রাণরক্ষাকারী অনেক মহান। গৌতম সিদ্ধার্থ জীবের প্রতি এরূপ দয়াশীল ছিলেন। তোমরাও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. শাক্য রাজ্যের রাজার নাম কী ছিল?

ক. অমিতোদন খ. ধৌতদন

গ. বীতোদন ঘ. শুদ্ধোদন

২. কোন পূর্ণিমা তিথিতে মহামায়া স্বপ্ন দেখেন?

ক. বৈশাখী পূর্ণিমায় খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমায়

গ. ভাদ্র পূর্ণিমায় ঘ. আশ্বিনী পূর্ণিমায়

৩. সিদ্ধার্থ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. লুম্বিনী খ. সারনাথ

গ. পাবায় ঘ. হিমালয়

৪. সিদ্ধার্থের জন্মের কতদিন পর মহামায়ার মৃত্যু হয়?

ক. সাত দিন খ. দশ দিন

গ. বারো দিন ঘ. তেরো দিন

৫. বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?

ক. বুদ্ধিমান খ. জ্ঞানী

গ. চালাক ঘ. ধীমান

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। হাতিটি রানিকে .... বার প্রদক্ষিণ করল।

২। সাত পায়ের নিচে .... পদ্মফুল ফুটল।

৩। নবজাত শিশুর মুখ .... করে রানির মন খুশিতে ভরে গেল।

৪। জগতে আমিই .... আমিই শ্রেষ্ঠ।

৫। প্রাণ হরণকারী অপেক্ষা ....অনেক মহান।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বুদ্ধ নামটি মানুষের নিকট	১. দয়া প্রদর্শন করবে।
২. হাতির শুঁড়ে ছিল	২. বুদ্ধ হবেন।
৩. এ নবজাত শিশু ভবিষ্যতে	৩. লিপি আয়ত্ত করেন।
৪. তোমরাও জীবের প্রতি	৪. অতি সুপরিচিত।
৫. অল্পদিনে চৌষট্টি প্রকার	৫. একটি শ্বেতপদ্ম।
	৬. জন্ম-বৃত্তান্ত।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. সিদ্ধার্থের মাতার নাম কী?
২. কোন পূর্ণিমায় মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন?
৩. মহামায়ার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানার জন্য রাজা কাদেরকে ডাকেন?
৪. মহামায়ার মৃত্যুর পর কে সিদ্ধার্থের লালন-পালন করেন?
৫. তীরবিদ্ধ হাঁসটিকে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. রানি মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন বর্ণনা কর।
২. সিদ্ধার্থের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।
৩. সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে লেখ।
৪. কপিলাবস্তুর হলকর্ষণ উৎসবের বর্ণনা দাও।
৫. কুমার সিদ্ধার্থের জীবপ্রেম সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

প্রথম অধ্যায়

সিদ্ধার্থ গৌতম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম-পরবর্তী দু-একটি ঘটনা বলতে পারবে।
১.২ সিদ্ধার্থের বাল্যকাল সম্বন্ধে বলতে পারবে।
১.৩ সিদ্ধার্থের জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম লাভের ঘটনা বলতে পারবে।
১.১.২ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম-পরবর্তী দু-একটি ঘটনা বলতে পারবে।
১.১.৩ সিদ্ধার্থ সম্পর্কে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারবে।
১.২.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.২.২ সিদ্ধার্থ কোন কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তা বলতে পারবে।
১.৩.১ সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা :** ১-২

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ নামটি .... আনন্দ অনুভব করলেন।'

শিখনফল

১.১.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মলাভের ঘটনা বলতে পারবে।

উপকরণ : গৌতম বুদ্ধের ছবি, হিমালয় পর্বতের ছবি, রাজা-রানির ছবি, অঙ্কিত ধারাবাহিক ছবি, ভিডিও/স্লাইড প্রদর্শন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* গৌতম বুদ্ধের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্বজ্ঞান যাচাই।
* ছবি, ভিডিও/ স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে হিমালয় পর্বত, কপিলাবস্তু রাজ্যের পরিচয় প্রদান।
* রাজা-রানির ছবি দেখানোর মাধ্যমে রাজা শুদ্ধোদন ও রানি মহামায়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা।
* পাঠ ঘোষণা : সিদ্ধার্থ গৌতম (উচ্চারণ করে বোর্ডে লিখতে হবে)।
* শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীরাও পর্যায়ক্রমে সরব পাঠ করবে।
* পাঠ সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন ও পড়ে শোনাবেন।
* প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করার নির্দেশ দিবেন।
* প্রশ্নের উত্তর যাচাই করবেন।
* প্রশ্ন-উত্তর খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন :

ক. সিদ্ধার্থের পিতামাতার নাম কী?

খ. রাজবাড়িতে কতজন জ্যোতিষী আসলেন?

গ. স্বর্গ হতে কারা রাণির নিকট আসলেন?

পরিকল্পিত কাজ :

শূন্যস্থান পূরণ কর (পাঠ সংশ্লিষ্ট)।

নমুনা

ক. হিমালয়ের পাদদেশে ----------- নামে একটি রাজ্য ছিল।
খ. সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল............... ।
গ. হাতটি রাণিকে...............বার প্রদক্ষিণ করল।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ২-৩

বিষয়বস্তু : 'মহামায়ার পিতার বাড়ি ....খুশিতে ভরে গেল।'

শিখনফল

১.১.২ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম লাভের ঘটনা বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্ন করে পাঠের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন-
ক) বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?
খ) বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে কী ঘটেছিল?
* পাঠ ঘোষণা : সিদ্ধার্থের জন্ম লাভ (উচ্চারণ করে বোর্ডে লিখতে হবে)।
* বই-এর ছবিটি শিক্ষার্থীরা দেখবে ও ছবিতে কী আছে তা আলোচনা করবে।
* নির্ধারিত পাঠটি শিক্ষক পাঠ করে শোনাবেন ও ঘটনাটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
* শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠসংশ্লিষ্ট ২/৩টি প্রশ্ন বিতরণ করে আলোচনা করে উত্তর লেখার নির্দেশ দিন।
* শিক্ষক দলীয় কাজ মনিটর করবেন।
* দলনেতা পরিকল্পিত কাজ উপস্থাপন করবে।
* উপস্থাপনা শেষে হাততালি দিয়ে প্রত্যেক দলকে উৎসাহিত করবেন।
* সংক্ষেপে পাঠটি পুনরায় আলোচনা করুন।

মূল্যায়ন :

* শিখন শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্নঃ

ক. কোন পূর্ণিমায় মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন?
খ. সিদ্ধার্থ কোন উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন?
গ. মহামায়ার পিতার বাড়ি কোথায় ছিল?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩-৪

বিষয়বস্তু : ' নবজাত শিশু .... দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'

শিখনফল

১.১.২. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম-পরবর্তী দু-একটি ঘটনা বলতে পারবে।
১.১.৩. সিদ্ধার্থ সম্পর্কে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারবে।

উপকরণ : ছবি/ স্লাইড, পোস্টার পেপার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* ছবি বা স্লাইডের মাধ্যমে সিদ্ধার্থের জন্ম লাভের পরবর্তী ঘটনাগুলো দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন কী দেখছে।
* পূর্বজ্ঞান যাচাই করে পাঠ ঘোষণা করবেন।
* পাঠটি পড়ে শোনাবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।
* পাঠ সংশ্লিষ্ট ৫/৬টি প্রশ্ন বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তোলার নির্দেশ দিন।
* শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবে (জোড়ায় কাজ)
* উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা যাচাই করবেন।
* পোস্টার পেপারে সিদ্ধার্থের জন্ম-পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে লিখবে (দলীয় কাজ)।
* দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।

মূল্যায়ন :

ক. শিশুর ভাগ্য কে গণনা করেন?
খ. জ্যোতিষীরা কী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন?
গ. মায়াদেবীর মৃত্যুর পর রাজা কাকে বিবাহ করেন?
ঘ. সিদ্ধার্থের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কর?

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাত পায়ের নিচে	১. পছন্দ করতেন না।
২. সিদ্ধার্থ কোলাহল	২. কোলে নেন।
৩. সাত দিন পর	৩. সাতটি পদ্ম ফুটল।
৪. ঋষি নবজাতক শিশুকে	৪. মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করলেন।
৫. এ নবজাতক শিশু ভবিষ্যতে	৫. লিপি শিক্ষা করেন।
	৬. বুদ্ধ হবেন।

পৃষ্ঠা : ৪

বিষয়বস্তু : 'রাজকুমার সিদ্ধার্থ অত্যন্ত .... রক্ত ঝরছিল।'

শিখনফল

১.২.১. সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.২.২. সিদ্ধার্থ কোন কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তা বলতে পারবে।
১.৩.১. সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ছবি/স্লাইড।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পূর্বদিনের পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করে আজকের পাঠের প্রস্তুতি নিতে পারেন।
* ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহন, রথচালনা ইত্যাদি বিষয়ক আকর্ষণীয় ছবি/স্লাইড প্রদর্শন করে এসব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।
* পাঠের অংশটুকু শিক্ষক আলোচনা করবেন।
* আলোচনা থেকে কী বুঝতে পারল জিজ্ঞাসা করুন।
* প্রয়োজন হলে পাঠটি সহজ ভাষায় পুনরায় আলোচনা করুন।
* সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে ৫টি বাক্য বলতে বলুন।
* বাক্যগুলো খাতায় লিখতে বলুন।
* প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দিন।

মূল্যায়ন :

শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।

ক. মহামায়ার মৃত্যুর পর কে সিদ্ধার্থকে লালন পালন করেন?

খ. সিদ্ধার্থ কী কী বিদ্যায় পারদর্শী হন।

গ. কপিলাবস্তুতে কোন উৎসব হতো।

পরিকল্পিত কাজ :

১. সিদ্ধার্থের বিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা : ৫**

বিষয়বস্তু : 'এমন সময় .... দয়া প্রদর্শন করবে।'

শিখনফল :

১.৩.১. সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র, কর্মপত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* মৈত্রী-করুণার প্রতীক মহাকারুণিক বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন-

ক) ছবিটি কার?

খ) বুদ্ধ আমাদের কী করতে বলেছেন?

* শিক্ষার্থীরা মাথা খাটিয়ে উত্তর বলার চেষ্টা করবে।

* পোস্টারে লেখা বুদ্ধের জীবপ্রেম সংক্রান্ত বাণীসমূহ শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন।

* পাঠ ঘোষণা করবেন- সিদ্ধার্থের জীবপ্রেম।

* নির্ধারিত পাঠটি থেকে সহজ ভাষায় সিদ্ধার্থের জীবপ্রেমের কাহিনী শোনাবেন।

* শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

* প্রশ্ন করুন-

ক) প্রাণিদের প্রতি আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত?

খ) সিদ্ধার্থ তীরবিদ্ধ হাঁসটি কী করলেন?

* একটি চিত্র/ স্লাইড প্রদর্শন করুন- কতগুলো ব্যাঙ ডোবার পানিতে খেলছে আর কয়েকটি বালক ওদের ঢিল ছুড়ে মজা করছে।

* প্রশ্ন করুন, কাজটি কি ভালো? কেন?

* জীবের প্রতি সিদ্ধার্থ কেমন আচরণ করতেন এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

* পাঠ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করুন ও উত্তর আদায় করুন।

পরিকল্পিত কাজ : পাখি শিকার করা কেন ভালো নয় পাঁচটি বাক্যে লিখে আনতে বলবেন।

মূল্যায়ন :

শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও পরিকল্পিত কাজ-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
ক. তীরবিদ্ধ হাঁসটিকে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?
খ. হাঁসটি কে শিকার করেছিলেন?

বাড়ির কাজ

১. কুমার সিদ্ধার্থের জীব প্রেম সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৬-৭

বিষয়বস্তু : 'এমন সময় .... দয়া প্রদর্শন করবে।'

১.১.১. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম লাভের ঘটনা বলতে পারবে।
১.৩.১ সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : কর্মপত্র, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, বোর্ড।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বই-এ প্রদত্ত অনুশীলনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠ আলোচনা করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ)
* ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে অনুশীলনীগুলো পাঠ করতে বলুন।
* পাঠ ঘোষণা করবেন।
* অনুশীলনীর প্রশ্নমালা শিক্ষার্থীদের একবার পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অনুশীলনী অনুসরণ করে পড়বে।
* পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
* পাঠ সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন।
* প্রশ্নসহ উত্তর খাতায় লিখবে, শিক্ষক মনিটর করবেন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশনা দেবেন।

মূল্যায়ন :

* শিখন-শেখনো কার্যাবলির মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা যাবে, বাড়ির কাজ দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে। পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা যাবে।

ক. সিদ্ধার্থের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।
খ. কপিলাবসতুর হল কর্ষণ উৎসবের বর্ণনা দাও।
গ. মহামায়ার মৃত্যুর পর কে সিদ্ধার্থকে লালন পালন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরণাগমন

‘শরণ’ শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আশ্রয় বা রক্ষণ। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণে গমন করা উত্তম মঙ্গল। বৌদ্ধদের প্রতিদিন শরণ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণে গমন করাই শরণাগমন।

‘ত্রিরত্ন’ শব্দের অর্থ হলো তিন রত্ন। ‘ত্রি’ অর্থ তিন। আর ‘রত্ন’ হলো গুণ বা মূল্যবান বস্তু। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণকে তাই ত্রিশরণ বলে। পৃথিবীর মধ্যে রত্ন অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। রত্নের সাথে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘকে তুলনা করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে ত্রিরত্নের স্থান সকল রত্নের উপরে। এজন্য শ্রদ্ধার সাথে একাগ্র মনে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করতে হয়।

শরণাগমনের উপকারিতা কী জান?

ভিক্ষুর সামনে উপাসক-উপাসিকাদের সাথে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ত্রিশরণ গ্রহণ

আমরা ত্রিরত্নের পূজারি। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণই উত্তম শরণ। ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণকারীরা সুখে বাস করে। তারা সকল রকম দুঃখ হতে মুক্ত হন। যে কোনো কাজে তাদের উন্নতি সমৃদ্ধি হয়। ত্রিরত্নের শরণকারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গের সুখ সম্পদ লাভ করে সুখী হন। এজন্য নিয়মিত ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অতিশয় দুর্লভ। বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী দেব-মানবের মঙ্গল কামনায় ধর্মপ্রচার করেন। তিনি যে সব অমৃতবাণী প্রচার করেন, সে বাণীগুলোই ধর্ম। 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ নীতিবাক্য। তাই সকলে শ্রদ্ধার সাথে সে বাণীগুলো পালন করবে। বুদ্ধের ধর্মবাণী পালনের দ্বারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। মৃত্যুর পরে স্বর্গ ও নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়। যারা বুদ্ধের ধর্মবাণী পালন ও প্রচার করেন তাঁরাই সংঘ নামে পরিচিত। সংঘ অতি পবিত্র। সংঘের গুণ অনুসরণ করলে মানুষের কল্যাণ হয়।

পৃথিবীতে নানা প্রকার শরণ বা আশ্রয় আছে। কিন্তু এদের মধ্যে ত্রিশরণই সবচেয়ে উত্তম শরণ। তাই বৌদ্ধরা দুঃখ হতে মুক্তির জন্য নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণ করে থাকে। বৌদ্ধরা পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীল গ্রহণ করার পূর্বে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। শয্যা গ্রহণের আগে ও পরে ত্রিশরণ উচ্চারণ করা কর্তব্য। ত্রিশরণ উচ্চারণ করলে মন পবিত্র হয়। শিশুকাল হতে ত্রিশরণ গ্রহণ করলে অভ্যাসে পরিণত হবে। এর দ্বারা নিজের মঙ্গল হবে।

ত্রিশরণ গ্রহণ করলে সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়। ত্রিশরণ গ্রহণকারীদের দেবতারাও রক্ষা করেন। ত্রিশরণ গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। নরক-যন্ত্রণা হতে রক্ষা পায়। এজন্য সকলের ত্রিশরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।

পালি বানানের সাথে বাংলা উচ্চারণের পার্থক্য রয়েছে। সে উচ্চারণ জানা একান্ত দরকার। যেমন– পালিতে 'য' এর উচ্চারণ বাংলায় 'য়' এর মতো হবে। যেমন– দুতিযম্পি- ততিযম্পিকে– এর দুতিয়ম্পি ও ততিয়ম্পি উচ্চারণ করবে।

শরণাগমন

বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
সংঘং সরনং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।

বাংলা কবিতায়ও ত্রিশরণ আবৃত্তি করা যায়। কবিতাটি নিম্নরূপ :

কবিতায় ত্রিশরণ

বুদ্ধের আশ্রয় নিচ্ছি জ্ঞানের আধার
ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছি ন্যায় নীতি সার,

সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি সর্বগুণধার
ত্রিশরণের চেয়ে সেরা আশ্রয় নেই জগতে আর।

তোমরা সর্বদা বুদ্ধ,ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করবে। মনোযোগ সহকারে ত্রিশরণ আবৃত্তি করবে। এতে মনে ধর্মভাব জাগ্রত হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধদের প্রতিদিন কী গ্রহণ করতে হয়?

ক. উপদেশ খ. আদেশ
গ. ত্রিশরণ ঘ. প্রাতঃস্মরণ

২. পৃথিবীতে উত্তম শরণ কী?

ক. বুদ্ধের শরণ খ. ধর্মের শরণ
গ. সংঘের শরণ ঘ. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ

৩. কোনটি গ্রহণ করলে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়?

ক. ঔষধ খ. ত্রিশরণ
গ. বিদ্যা ঘ. খাদ্য

৪. কে অত্যন্ত পবিত্র?

ক. দায়ক খ. সংঘ
গ. দায়িকা ঘ. শিক্ষক

৫. কার নিকট ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়?

ক. ভিক্ষুর খ. মাতা-পিতার
গ. শিক্ষকের ঘ. দেবতার

৬. **'সরনং' শব্দটি কোন ভাষার অন্তর্গত?**

ক. পালি　　খ. হিন্দি

গ. বাংলা　　ঘ. ইংরেজি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বৌদ্ধদেরকে .... ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়।

২। মৃত্যুর পর .... গমন করে।

৩। বুদ্ধ, ধর্ম ও .... শরণই উত্তম শরণ।

৪। শয্যা গ্রহণের আগে ও পরে .... গ্রহণ করা কর্তব্য।

৫। ত্রিশরণ গ্রহণ করলে .... পবিত্র হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী	১. শরণ বা আশ্রয় আছে।
২. 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে	২. গ্রহণ করলে অভ্যাসে পরিণত হবে।
৩. পৃথিবীতে নানা প্রকার	৩. দেব-মানবের মঙ্গল কামনায় ধর্মপ্রচার করেন।
৪. শিশুকাল হতে ত্রিশরণ	৪. ত্রিশরণ গ্রহণ করা কর্তব্য।
৫. এজন্য সকলে	৫. নীতিবাক্য।
	৬. ত্রিশরণ গ্রহণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. 'শরণ' শব্দের অর্থ কী?

২. বুদ্ধ কত বছরব্যাপী ধর্ম প্রচার করেন?

৩. 'ধর্ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?

৪. যারা বুদ্ধের ধর্মবাণী পালন ও প্রচার করেন তারা কী নামে পরিচিত?

৫. পৃথিবীতে কোন শরণ সবচেয়ে উত্তম?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. 'ত্রিশরণ' কাকে বলে? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. 'শরণাগমন' পালিতে উদ্ধৃত কর।

৩. বাংলা কবিতাকারে ত্রিশরণ যথাযথ উল্লেখ কর।

৪. ত্রিশরণ গ্রহণের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫. দেবতারা মানুষকে কেন রক্ষা করেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়
শরণাগমন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ শরণাগমন এর অর্থ বলতে পারবে।
২.২ নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেবে।
২.৩ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
২.৪ ত্রিশরণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
২.৫ ত্রিশরণ পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ শরণাগমন কী তা বলতে পারবে।
২.১.২ ত্রিশরণ কী, কেন গ্রহণ করা হয় তা বলতে পারবে।
২.১.৩ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।
২.২.১ নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিতে পারবে।
২.৩.১ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
২.৩.২ নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
২.৪.১ ত্রিশরণ গ্রহণে গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
২.৫.১ ত্রিশরণ পালি ও বাংলায় শুদ্ধরূপে বলতে ও লিখতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা : ৮**

বিষয়বস্তু : ‘শরণ’ শব্দটির .... গ্রহণ করা কর্তব্য।’

শিখনফল

২.১.১ শরণাগমন কী তা বলতে পারবে।
২.১.২ ত্রিশরণ কী, কেন গ্রহণ করা হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ : প্রার্থনারত ছেলে-মেয়েদের চিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* প্রার্থনারত ছেলে-মেয়েদের চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করুন-
ক) কী দেখছ?
খ) প্রার্থনার সময় আমরা কী বলি?
* প্রার্থনার সময় আমরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে থাকি, একে ত্রিশরণ বলে। ত্রিশরণ নেওয়াকে শরণাগমনও বলে।
* পাঠ ঘোষণা করবেন।
* বোর্ডে শরণ শব্দটি লিখে এর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। পাঠ অনুযায়ী শরণাগমন শব্দটিও বুঝিয়ে দেবেন।
* ত্রিশরণ ও ত্রিরত্ন সম্পর্কে সহজ ভাষায় ধারণা দেবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
* পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করবে।

* সঠিক উত্তর আদায় করবেন।
* সঠিক উত্তর খাতায় লিখে দেখাতে বলবেন।

মূল্যায়ন :

ক. ত্রিরত্ন কাকে বলে?
খ. বৌদ্ধদের প্রতিদিন কী গ্রহণ করতে হয়।
গ. ত্রিশরণ কাকে বলে? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৮
বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ শব্দের .... গ্রহণ করা কর্তব্য।'
শিখনফল

২.১.২ ত্রিশরণ কী, কেন গ্রহণ করা হয় তা বলতে পারবে।
২.৩.১ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র, বুদ্ধের ছবি ও ভিডিও চিত্র।
শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পুস্তকের চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠের প্রতি মনোযোগী করুন।
* পূর্ব দিনের পাঠ থেকে ২/১টি প্রশ্ন করে আজকের পাঠের প্রস্তুতি নিন।
* পাঠ ঘোষণা - শরণাগমনের উপকারিতা।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* পাঠটি কী বুঝল তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* কী বুঝল তা শ্রেণির উদ্দেশে বলার নির্দেশ দিবেন।
* শরণাগমনের উপকারিতা কী জিজ্ঞাসা করবেন।
* শরণাগমনের উপকারিতা লিখে দেখাবে।
* সবচেয়ে ভালো যে লিখেছে তাকে উত্তরটি সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনাতে বলবেন।
* নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

ক) বুদ্ধ কে?
খ) ধর্ম কী?
গ) সংঘ কী?

* শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে ধন্যবাদ দিন।

পরিকল্পিত কাজ :

* ভাই-বোনদের নিয়ে কীভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ করবে বর্ণনা কর।

মূল্যায়ন :

* শিখন-শেখানো কার্যাবলি, বাড়ির কাজ ও পরিকল্পিত কাজের মূল্যায়ন হবে।

ক. বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?
খ. বৌদ্ধরা পঞ্চশীল, অর্ধশীল ও দানশীল গ্রহণের পূর্বে কি গ্রহণ করে?
গ. বৌদ্ধধর্মে কারা সংঘনামে পরিচিত?

পরিকল্পিত কাজ

১. বাসায় কখন, কীভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ কর লিখ।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা : ৯**

বিষয়বস্তু : 'পৃথিবীতে...............................গ্রহণ করা কর্তব্য।'

শিখনফল

২.১.২ ত্রিশরণ কী, কেন গ্রহণ করা হয় তা বলতে পারবে।
২.২.১ নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিতে পারবে।
২.৩.১ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের ছবি ও ভিডিও প্রদর্শন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘবিষয়ক যে কোনো সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।
* আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
* ত্রিশরণ সম্পর্কিত নির্ধারিত পাঠটি সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।
* পাঠটি পড়ে শোনান।
* পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থীরা কী বুঝল তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* পাঠ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন-

ক) সবচেয়ে উত্তম শরণ কোনটি?
খ) কখন কখন ত্রিশরণ গ্রহণ করা যায়?
গ) কেন ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়?

* প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন (দলীয় কাজ)।
* প্রশংসা করুন ও ধন্যবাদ দিন।

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সবচেয়ে উত্তম শরণ কোনটি?
খ. কখন কখন ত্রিশরণ গ্রহণ করা যায়।
গ. ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?
ঘ. কী গ্রহণ করলে সর্বপ্রকার মঙ্গল হবে?

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৯

বিষয়বস্তু : 'পালি বানানের .... জাগ্রত হবে।'

শিখনফল

২.১.৩ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।
২.২.১ নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিতে পারবে।
২.৩.২ নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
২.৫.১ ত্রিশরণ পালি ও বাংলায় শুদ্ধরূপে বলতে ও লিখতে পারবে।

উপকরণ : শিক্ষার্থীবৃন্দ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পূর্বদিনের পাঠ থেকে ২/১টি প্রশ্ন করুন।
* পাঠ ঘোষণা করুন।
* শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে ত্রিশরণ পাঠ করবেন। উল্লেখ করবেন, পালিতে 'য' এর উচ্চারণ 'য়' এর মতো হবে।
* উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন।

* শিক্ষকের সঙ্গে সমস্বরে ত্রিশরণ পাঠ করবে।
* ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সামনে ডেকে কীভাবে ত্রিশরণ নিতে হয় অনুশীলন করাবেন।
* সকলে একত্রে ত্রিশরণ গ্রহণ অনুশীলন করবে।
* এককভাবে অনুশীলন করে দেখাতে বলবেন।
* প্রশংসা করে উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন :

* শিখন শেখানো কার্যাবলি দ্বারা মূল্যায়ন করা যাবে।

ক. পালিতে 'য' এর উচ্চারন বাংলায় কিসের মত হয়?
খ. বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি-এর বাংলা অর্থ কী?
গ. শরণাগমন পালিতে উদ্ধৃত কর।

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও ....শরণ গ্রহণ করবে।
২. ধর্মং সরণং .... ।
৩. সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি .... ।

পাঠ : ৪, পৃষ্ঠা : ১০-১১

বিষয়বস্তু : অনুশীলনী

শিখনফল :

২.১.২. ত্রিশরণ কী, কেন গ্রহণ করতে হয় তা বলতে পারবে।
২.৪.১. ত্রিশরণ গ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

১. পূর্বের পাঠ পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা।
২. পূর্ব পাঠের প্রশ্নোত্তর আলোচনা করবেন।
৩. অনুশীলনীর প্রশ্নমালা শিক্ষার্থীদের দিয়ে পাঠ করাবেন।
৪. কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
৫. প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শুদ্ধ করে বলে দেবেন।
৬. পারগ শিক্ষার্থীর সাহায্য গ্রহণ করতে বলবেন।
৭. নির্ধারিত অনুশীলনীর প্রশ্নমালা জোড়ায় আলোচনা করতে দেবেন।

মূল্যায়ন :

ক. 'ত্রিশরণ' কাকে বলে? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
খ. বাংলায় কবিতাকারে ত্রিশরণ যথাযথ উল্লেখ কর।
গ. ত্রিশরণ গ্রহণের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও বন্দনা

বৌদ্ধধর্মে বন্দনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বন্দনা' শব্দের অর্থ হলো প্রণতি, প্রণাম ও শ্রদ্ধা। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে বন্দনা। গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানানোকেও বন্দনা বলে।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলে। পৃথিবীতে ত্রিরত্ন-গুণ অনেক বেশি। এ কারণে বৌদ্ধরা নিয়মিত শ্রদ্ধার সাথে ত্রিরত্ন বন্দনা করে থাকেন। বন্দনার দ্বারা মানুষের সুখ ও মঙ্গল লাভ হয়।

বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্নই একমাত্র বন্দনা পাওয়ার যোগ্য। বন্দনা দ্বারা পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্যবলে আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ও জ্ঞান বর্ধিত হয়। বুদ্ধ যে সব স্থানে ধ্যান করেছেন, ধর্ম প্রচার করেছেন, সে সব স্থানকে বন্দনা করবে। বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবক সংঘের পবিত্র দেহধাতু বন্দনা করবে। তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসকেও বন্দনা করতে হয়। পবিত্র ধাতু বন্দনা করবে। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহকেও বন্দনা করবে।

ধর্ম পালনের জন্য কোনো কালাকাল নেই। সকাল-সন্ধ্যা দু' বলা ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। এরপর গুরুজনকে বন্দনা করবে। বন্দনা করার পূর্বে মুখ, হাত, পা ধৌত করবে। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করবে। ধূপ, বাতি, ফুল নিয়ে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসবে। ত্রিরত্ন বন্দনা শুদ্ধ করে উচ্চারণ করবে।

মনে রাখবে, পৃথিবীতে আদি গুরু হচ্ছে মাতা-পিতা। মাতা-পিতার গুণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ত্রিপিটকে মাতা-পিতাকে ব্রহ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তোমরা গাথা উচ্চারণ করে মাতা-পিতাকে বন্দনা করবে।

মাতাপিতাকে বন্দনারত পুত্র-কন্যা

মাতৃ বন্দনা

দসমাসে উরে কত্বা, খীরং পায়েত্বা বড্ঢেসি,
দিবারত্তিঞ্চ পোসেতি, মাতু পদং নমাম্যহং।

বাংলা পদ্যানুবাদ

দশমাস গর্ভে যিনি করিয়া ধারণ,
দিবা-রাত্র স্তন্য দানে দেহ মোর করেছেন বর্ধন।

সেই স্নেহময়ী মাতৃপদে জানাই বন্দনা,
করুণায় সিক্ত করুন এ মোর কামনা।

পিতৃ বন্দনা

দযায পরিপুণ্ণোব জনকো যো পিতা মম,
পোসেসিং বুদ্ধিং কারেসি বন্দেতং পিতরং মম।

বাংলা পদ্যানুবাদ

পরিপূর্ণ দয়া আর ভরণ পোষণে,
বড় করেছেন যিনি জ্ঞান বুদ্ধি দানে;

শিক্ষা দাতা পিতৃপদে করিনু বন্দনা,
করুণায় সিক্ত করুন এ মোর কামনা।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন দুঃখে পূর্ণ। স্বাস্থ্যবান হতে হলে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এ জন্য সময়মতো ঘুমাবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শয্যা ত্যাগ করবে। তারপর ব্যায়াম করবে। নিজ বাসস্থান পরিষকার করবে। স্নান করবে। দাঁত মাজবে। চুল-নখ কাটবে। পরিষকার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে। চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন। তোমরা জানবে, সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান।

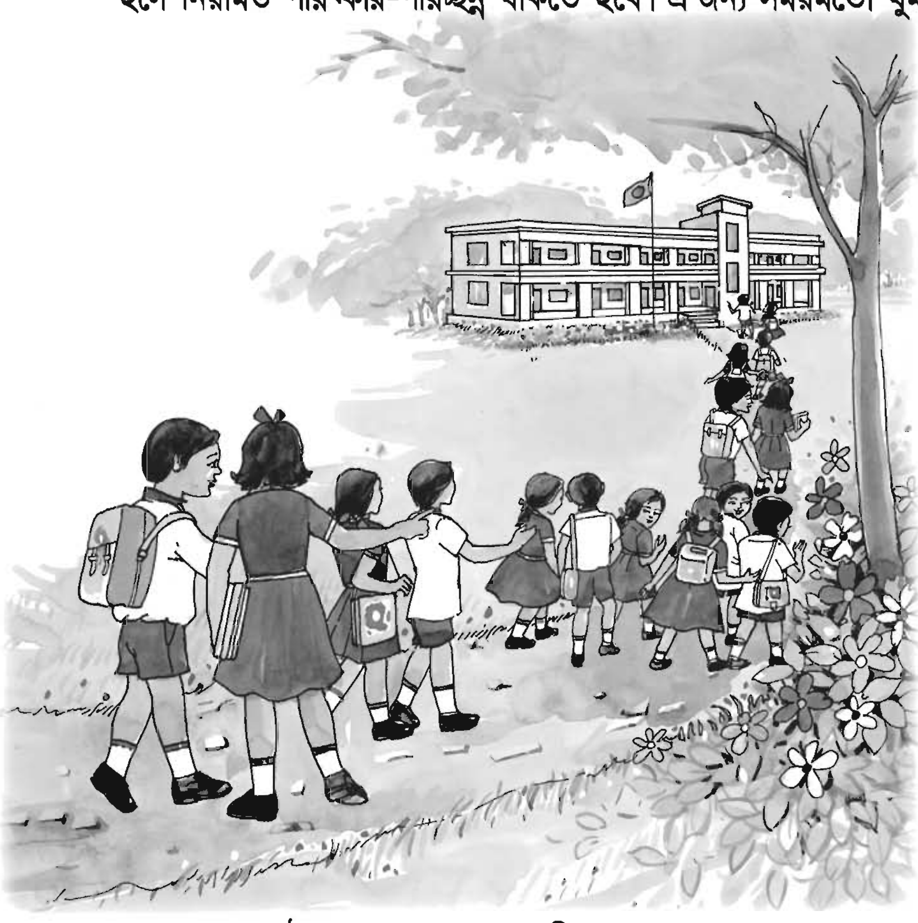

পাঠশালায় গমনরত বালক-বালিকারা

তাই প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করা উচিত। নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। মাতা-পিতাকে বন্দনা করবে। লেখাপড়া করবে। যথাসময় স্কুলে যাবে। শিক্ষকের উপদেশ মান্য করবে। স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবে। বিকেলে খেলাধুলা করবে। সন্ধ্যার সময় হাত-মুখ ধুয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে লেখাপড়া করবে, পরে ঘুমাবে। দৈনন্দিন কাজের তালিকা অনুসরণ করবে। এর ফলে জীবনে সফলতা লাভ করতে পারবে।

নিত্যকর্ম বিষয়ে সচেতন থাকবে। সময়মতো কাজ সম্পন্ন করবে। অবসর সময়ে প্রতিবেশীদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে। এর ফলে সুশীল সমাজ গড়ে উঠবে। জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। এজন্য ছেলে-মেয়েদের ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মের গুণ সম্পর্কে জানাতে হবে। মাতা-পিতা ও ত্রিরত্ন বন্দনা করার জন্য সহপাঠীদের উপদেশ দেবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

আমরা ত্রিরত্নের পূজারি। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ আমাদের আদর্শ। বুদ্ধের উপদেশমতো জীবনযাপন করা উত্তম। কিরূপে পুণ্য কার্য সম্পাদন করবে জানতে হবে। নিয়মিত ত্রিরত্ন প্রশস্তি গাথা ও সূত্র পাঠ করবে। অবসর সময়ে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। পঞ্চশীল-অষ্টশীল পালন করবে। পূর্ণিমার দিনে বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করবে। ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করবে। ধর্ম শ্রবণ করবে। ধর্মবাণী পালন করবে।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরিবারের মধ্যে প্রধান হলেন মাতা-পিতা। তারপর বড় ভাই-বোন ও অন্যান্যরা। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে কিছু নিয়মকানুন থাকে। সে নিয়মকানুন মেনে চলা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য।

সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করাই উন্নতির চাবিকাঠি। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ গৃহীদেরকে পঞ্চশীল পালনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার করবে না। মিথ্যা বলা, নেশাদ্রব্য পান হতে বিরত থাকবে। সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে চলতে হবে।

নিত্যকর্ম সময়মতো সম্পন্ন করতে হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-মুখ ধুয়ে ত্রিরত্নের নাম শরণ করবে। বিছানা কাপড় সুন্দরভাবে ভাঁজ করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক প্রাতকর্ম করবে। টুথব্রাশ ও টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে। তারপর বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপ, বাতি, সুগন্ধি জ্বালাবে। জল, ফুল দিয়ে পূজা করবে। ত্রিরত্ন বন্দনার পর মাতাপিতাকে প্রণাম করবে। এর দ্বারা নিজের ও পরিবারের মঙ্গল হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. নিচের কোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
ক. বেড়ানো খ. বন্দনা করা
গ. খেলা করা ঘ. গল্প করা

২. বৌদ্ধরা প্রতিদিন কাকে বন্দনা করে?
ক. মণিরত্নকে খ. মহারত্নকে
গ. ত্রিরত্নকে ঘ. সূর্যরত্নকে

৩. প্রথম শিক্ষাগুরু কারা?
ক. মাতা-পিতা খ. শিক্ষক-শিক্ষিকা
গ. ভিক্ষু-শ্রামণ ঘ. বন্ধু-বান্ধব

৪. কোথায় আমাদের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়?
ক. পাঠশালাতে খ. পরিবারে
গ. আশ্রমে ঘ. বিহারে

৫. আমরা কার পূজারি?
ক. কর্মের খ. সহপাঠীর
গ. ত্রিরত্নের ঘ. দেবতার

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বন্দনার দ্বারা মানুষের সুখ ও .... লাভ হয়।
২। শিক্ষকের .... মান্য করবে।
৩। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন .... পূর্ণ।
৪। ধর্ম .... রক্ষা করে।
৫। নিয়মিত .... বন্দনা করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ত্রিরত্ন বন্দনা	১. মাতা-পিতাকে বন্দনা করবে।
২. সমাজে একতাবদ্ধ	২. সময়মতো করতে হবে।
৩. মানুষ	৩. শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে হবে।
৪. প্রত্যেকেরই নিত্যকর্ম	৪. হয়ে চলতে হবে।
৫. ত্রিরত্ন বন্দনার পর	৫. সামাজিক জীব।
	৬. বন্দনা করেন।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. বন্দনার প্রকৃত অর্থ কী?
২. বৌদ্ধরা নিয়মিত কার বন্দনা করে থাকেন?
৩. ত্রিরত্ন কী?
৪. মাতা-পিতাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
৫. ধর্ম কাকে রক্ষা করে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মাতা বন্দনা পালি ভাষায় লিখ।
২. পিতা বন্দনা বাংলা ভাষায় লিখ।
৩. নিত্যকর্মের একটি তালিকা তৈরি কর।
৪. বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।
৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও বন্দনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ 'বন্দনা' শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.২ বন্দনা করার নিয়মাবলি বলতে পারবে।
৩.৩ মাতা-পিতা বন্দনা গাথা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৩.৪ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা বলতে পারবে।
৩.৫ ধর্মীয় নীতিবোধের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৩.৬ পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবে।
৩.৭ 'নিত্যকর্ম' সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ বন্দনা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ ত্রিরত্ন কী বলতে পারবে।
৩.১.৩ বন্দনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.২.১ বন্দনার নিয়মাবলি বলতে পারবে।
৩.৩.১ মাতা-পিতা বন্দনা গাথা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৩.৪.১ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হতে শিখবে।
৩.৪.২ দৈনন্দিন কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৪.৪.৩ নিজের প্রাত্যহিক কাজ সম্পন্ন করতে পারবে এবং কাজে অন্যকে সহায়তা করতে শিখবে।
৩.৫.১ ধর্মীয় নীতি বোধের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৩.৫.২ ধর্মীয় রীতি-নীতি বোধের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৩.৬.১ পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবে।
৩.৬.২ সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৩.৭.১ নিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১২

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধধর্মে বন্দনা অত্যন্ত .... শুদ্ধ করে উচ্চারণ করবে।'

শিখনফল

৩.১.১ বন্দনা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ ত্রিরত্ন কী বলতে পারবে।
৩.১.৩ বন্দনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.২.১ বন্দনার নিয়মাবলি বলতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
* ত্রিরত্ন কী? জিজ্ঞাসা করবেন।
* প্রশ্ন করবেন-

ক) আমরা কাকে বন্দনা করি?
খ) কেন বন্দনা করি?

* বন্দনা কীভাবে করে তা বুদ্ধের ছবির সামনে প্রদর্শন করবেন।
* পাঠ ঘোষণা করবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* কী বুঝেছে তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* পাঠ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

নমুনা :

ক) বন্দনা শব্দের অর্থ কী?
খ) বন্দনা করার আগে কী প্রস্তুতি নিতে হয়?
গ) কীভাবে বন্দনা করবে?

* মৌখিকভাবে উত্তর দেওয়ার পর খাতায় লিখতে বলবেন।
* সংশোধন করে দিবেন।

মূল্যায়ন :

* শিখন শেখানো কার্যাবলি ও বাড়ির কাজ

পরিকল্পিত কাজ

১. কীভাবে বন্দনা করতে হয় বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১২-১৪

বিষয়বস্তু : 'মনে রাখবে, ... এ মোর কামনা।'

শিখনফল

৩.৩.১ মাতা-পিতা বন্দনা গাথা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।

উপকরণ : মায়ের ছবি ও বাবা সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পূর্ব পাঠ পর্যালোচনা ।
* পাঠ ঘোষনা .... করবেন।
* মাতা-পিতার গুরুত্ব বর্ণনা করা।
* বৌদ্ধধর্ম মতে, মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্দনার কথা বর্ণনা করা।
* পিতা-মাতা-বন্দনা পালিতে পাঠ করা।
* কয়েক শিক্ষার্থীকে উচ্চারণ করতে বলা।
* ভুল সংশোধন করা।
* প্রশ্নোত্তর ও শূন্যস্থান ক্ষেত্র বিশেষে জিজ্ঞাসা করা।

মূল্যায়ন :

১. মাতৃ বন্দনা পালি ভাষায় বল।
২ মাতৃ বন্দনা বাংলা ভাষায় বল।
৩. পিতৃ বন্দনা বাংলায় বল।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১৪

বিষয়স্তু : 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের .... উন্নতি লাভ করতে পারবে।'

শিখনফল

১.৪.১ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হতে শিখবে।

উপকরণ : পোস্টার–স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পোস্টারটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দিবেন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
* প্রশ্ন করবেন-

ক) স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কী হয়?
খ) স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী কী করা উচিত?

* পাঠ ঘোষণা : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

* জিজ্ঞাসা করবেন :

ক) তোমরা কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে?

* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* পাঠটি পড়ে যা বুঝেছে তা জোড়ার আলোচনা করতে বলবেন।
* কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।
* দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।
* ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

* দাঁত ভালো রাখতে কী করতে হয় বন্ধুর সাথে আলোচনা করে লিখ।

মূল্যায়ন :

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবনে কিসে পরিপূর্ণ?

২. কার উপদেশ মান্য করা উচিত?

৩. জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে কি করা দরকার?

পরিকল্পিত কাজ :

১. দুটি দলে ভাগ করে প্রথম দল মাতৃ বন্দন এবং দ্বিতীয় দল পিতৃ বন্দনা সুর করে আবৃত্তি ও অনুশীলন করবে। প্রত্যেক দলের একজন মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা আবৃত্তি করে শোনাবে।

মূল্যায়ন

শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. দশমাস .... যিনি করিয়া ধারণ, ... স্তন্য দানে দেহ মোর করেছেন........।

এক কথায় উত্তর দাও

১. পৃথিবীতে আদি গুরু কে?

২. মাতা-পিতাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

৩. বৌদ্ধরা নিয়মিত কার বর্ণনা করে?

পাঠ : ৪   পৃষ্ঠা : ১৫

বিষয়বস্তুঃ ‘ধর্মই ধার্মিককে .... ধর্মবাণী পালন করবে।’

শিখনফল

৩.৫.১ ধর্মীয় নীতি বোধের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

৩.৫.২ ধর্মীয় রীতি-নীতি বোধের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

৩.৭.১ নিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

* দলে ভাগ করবেন ও প্রতি দিন আমাদের কী কী ধর্মীয় কাজ করতে হয় তার একটা তালিকা

প্রস্তুত করতে বলবেন।

* দলীয় কাজ উপস্থাপন।

উপকরণ : সচিত্র নিত্যকর্মের চার্ট, বন্দনারত উপাসকের চিত্র।

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :

ক. তোমরা কীভাবে বন্দনা কর।

খ. ধার্মিককে কে রক্ষা করে?

গ. কার নিকট শীল গ্রহণ করবে?

ঘ. কীভাবে ধর্মীয় কাজ করা যায়?

ঙ. বন্ধুকে প্রশ্ন করে তার নিত্য কর্মের তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৫   পৃষ্ঠা : ১৫- ১৬

বিষয়বস্তু : 'মানুষ সামাজিক জীব .... নিজের ও পরিবারের মঙ্গল হবে।'

শিখনফল

৩.৬.১ পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবে।

৩.৬.২ সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত কাজের চিত্র, পোস্টার পেপার, রঙিন সাইন পেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* চিত্রটি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করবেন।

ক) এটা কীসের ছবি?

খ) তোমার পরিবারে কে কে আছে?

গ) আমাদের কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়?

ঘ) শিক্ষকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে?

* পাঠটি পড়ে শোনাবেন।

* পাঠ ঘোষণা :

* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।

* পাঠ সম্পর্কে জোড়ায় মতবিনিময় করতে বলবেন।

* মিথ্যা বলার কুফল ও সত্য বলার সুফল সম্পর্কে দুটি গল্প বলবেন।

* শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু বলতে বলবেন।

* সুশৃঙ্খল জীবন কী সহজ ভাষায় বর্ণনা করবেন।

* কীভাবে সুশৃঙ্খল জীবন গঠন করা যায় আলোচনা করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।

* পোস্টার পেপারে দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।

মূল্যায়ন :
সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. আমরা কার পূজারী?

খ. অবসর সময়ে কী করা উচিত?

গ. ত্রিরত্ন বন্দনার পর কাকে প্রণাম করবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা :

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করে বলবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থীর পালি গাথা উচ্চারণ বা বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে বলবেন।

৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগীতার কারণ জেনে ফলাবর্তন দেবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা :** ১৬-১৭

বিষয় : অনুশীলনী

শিখনফল :

৩.১.১ বন্দনা কী বলতে পারবে।

৩.১.২ ত্রিরত্ন কী বলতে পারবে।

৩.১.৩ বন্দনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.৩.১ মাতা-পিতা বন্দনা ব্যাখ্যা করতে পারবে পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যবই, চক, ডাস্টার, সাইনপেন, কর্মপত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শূন্যস্থান গুলো বোর্ডে লিখে দিন।
* শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।
* ঘুরে ঘুরে দেখুন।
* অপারগদের সহযোগিতা করুন।
*পারগদের ধন্যবাদ দিন।

মূল্যায়ন :

ক. মাতা বন্দনা পালি ভাষায় লিখ।

খ. পিতা বন্দনা বাংলা ভাষায় লিখ।

গ. বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

* যদি কোনো শিক্ষার্থী কাজগুলো করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পুষ্প পূজা

‘পূজা’ কী তা তোমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। কেমন তাই না?

তারপরও এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

‘পূজা’ একটি পুণ্যকর্ম। পূজার অর্থ হলো মনকে সুন্দর করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন করাকে ‘পূজা’ বলে।

পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। চিত্ত নির্মল হয়। পরিশুদ্ধ হয়। তাই আমাদের সকলেরই পূজা করা উচিত।

পূজার উদ্দেশ্য কী? তোমরা এ সম্বন্ধে জানবে।

পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের বাণী ও আদর্শকে অনুসরণ করা। ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

পূজার উপকারিতা কী জান? পূজা করলে মনের পাপ দূর হয়। মন পবিত্র থাকে। মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। যে কোনো ভালো কাজে আগ্রহ বাড়ে। লেখাপড়ায় মন বসে। মন শান্ত থাকে। ত্যাগ ও উদারতায় মন ভরে যায়। ভালো কাজের সফলতা পাওয়া যায়।

পুষ্প পূজা

পালি

“বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ত তিং
পূজাযামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরূহে,

পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন,
পুঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং।

পুপ্ফং মিলাযতি যথা ইদং মে,
কাযো তথা যাতি বিনাসভাবং।”

বাংলা অনুবাদ

এ ফুলগুলো সুন্দর বর্ণ, গন্ধ ও গুণযুক্ত। আমি মুনীন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদমূলে এই ফুল দিয়ে পূজা করছি। এ পুণ্যের ফলে আমার নির্বাণ লাভ হোক। এ পুষ্প যেমন মলিন হচ্ছে, আমার দেহও তেমনি বিনাশ হবে।

পদ্যাকারে পুষ্প পূজা

বর্ণগন্ধ গুণযুক্ত কুসুম প্রদানে,
পূজিতেছি ভক্তি চিত্তে বুদ্ধ ভগবানে।

এ ফুল এ ক্ষণে সুন্দর বরণ,
মনোরম গন্ধ তার সুন্দর গঠন।

কিন্তু শীঘ্র বর্ণ তার হবে যে মলিন,
সুগন্ধ ও সুগঠন অনিত্যে বিলীন।

এরূপ জড়-অজড় সকলি অনিত্য,
সকলি দুঃখের হেতু, সকলি অনাত্ম।

এ বন্দনা এ পূজা, এ জ্ঞান প্রভায়,
সর্বতৃষ্ণা, সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

এখানে পুষ্পের সাথে দেহের তুলনা করা হয়েছে। সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ফুল যেমন মলিন হয়, আমাদের দেহও একদিন মলিন হয়ে যাবে। মানবজীবন ফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী।

পুষ্প পূজা কীভাবে করতে হয় জান?

প্রথমে বাগান থেকে ফুল তুলবে। ফুলগুলো পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নেবে। তারপর পরিষ্কার থালায় রাখবে। সুন্দর করে সাজাবে। সাজানোর সময় মনে শ্রদ্ধা আনবে। মনকে প্রফুল্ল রাখবে।

এরপর ফুলের থালা বুদ্ধের আসনে রাখবে। তারপর নতজানু হয়ে বসে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। পরে পুষ্প গাথা আবৃত্তি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। ফুল না তুলেও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পুষ্প পূজা করা যায়।

বুদ্ধ মূর্তির সামনে শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা পুষ্প পূজারত

প্রতিদিন সকালে বিহারে গিয়ে পুষ্প পূজা দেবে। বিহারে যেতে না পারলে বাড়িতেই পুষ্প পূজা দেবে। পুষ্প গাথাটি মুখস্থ করবে। বাংলার গাথাটি শিখবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুষ্প পূজার গাথা পালি ও বাংলা আবৃত্তি করতে পারবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. পূজা কী?
ক. দান কর্ম খ. ভাবকর্ম
গ. পুণ্যকর্ম ঘ. চেতনাকর্ম

২. পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো–
ক. বুদ্ধের বাণী ও আদর্শকে অনুসরণ করা খ. শীলবান জীবন গঠন করা
গ. বিত্ত-বৈভব লাভের জন্য প্রার্থনা করা ঘ. ভগবান বুদ্ধের স্তুতি করা

৩. পুষ্প পূজা কখন করতে হয়?
ক. সকালে খ. দুপুরে
গ. বিকেলে ঘ. রাতে

৪. পূজার ফুলগুলো সাজিয়ে কোথায় দিতে হবে?
ক. টেবিলের উপর খ. তাকের উপর
গ. আলমীরার উপর ঘ. বুদ্ধের আসনের উপর

৫. পুষ্পের সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে–
ক. মনের খ. দেহের
গ. বাক্যের ঘ. সম্পদের

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ভক্তি প্রদর্শন করাকে .... বলে?
২। এ পুণ্যের ফলে আমার ....লাভ হোক।
৩। আমি মুনীন্দ্র বুদ্ধের .... এই ফুল দিয়ে পূজা করি।
৪। ভালো কাজে .... পাওয়া যায়।
৫। মানবজীবন ফুলের মতো .... ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো	১. বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে।
২. বন্নগন্ধ গুণোপেতং	২. সফলতা পাওয়া যায়।
৩. এরূপ জড়-অজড়	৩. বুদ্ধের বাণী ও আদর্শকে অনুসরণ করা।
৪. ভালো কাজের	৪. এতং কুসুম সন্ততিং।
৫. পুষ্প গাথা আবৃত্তি করে	৫. সকলি অনিত্য।
	৬. পূজার উপকরণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. পূজার অর্থ কী?
২. পুষ্প পূজার উপকরণ কী কী?
৩. কীভাবে পুষ্পপূজা করতে হয়?
৪. পূজা শেষে কার উদ্দেশ্যে বন্দনা জানাবে।
৫. পুষ্পের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পূজা করার উদ্দেশ্য কী বল।
২. পুষ্প পূজার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩. পুষ্প পূজার পা ল গাথাটি লিখ।
৪. পুষ্প পূজার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. পুষ্প পূজা গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
পুষ্প পূজা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ পূজার উদ্দেশ্য কী বলতে পারবে।
৪.২ পূজার উপকারিতা বলতে পারবে।
৪.৩ পুষ্প পূজার গাথা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে
৪.৪ পূজার মাধ্যমে ত্যাগ ও উদার মনোভাব গঠন করতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৪.১.২ পূজার উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
৪.২.১ পূজার উপকারিতা বলতে পারবে।
৪.৩.১ পুষ্প পূজার পালি গাথা পদ্যাকারে বলতে পারবে।
৪.৩.২ পুষ্প পূজার বাংলা গাথা পদ্যাকারে বলতে পারবে।
৪.৩.৩ প্রতিদিন সকালে পুষ্প পূজা করতে পারবে।
৪.৪.১ পূজার মাধ্যমে মনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করতে পারবে।
৪.৪.২ পূজার মাধ্যমে ত্যাগ ও উদার মনোভাব গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১৮

বিষয়বস্তু : 'পূজা কী .... সফলতা পাওয়া যায়'।

শিখনফল

৪.১.১ পূজা কী এ বলতে পারবে।
৪.১.২ পূজার উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধ মূর্তি/বুদ্ধের ছবি, ফুল সজ্জিত থালা এবং অধ্যায়ের পূজারত ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* একটি বুদ্ধ মূর্তি টেবিলে স্থাপন করবেন। ফুল সজ্জিত থালাটি বুদ্ধের সামনে রাখবেন।
* প্রশ্ন করবেন- এখানে তোমরা কী কী দেখতে পারছ ?
* এসব দিয়ে আমরা কী করি?
* পাঠ ঘোষণা – পুষ্প পূজা।

* ‘পূজা’ কী এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলবেন।
* শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠের এক একটি অংশ পড়তে বলবেন।
* এতে সকলের শুদ্ধভাবে পড়া এবং উচ্চারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
* সুন্দর পাঠের জন্য প্রশংসা করবেন। না পারলে পুনরায় পড়তে বলবেন।
* শিক্ষক এবার পূজা কী এবং পূজা কাকে বলে তা বোঝাবেন।
* শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন

- ‘পূজা’ কী ?
- পূজার উদ্দেশ্য কী, কাদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়?
- পূজার উপকারিতা কী?

সঠিক উত্তর আদায় করবেন। প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন। মাঝে মাঝে বানান জেনে নেবেন।
যেমন- শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রসন্ন, নির্মল, পরিশুদ্ধ, ত্যাগ, উদারতা প্রভৃতি।

* মাঝে মাঝে আনন্দ দানের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট দুই-একটি কথা বলবেন-

— তোমরা কী বিহারে পূজা দিতে যাও?

* শিক্ষার্থীরা পূজা দিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে (জোড়ায় কাজ)।
* কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পুষ্প পূজার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পূজার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে সাতটি বাক্য লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

* পাঠ থেকে দুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে।
* বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর (নমুনা) :

১. ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও .... নিবেদন করা।
২. পূজা করলে মনের .... দূর হয়।
৩. ত্যাগ ও .... মন ভরে যায়।

* যদি কোনো শিক্ষার্থী কাজগুলো করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১৮

বিষয়বস্তু: ‘পুষ্প পূজা : পালি “বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং .... তেমনি বিনাশ হবে।”

উপকরণ : বুদ্ধ মূর্তি /বুদ্ধের ছবি, নানা ধরনের ফুল সজ্জিত থালা। (সম্ভব হলে কম্পিউটার স্লাইড)

শিখনফল

৪.৩. ১ 'পুষ্প' পূজার পালি গাথা পদ্যাকারে বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠটিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর জন্য বোর্ডে স্লাইডের মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ের চিত্র দেখাবেন।
* শ্রেণিকক্ষে ফুল সজ্জিত একটি থালা নেবেন।
* শিক্ষক বলবেন- এটা কী?
* শিক্ষার্থীরা বলবে পাঠ্য বইয়ের ছবি। বুদ্ধকে পুষ্প দিয়ে পূজার ছবি। এটি ফুলের থালা।
* শিক্ষক থালা থেকে একটি ফুল নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
* প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন বল দেখি- এটা কী?
* শিক্ষক বলবেন ফুলের অপর নাম কী?
* শিক্ষক ফুলের অপর নাম 'পুষ্প' বলে দেবেন।
- তোমরা পুষ্প দিয়ে কী কর?
- আমরা পুষ্প দিয়ে কাকে পূজা করি বল তো?
- চিত্র দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন- পুষ্প দিয়ে ছেলে-মেয়েরা কী করছে?
- তোমরা কী প্রতিদিন পুষ্প পূজা কর?
- পুষ্প পূজার উপকরণ কী কী?
- পুষ্প পূজার সময় কী বলতে হয়?
* শিক্ষক পালি গাথাটি শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দর করে সুর করে আবৃত্তি করবেন।
* আবৃত্তি করার সময় শিক্ষার্থীদের বই খুলে গাথাটি দেখতে বলবেন।
* শিক্ষার্থীরাও শুদ্ধ উচ্চারণে শিক্ষকের সাথে সাথে আবৃত্তি করবে।
* শিক্ষক পরে এক একজনকে আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
* পারলে 'খুব ভালো' বলবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী আবৃত্তি করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
* যেহেতু পালি গাথা এবং উচ্চারণও কঠিন। সেহেতু বার বার আবৃত্তি করে সহজ করে দেবেন।
* এতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। সহজে গাথাটি মুখস্ত করতে পারবে।
* বাংলা অনুবাদটি পাঠ করবেন।
* শিশুরাও মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে।

পরিকল্পিত কাজ (প্রদর্শিত)

ক. পার্শ্ববর্তী কোনো বিহারে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে গিয়ে পুষ্প পূজা কীভাবে করতে হয় পালি গাথাসহ আবৃত্তি করে দেখাতে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান দ্বারা মূল্যায়ন করবেন।
১. বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং এতং ——— তিং।
২. কাযো তথা যাতি ——— ।
৩. এ পুণ্যের প্রভাবে ——— আমার লাভ হোক।

* পালি শব্দের অর্থগুলোর ব্যাখ্যা বলে দেবেন।

যেমন : বণ্ণগন্ধ, কুসুম সন্ততিং, সিরিপাদ, সরোরূহ, পুঞ্ঞেন, মোক্খং, বিনাসভাবং প্রভৃতি।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১৯

বিষয়বস্তু : 'পদ্যাকারে পুষ্প পূজা : বর্ণগন্ধ....................ফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী।'

শিখনফল

৪.৩.২ পুষ্প পূজা বাংলা পদ্যাকারে আবৃত্তি করতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধ মূর্তি /বুদ্ধের ছবি, রকমারি ফুল সজ্জিত থালা। (ফ্ল্যাস কার্ড/ কম্পিউটার স্লাইড)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বলবেন- গত ক্লাসে কী আবৃত্তি করেছিলাম?
* উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলবে- পালিতে পুষ্প গাথা।
* ঐ গাথাটি এখন কী কেউ বলতে পারবে?
* পুষ্প পূজা গাথাটি যারা বলতে পারে তাদের একজনকে দেখিয়ে দিয়ে বলবেন- তুমি বল দেখি?
* এতে গত ক্লাশের পুনঃমূল্যায়নও হয়ে যাবে।
* শিক্ষার্থীরা বই খুলে পালি গাথাটি আবার দেখে নেবে।
* শিক্ষক বলবেন, আজকে বাংলা পদ্যাকারে পুষ্প পূজার গাথাটি পড়ব।
* শিক্ষক পুষ্প পূজার পদ্যাকারে বাংলা গাথাটি সুন্দর করে ছন্দ দিয়ে আবৃত্তি করবেন।
* শিক্ষার্থীরা গাথাটি শিক্ষকের সাথে সমস্বরে আবৃত্তি করবে।
* কয়েকজনকে গাথাটি আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
* এতে শিক্ষার্থীদের জড়তা ও সুর, ছন্দের অমিলগুলো দূর হবে।
* যদি পুরো গাথাটি মুখস্থ করতে অসুবিধা হয় তাহলে দুইটি অংশে ভাগ করে শেখাবেন।
* গাথাটির মর্মার্থ শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন।
* গাথার বাংলা শব্দগুলোর অর্থও ভালো করে বোঝাবেন।
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবেন- ফুলের মতো আমাদের জীবন যেন সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত হয়।
* দেহের সাথে পুষ্পের তুলনাটি ভালো করে বোঝাবেন।
* শিক্ষক বলবেন, সুন্দর ফুল যেমন ধীরে ধীরে মলিন হয়, গন্ধ ও বর্ণহীন হয়; মানব দেহও সেরকম হবে।
* মানব জীবন ফুলের মতো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী।
* সুতরাং তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সৎ কর্মে নিয়োজিত থাকবে।

পরিকল্পিত কাজ

শ্রেণিকক্ষে বুদ্ধের ছবিতে কিংবা নিকটবর্তী কোনো বিহারে গিয়ে ফুল তুলে বুদ্ধের আসনে পুষ্প পূজা দিয়ে পদ্যাকারে গাথাটি আবৃত্তি করুন।

মূল্যায়ন

* ক. কিছু শব্দ খাতায় লিখতে দিন :
* কুসুম, মনোরম, মলিন, অনিত্য, অনাত্মা, হেতু, জড়-অজড়, সর্বতৃষ্ণা।

খ. ব্যাখ্যা

অনিত্য এ দেহ জড়-অজড় মিশ্রিত। জড় অর্থ এখানে জড়-অজড় পদার্থ। অস্থি মাংস মজ্জা, চুল, নখ, দন্ত প্রভৃতি যা বৌদ্ধ মতে জড় বা রূপ বলে পরিচিত। অজড় হলো নাম অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান।

অনাত্মা যা নিত্য হয়, যা শাশ্বত নয় কিংবা ধ্রুব নয় তাই অনিত্য। বৌদ্ধ মতে এ জীবন, জগৎ সকলই অনিত্য।

জড়-অজড় বৌদ্ধ মতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। পঞ্চস্কন্ধ, যথা- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-এই পাঁচটি উপাদানের কার্যকারিতাই আত্মা বলে প্রতীয়মান হয়।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ১৯ - ২০

বিষয়বস্তু : ‘পুষ্প পূজা কীভাবে .... পালি ও বাংলা আবৃত্তি করবে।’

শিখনফল

৪.৩.৩ প্রতিদিন সকালে পুষ্প পূজা করতে পারবে ।
৪.৪.১ পূজার মাধ্যমে মনে সৌন্দর্য বোধ জাগ্রত করতে পারবে।
৪.৪.২ পূজার মাধ্যমে ত্যাগ ও উদার মনোভাব গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : পুষ্প পূজার ধারাবাহিক চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বলবেন -
* তোমরা ‘পূজা কী’, পূজার উদ্দেশ্য ও উপকারিতাও জেনেছ।
* পুষ্প পূজার পালি গাথা শিখেছ।
* আজ তোমরা জানবে প্রতিদিন সকালে পুষ্প পূজা কীভাবে করতে হয়, পুষ্প পূজা করার আগে-পরে কী করতে হয়।
* প্রথমে তোমরা ফুলের ঝুড়ি বা থালা নিয়ে বাগান থেকে ফুল তুলবে।
* বাগান না থাকলে আশপাশের যে কোনো স্থান থেকে ফুল সংগ্রহ করবে।
* ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো উপস্থাপন করবেন।

– ফুলগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবে।

– পরিষ্কার থালায় ফুলগুলো রেখে সুন্দর করে সাজাবে।
– সাজানোর সময় মনে শ্রদ্ধা আনবে। ভক্তি আনতে হবে। মনকে প্রফুল্ল রাখতে হবে।
– মনে সৌন্দর্য বোধ জাগ্রত হবে। মন পরিশুদ্ধ হবে।
– এরপর সাজানো ফুলের থালাটি বুদ্ধের সামনে অথবা বুদ্ধের ছবির বেদিতে রাখবে।
– শ্রদ্ধার সাথে নতজানু হয়ে বন্দনা করবে।
– ইচ্ছা করলে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে পারবে।
– পুষ্প পূজার গাথা পালি অথবা বাংলা পদ্যাকারে বাংলা আবৃত্তি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পড়তে নির্দেশ দেবেন।
* পাঠের বিষয়বস্তু জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* যদি কোনো শিক্ষার্থী কাজগুলো করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. পুষ্প পূজা কীভাবে করা হয় লেখ।

মূল্যায়ন

* মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

১. প্রতিদিন সকালে বিহারে গিয়ে কী দেবে?

ক. অন্ন পূজা খ. বস্ত্র পূজা
গ. পুষ্প পূজা ঘ. ধান্য পূজা

২. ফুলের থালা সাজানোর সময় মনে কী আসবে?

ক. মায়া খ. ছায়া
গ. ভয় ঘ. শ্রদ্ধা

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক শিক্ষা

গৃহীশীল

বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রথমেই নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শীল বলতে নীতিধর্ম বা নৈতিক শিক্ষাকেই বোঝায়। জীবন গঠন করতে হলে নৈতিক গুণই বেশি প্রয়োজন। প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবলা, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হয়। নতুবা নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় না। সদাচরণ, ভদ্রতা, পরোপকার, জীবে দয়া ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত। এতে মানুষের সৎচিন্তার বিকাশ ঘটে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ হচ্ছে মানুষের মহৎগুণ। বৌদ্ধ ধর্মমতে, নীতিবানকে শীলবান বলা হয়। শীলবান হতে হলে চরিত্র গঠন করতে হয়। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই প্রশংসা করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাকে ভালোবাসে। শিক্ষার্থীদের প্রথম শিখনফলই হচ্ছে চরিত্র গঠন। এতে সবাই সজাগ থাকে। বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চশীল, অষ্টশীল। আর ভিক্ষুদের জন্য রয়েছে প্রাতিমোক্ষ শীল। শীলই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার মূল ভিত্তি।

শীলের গুরুত্ব

'শীল' শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। আসলে শীল মানে সদাচার কিংবা সংযম। বিশেষ অর্থে নিয়মনীতিকেও বোঝায়। শীলের অনুশীলন ছাড়া চরিত্র গঠন করা যায় না। বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এ নিয়মনীতির অভ্যাস বা চর্চার নামই শীল। সুনীতির অনুশীলনে কায়, বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ থাকে। স্বভাব সুন্দর হয়। রাগ প্রশমিত হয়। বিদ্বেষভাব থাকে না। মোহে আচ্ছন্ন থাকে না। হিংসা উৎপন্ন হয় না। পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। এজন্য শীল পালনকারীকে শীলবান বলা হয়।

ত্রিপিটকে বিভিন্ন প্রকার শীলের কথা আছে। তন্মধ্যে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, ভিক্ষুশীল অন্যতম। গৃহী বা সংসারী বৌদ্ধরা পঞ্চশীল পালন করে থাকে। তারা অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অষ্টশীলও পালন করে। শ্রামণেরা দশশীল পালন করে থাকেন। ভিক্ষুরা ভিক্ষুশীলের ব্রত সম্পন্ন করেন। গৃহীরা সবসময় পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট থাকবে।

শীল গ্রহণের কিছু নিয়ম আছে। প্রথমে মুখ, হাত, পা ভালো করে ধুয়ে নেবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবে। চুল আঁচড়ে নেবে। বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে। বিহার দূরে থাকলে নিজের ঘরেও বুদ্ধ মূর্তির সামনে পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়। ভিক্ষুকে 'ভন্তে' বলে সম্বোধন করবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে। প্রথমে ভিক্ষুকে বন্দনা করবে। এরপর পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে :

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

তোমরা পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করেছ। এর বাংলা অনুবাদ জানতে হবে। নিচে অনুবাদ দেওয়া হলো :

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু থেকে পঞ্চশীল গ্রহণরত পিতা–মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরী

পঞ্চশীল প্রার্থনা শেষ হলো।

এখন ভন্তে বলবেন- যম্‌হং বদামি তং বদেথ–আমি যা বলছি তা বল।

তোমরা বলবে, আম ভন্তে-ভন্তে, হ্যাঁ বলছি ।

ভিক্ষু এখন পঞ্চশীল প্রদান শুরু করবেন। ভন্তে একটি একটি করে পাঁচটি শীল উচ্চারণ করবেন। তোমরা পরপর বলবে।

পঞ্চশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরেয মজ্জপমাদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

শরণাগমনে জেনেছ, পালিতে লেখা 'য' উচ্চারণের সময় 'য়' উচ্চারণ করতে হয়।

পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ শিখবে। নিম্নে অনুবাদ দেওয়া হলো :

১. প্রাণী হত্যা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু (যা দেওয়া হয়নি) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. নেশাদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীল প্রদান করার পর ভন্তে বলবেন, ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রদান করা হলো। শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ সহকারে শীল পালন করবে। তোমরা একসাথে সাধু, সাধু, সাধু বলে তিনবার সাধুবাদ দেবে। নতজানু হয়ে আবার বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ শেষ করবে। সকাল-বিকাল দুইবেলা পঞ্চশীল গ্রহণ করবে। সযত্নে পঞ্চশীল পালন করবে।

শীলের উপকারিতা

শীল মানব জীবন গঠনের ভিত্তি স্বরূপ। ব্যক্তিজীবন প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রব্রজিত হোক কিংবা গৃহী হোক প্রত্যেকে শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। সবাই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। শীলের মাধ্যমেই সুখ লাভ করা যায়। যে যত বেশি নিখুঁতভাবে শীল পালন করেন, তিনি তত বেশি সুখ লাভ করেন। শীলবান ব্যক্তিরা ক্ষমাশীল। তাঁরা দুষ্কর্ম করেন না। শীল লঙ্ঘনকারীরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সৎকর্ম ছাড়া আত্মমুক্তি সম্ভব নয়। শীল মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে। সবাই তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁরা যশ-কীর্তির অধিকারী হন। সুতরাং বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শীলের সুফল

যাঁরা পঞ্চশীল পালন করেন তাঁরা ভোগ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। সকলে তাঁদের প্রশংসা করেন। স্বর্গে গমন করেন। তাঁরা নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। শীলাচরণ ছাড়া পাপ-মল বিশুদ্ধ হয় না। শীলবানের সুগন্ধি বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। শীল নির্বাণ লাভের সোপান বা সিঁড়ি। সকল নীতির মধ্যে শীলই উত্তম নীতি। তাই শীল পালন অত্যন্ত প্রয়োজন। তোমরা প্রত্যেকে পঞ্চশীল পালন করবে। এতে তোমাদের মন সংযত থাকবে। পঞ্চশীল পালনের দ্বারা চরিত্রবান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। বলতে গেলে, নৈতিক গুণে গুণান্বিত হয়। সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. জীবন গঠন করতে হলে কোন গুণটি বেশি প্রয়োজন?

ক. নৈতিক খ. তাত্ত্বিক
গ. প্রান্তিক ঘ. সাময়িক

২. শীল পালনকারীকে কী বলা হয়?

ক. শীলকথা খ. শীলপ্রথা
গ. শীলবান ঘ. জ্ঞানবান

৩. পঞ্চশীল কারা পালন করেন?

ক. গৃহীরা খ. ভিক্ষুরা
গ. শ্রামণেরা ঘ. ব্রাহ্মণেরা

৪. পঞ্চশীল সাধারণত কত বেলা গ্রহণ করতে হয়?

ক. এক বেলা খ. দুই বেলা
গ. তিন বেলা ঘ. চার বেলা

৫. মানব জীবন গঠনের ভিত্তি কী?

ক. দান খ. ভাবনা
গ. চেতনা ঘ. শীল

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বৌদ্ধধর্মে .... শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক।
২। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি .... কলঙ্ক।
৩। গৃহী বা সংসারী বৌদ্ধরা .... পালন করে থাকে।
৪। ভিক্ষুকে .... বলে সম্বোধন করবে।
৫। শীলবান ব্যক্তিরা .... ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. শীলবান হতে হলে	১. পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে।
২. শীলের অনুশীলন ছাড়া	২. কায়, বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ থাকে।
৩. সুনীতির অনুশীলনে	৩. শীলই উত্তম নীতি।
৪. শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ সহকারে	৪. চরিত্র গঠন করা যায় না।
৫. সকল নীতির মধ্যে	৫. চরিত্র গঠন করতে হয়।
	৬. শীল পালন করবে।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধধর্ম মতে, নীতিবানকে কী বলা হয়?
২. কয়েকটি শীলের নাম লিখ।
৩. 'শীল' শব্দের অর্থ কী?
৪. পঞ্চশীল গ্রহণের সময় কীভাবে বসতে হয়?
৫. শ্রামণেরা কোন শীল পালন করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. শীলের উপকারিতা বর্ণনা কর।
৩. পঞ্চশীল পালিতে লিখ।
৪. পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ লিখ।
৫. শীল পালনের সুফল বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহীশীল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ শীল কাকে বলে বলতে পারবে।
৫.২ শীল গ্রহণের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।
৫.৩ পঞ্চশীল পালিতে প্রার্থনা করতে পারবে।
৫.৪ পঞ্চশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৫.৫ পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা বলতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ শীল কী বলতে পারবে।
৫.১.২ কয়েক প্রকার শীলের নাম বলতে পারবে।
৫.২.১ পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।
৫.৩.১ পঞ্চশীল পালিতে প্রার্থনা করতে পারবে।
৫.৩.২ পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদ বলতে পারবে।
৫.৪.১ পঞ্চশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৫.৪.২ পঞ্চশীল পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।
৫.৫.১ পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা বলতে পারবে।
৫.৫.২ পঞ্চশীলের সুফল বলতে পারবে।
৫.৫.৩ পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে সচ্চরিত্রবান হতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ২৩

বিষয়বস্তু : ‘বৌদ্ধধর্মে নৈতিক শিক্ষার ------------ নৈতিক শিক্ষার মূলভিত্তি।’

শিখনফল

৫.১.১. শীল কী বলতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত ছবি, একজন শান্ত ও সুশীল শিক্ষার্থীর দৃষ্টান্ত (চিত্র, ভিডিও চিত্র বা স্লাইড)।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* কুশল বিনিময় করে শ্রেণির কাজ শুরু করবেন।
* একজন শান্ত ও সুশীল শিক্ষার্থীর চিত্র প্রদর্শন করে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করবেন।
* উল্লেখ করবেন ভালো ছেলেমেয়েরা শীল পালন করে।

* পাঠ ঘোষণা করবেন।

* শিক্ষক পাঠটি একবার পড়ে শোনাবেন।

* নির্বাচিত কয়েকজন শিশুকে একে একে পড়তে বলবেন।

* তাদের পাঠ শেষে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

ক) গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথমে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন?

খ) নৈতিক শিক্ষার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

গ) শীলবান কাকে বলে?

ঘ) নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি কী?

ঙ) উপাসক-উপাসিকাদের শীলকে কোন শীল বলা হয় ?

* শিশুরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে কিনা যাচাই করে নেবেন।

* কোনো শিশু সঠিক উত্তর দিতে না পারলে আপনি যথাসম্ভব শুদ্ধ করে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর আদায় করে নিবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* একজন শীলবান শিক্ষার্থীর গুণাবলি বর্ণনা কর।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি কী?

২. শীল পালনকারীকে কী বলা হয়?

৩. প্রাতিমোক্ষ শীল কারা পালন করেন?

৪. কয়েকটি শীলের নাম লিখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বৌদ্ধধর্ম মতে, নীতিবানকে --------- বলা হয়।

২. দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ---------- কলঙ্ক।

৩. চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই ------- করে।

* যদি কোনো শিক্ষার্থী কাজগুলো করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

বিষয়বস্তু : 'শীল' শব্দের অর্থ -------------- এরপর পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে।

শিখনফল

৫.১.২ কয়েক প্রকার শীলের নাম বলতে পারবে।
৫.২.১ পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণরত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পুস্তকের চিত্রটিতে কী দেখছে জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* পূর্ব পাঠের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্ন করে নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত কয়েকটি গুণ উল্লেখ করতে বলবেন।
* দুই-একজন শিক্ষার্থী উত্তরটি যথাযথ বলতে পারে কিনা পরীক্ষা করবেন।
* উত্তর প্রদানকারী শিক্ষার্থী যথাযথ বলতে পারলে প্রশংসা করে উৎসাহিত করবেন।
* সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞাতার্থে বলবেন- সদাচরণ, ভদ্রতা, পরোপকার, জীবে দয়া ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষার কয়েকটি গুণাবলি।
* নির্ধারিত পাঠটি শিক্ষার্থীদের পাঠ করে শোনাবেন।
* এরপর দু'জন শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলবেন।
* শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চারণ করতে না পারলে সংশোধন করে দেবেন।
* পঞ্চশীল কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় শিশুদের নিয়ে শ্রেণিতে অনুশীলন করবেন।
* এবার প্রশ্ন করবেন :

ক) শীল শব্দের অর্থ কী?
খ) সুনীতির অনুশীলনে কী কী পরিশুদ্ধ থাকে?
গ) গৃহীদের প্রতিপাল্য শীল কী কী?
ঘ) পঞ্চশীল গ্রহণের সময় কীভাবে বসতে হয়?

* সঠিক উত্তর দাতাদের প্রশংসা করে অন্যান্য শিক্ষার্থীকে উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন। এভাবে সবাই উত্তর দিতে পারে কিনা পরীক্ষা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* সৎব্যক্তি ও অসৎ ব্যক্তি-দুইজন লোকের গল্প বলে পার্থক্য নির্দেশ করে সমাজে কোন ব্যক্তি সম্মান লাভ করে চিহ্নিত করতে বলবেন ও শিক্ষার্থীদের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

মূল্যায়ন

* মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. শ্রামণেরা কোন শীল পালন করে থাকেন?

২. ভিক্ষুরা কোন ব্রত সম্পন্ন করেন?
৩. পঞ্চশীল প্রার্থনার নিয়ম কী কী?
৪. পঞ্চশীল প্রার্থনা পালিতে মুখস্থ বল।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সুনীতির অনুশীলনে কায়, বাক্য ও মন .... থাকে।
২. এ জন্য শীল পালনকারীকে .... বলা হয়।
৩. আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল .... করছি।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ২৪-২৫

বিষয়বস্তু : 'ওকাস, অহং ভন্তে তিসরনেন সহ .... তোমরা পরপর বলবে।'

শিখনফল

৫.৩.১ পঞ্চশীল পালিতে প্রার্থনা করতে পারবে।
৫.৩.২ পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদ বলতে পারবে।

উপকরণ : পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে পঞ্চশীল প্রার্থনারত দায়ক-দায়িকাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

* পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন-
* গৃহী বা সংসারী বৌদ্ধরা কখন পঞ্চশীল পালন করে থাকে?
* শুদ্ধ উচ্চারণে পঞ্চশীল প্রার্থনাটি পাঠ করে শোনাবেন।
* শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে প্রার্থনাটি ৩/৪ বার আবৃত্তি করবে।
* পঞ্চশীল প্রার্থনার উচ্চারণ শুদ্ধ হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি করে দেবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* এবার প্রশ্ন করবেন :
* পঞ্চশীল কার নিকট গ্রহণ করবে?
* পঞ্চশীল প্রার্থনার সময় কীভাবে বসবে?
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে সহায়তা করবেন।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কার কাছে পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়?
২. ভিক্ষুকে কী বলে সম্বোধন করতে হয়?
৩. পঞ্চশীল প্রার্থনা করার নিয়ম কী?
৪. পঞ্চশীল বাংলায় লিখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রথমে হাত, মুখ, পা ভালো করে .... নেবে।

২. .... 'ভন্তে' বলে সম্বোধন করবে।

৩. দুই হাত জোড় করে .... হয়ে আসবে।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. শীল পালনকারীকে কী বলা হয়?

ক. শীলব্রত	খ. দেবব্রত

গ. শীলবান	ঘ. জ্ঞানবান

২. পঞ্চশীল কারা পালন করেন

ক. গৃহীরা	খ. ভিক্ষুরা

গ. শ্রামণেরা	ঘ. ব্রাহ্মণেরা।

৩. কার নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করবে?

ক. বন্ধুর নিকট	খ. অতিথির নিকট

গ. ভিক্ষুর নিকট	ঘ. শিক্ষকের নিকট

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ২৫-২৬

বিষয়বস্তু: ' পঞ্চশীল- পাণাতিপাতা .... সযত্নে পঞ্চশীল পালন করবে।

শিখনফল

৫.২.১ পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।

৫.৩.২ পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদ বলতে পারবে।

উপকরণ : পঞ্চশীল প্রার্থনারত শিক্ষার্থীদের ছবি, পঞ্চশীল প্রার্থনার সিডি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পঞ্চশীল প্রার্থনা পালিতে স্পষ্ট ও সুর করে পাঠ করবেন অথবা সিডি থেকে শোনাবেন।
* শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না লক্ষ্য রাখবেন।
* শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
* পঞ্চশীল প্রার্থনা পালিতে কারা পাঠ করতে পারে জিজ্ঞাসা করবেন।
* তাদেরকে একজন করে শুদ্ধভাবে পাঠ করতে বলবেন।

* এভাবে কয়েকবার পাঠ করলে শিশুরা পঞ্চশীল প্রার্থনা মুখস্থ বলতে পারবে।
* উচ্চারণের ক্ষেত্রে আপনাকেও সজাগ থাকতে হবে।
* পালি শব্দের বাংলা অর্থ শিক্ষার্থীকে বলে দিলে আরো ভালো। যেমন-যাচামি-যাচনা (প্রার্থনা) করছি, অনুগহ কত্বা-অনুগ্রহ করে, দেথ- প্রদান করুন, অহং-আমি ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

* মূল্যায়নের জন্য পাঠের ভিত্তিতে নমুনা প্রশ্ন করে শিখনফল অর্জনের জন্য দলগত মূল্যায়ন করবেন।
* নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পঞ্চশীল প্রার্থনা পালিতে মুখস্থ বল।
২. পঞ্চশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ লিখ।
৩. পঞ্চশীল কার কাছে প্রার্থনা করতে হয়?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ভন্তে অবকাশ .... করুন।
২. অনুগ্রহ করে আমাকে .... প্রদান করুন।
৩. যমহং .... তং বদেথ।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ২৫-২৬

বিষয়বস্তু : 'পঞ্চশীল-পাণাতি পাতা .... পালন করবে।'

শিখনফল

১. পঞ্চশীল পালি ও বাংলায় মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ : ধূপ, বাতি, পুষ্প, পঞ্চশীলের চার্ট।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

পূর্ব পাঠ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা মুখস্থ বলতে পারে কিনা যাচাই করে নেবেন।
যারা বলতে পারে তাদের প্রশংসা করবেন।
বর্তমান পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন :
তুমি কোনো দিন ফড়িং ধরেছ?
তুমি কি না বলে কারো জিনিস নিয়েছ?
তুমি কি কারো সাথে মিথ্যা কথা বলেছ?
এ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকে 'না' বলবে। এতদসত্ত্বেও এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার পেছনে পরবর্তীতে পঞ্চশীলের ইঙ্গিত পাবে শিক্ষার্থীরা। ফলে ভবিষ্যতে সতর্ক হবে।
এটা শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তনের একটি সূক্ষ্ম বিষয়।
মনে রাখতে হবে পঞ্চশীল হচ্ছে বৌদ্ধদের আচরণিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারা।
পঞ্চশীলের অর্থ অনুধাবন করতে পারলে এ শিশুরা একদিন সত্য ধর্মের অনুসারী হবে।
পালিতে পঞ্চশীল উচ্চারণ শুদ্ধ শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গে বলতে বলবেন।
পালি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পঞ্চশীল পালি ও বাংলায় লেখ। (পোস্টার পেপার)

মূল্যায়ন

* বোর্ডে লিখে প্রশ্ন, শূন্যস্থান এবং মিলকরণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক. নমুনা প্রশ্ন :

ক. পঞ্চশীল পালিতে মুখস্থ বল।
খ. পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলের অর্থ কী?
গ. পঞ্চশীল কয়টি ও কী কী?
ঘ. শীল পালনের সুফল বল।

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পাণাতিপাতা ২. কামেসু ৩. সুরামেরয	১. মিচ্ছাচারা বেরমণী ২. মজ্জ পমাদট্‌ঠনা বেরমণী ৩. বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. ‘পাণাতিপাতা’ শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রাণীহত্যা খ. নরহত্যা
গ. শত্রুহত্যা ঘ. আত্মহত্যা

২. বেরমণী বলতে কী বোঝ?

ক. নীরব থাকা খ. বিরত থাকা
গ. উপস্থিত থাকা ঘ. জাগ্রত থাকা

৩. ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ শেষ হলে কয়বার ‘সাধুবাদ’ দেবে?

ক. একবার খ. দুইবার
গ. তিনবার ঘ. চারবার

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ২৬

বিষয়বস্তু : 'শীলের উপকারিতা-শীল মানব .... সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে।'

শিখনফল

৫.৫.১ পঞ্চশীল পালনে যত্নবান হতে পারবে।
৫.৫.২ অন্যকে শীল পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধাসন, বুদ্ধ প্রতিবিম্ব, পঞ্চশীল প্রদানরত ভিক্ষু ও পঞ্চশীল গ্রহণরত শিক্ষার্থীদের ছবি, পঞ্চশীলের ধারাবাহিক চার্ট।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পঞ্চশীলের পালি ও বাংলা অনুবাদের দুটি চার্ট প্রদর্শনের জন্য টাঙিয়ে দিবেন।
* শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন।
* পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন-
* পঞ্চশীল কোথায় এবং কার নিকট গ্রহণ করতে হয়?
* অদিন্নদানা বলতে কী বুঝ?
* পুনরায় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে শিখন যাচাই করার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন:
* পঞ্চশীল কয়টি ও কী কী?
* পঞ্চশীল গ্রহণ শেষে ভন্তেকে কী করতে হয়?
* উত্তর জেনে নিয়ে শিক্ষক এ অধ্যায়ের শেষ পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।
* যথাযথ পড়তে পেরেছে কি না দেখবেন। তারপর নিম্নের প্রশ্নগুলো করে উত্তর আদায় করবেন :
* পঞ্চশীল পালনের সুফল সম্পর্কে কী পড়েছ?
* কর্মের সুফল কী কী বল।
* সৎকর্মের তিনটি উদাহরণ দাও।
* শিক্ষক থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও শ্রীলংকার উপাসক-উপাসিকাদের শীল পালনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন।
* পঞ্চশীলের পালি ও বাংলা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
* পঞ্চশীল প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করবেন।
* প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পঞ্চশীল লিখতে বলবেন এবং সঠিক লিখতে পারছে কিনা মনিটর করবেন।
* শীলের পালনের সুফল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
* শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিলে তাদের প্রশংসা করে পাঠদান শুরু করবেন।
* তারপর বর্তমান পাঠ আরম্ভ করবেন।
* পঞ্চশীল শেখানোর পর শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে এবং শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা অনুধাবন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* চিত্রের বিষয়বস্তু কী এবং চিত্রে কী কী করছে তা লিখে আনতে করবেন।

মূল্যায়ন

* অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি ছাড়াও বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
* শিখনফল ভিত্তিক প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করবেন।
* শিক্ষক মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. মানব জীবন গঠনের ভিত্তি কী?
২. শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
৩. শীল পালনের উপকারিতা বর্ণনা কর।
৪. পঞ্চশীলের বারণ অনুবাদ লিখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শীলের মাধ্যমে .... লাভ করা যায়।
২. শীলবান ব্যক্তিরা .... ।
৩. শীল মানুষের জীবনকে সুন্দরও .... করে।
৪. সৎকর্ম ছাড়া .... সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

বিনয় পিটক

ত্রিপিটক কী তোমরা জান? বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। 'ত্রি' অর্থ তিন এবং 'পিটক' অর্থ আধার বা পাত্র। অন্য অর্থে ঝুড়িও বোঝায়। ত্রিপিটকের তিনটি পিটক হলো –

১. বিনয় পিটক
২. সূত্র পিটক
৩. অভিধর্ম পিটক

এ তিনটি পিটককে একত্রে ত্রিপিটক বলা হয়।

ত্রিপিটকে বুদ্ধের ধর্মবাণী, উপদেশ ও শিক্ষা বর্ণিত আছে। এখন তোমাদের ত্রিপিটক রচনার কথা জানাব।

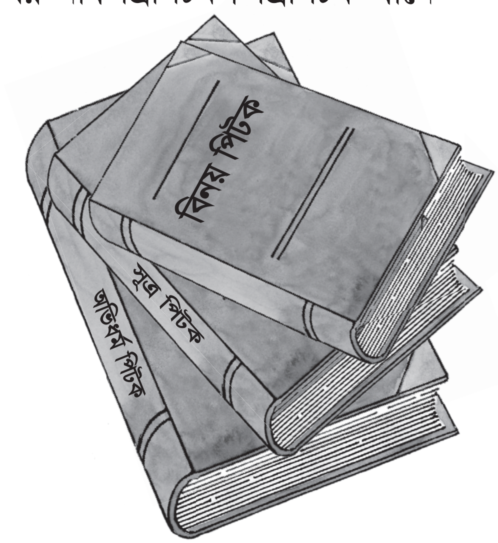

পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থ

আজ হতে দুই হাজার পাঁচশত বছর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা ও উপদেশ দিতেন। তাঁরা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ মনে ধারণ করে রাখতেন। বুদ্ধের শিষ্যরা সেসব ধর্মবাণী অন্যদের শোনাতেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরা এসব ধর্মবাণী প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর ধর্মবাণী সংক্ষরণ বা লিখে রাখার প্রয়োজন মনে হলো। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। মগধরাজ অজাতশত্রু সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংগীতি বলে। বিভিন্ন সংগীতির মাধ্যমে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম তিনটি সংগীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম সংগীতিতে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। এতে পাঁচশত অর্হৎ স্থবির রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়। সভায় বিনয়ধর উপালি স্থবির

বিনয় এবং বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবির ধর্ম আবৃত্তি করেন। এভাবে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর দ্বিতীয় সংগীতিতে যশ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। এ সংগীতি উপলক্ষে সাতশত অর্হৎ স্থবির বৈশালীতে সমবেত হন। এতে রাজা কালাশোক সংগীতি আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ সংগীতিতেও ধর্ম-বিনয় পুনরাবৃত্তি করা হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক–এর সহযোগিতায় তৃতীয় সংগীতি আয়োজন করা হয়। রাজধানী পাটলীপুত্রে এ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মোগ্‌গলিপুত্ত তিসস্–এর নেতৃত্বে এক হাজার অর্হৎ স্থবির সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন। এ সংগীতিতে ধর্ম, বিনয় ও অভিধর্ম নামে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়। সংক্ষেপে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকই হলো ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা অনেক। এটি পাঠের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত বা মন পরিশুদ্ধ হয়। সর্বদা সৎ, ন্যায় ও নিষ্ঠাবান হতে শিক্ষা দেয়। জীবনে উন্নতি, সুখ, শান্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়।

বুদ্ধের সময় পালি ছিল সাধারণ লোকের মুখের ভাষা। বুদ্ধ পালি ভাষায় ধর্মবাণী প্রচার করেন। তাই ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

এ শ্রেণিতে তোমরা শুধুমাত্র বিনয় পিটক সম্পর্কে জানবে। ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ হলো ‘বিনয় পিটক’। ‘বিনয়’ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান। পৃথিবীর সবকিছু নিয়মনীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ বিনয়ের নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করেন। বিনয় আমাদের সুশৃঙ্খল ও সংযমের শিক্ষা দেয়। মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলেছেন।

বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ আছে। এ গ্রন্থগুলো হলো –

১. পারাজিকা ২. পাচিত্তিয়া ৩. মহাবগ্‌গ ৪. চুল্লবগ্‌গ ও ৫. পরিবার পাঠো।

পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে সুত্ত বিভঙ্গ এবং মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গকে একত্রে এর নাম খন্ধক বলা হয়। সংক্ষেপে সুত্ত বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার পাঠো এ তিনটি ভাগেও বিভক্ত করা যায়।

বিনয় পিটকের গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো –

১. পারাজিকা

‘পারজিকা’ শব্দের অর্থ হলো পরাজয়, বর্জিত, অপসারিত প্রভৃতি। অর্থাৎ ধর্ম থেকে চ্যুত, বিনয়কর্মে অযোগ্য। ভিক্ষুদের পালনীয় শীল হলো চারটি পারাজিকা। পারাজিকা গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় ৫৯টি শীল নীতির কথা আছে।

২. পাচিত্তিয়া

‘পাচিত্তিয়া’ শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তিক, দুঃখ প্রকাশ, দোষ স্বীকার ইত্যাদি। পালি সাহিত্যে মোট ৯২টি পাচিত্তিয়া ধর্মের উল্লেখ আছে। এতে বৌদ্ধ সংঘের প্রতিপাল্য ১৬৮টি শীল সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। সর্বমোট ২২৭টি শীলের উল্লেখ আছে ‘প্রাতিমোক্ষ’ গ্রন্থে।

৩. মহাবগ্‌গ

এতে বুদ্ধত্ব লাভ হতে বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের কাহিনীগুলোর ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এজন্য বুদ্ধের জীবন ইতিহাস জানার জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিশেষ করে বৌদ্ধ সংঘের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস এতে বিস্তৃত পাওয়া যায় ।

৪. চুল্লবগ্‌গ

চুল্লবর্গ গ্রন্থে কর্ম, পরিবাস, সমুচ্চয়, সমথ, ক্ষুদ্রবস্তু ’, সেনাসন, সংঘভেদ, ব্রত, ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ পঞ্চম ও সপ্তম সংগীতি বিষয়ে আলোচনা আছে। তবে এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও ধর্ম প্রচারের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে।

৫. পরিবার পাঠো

এটি বিনয় পিটকের শেষ গ্রন্থ। এতে ছোট বড় ২১টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিষয় সংবলিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে। এ গ্রন্থটি কবিতাকারে লেখা। মূলত গ্রন্থটি বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত সার।

বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের পার্থক্য

বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। আর সুত্ত পিটকে বুদ্ধের আদেশ ও উপদেশমূলক শিক্ষার আলোচনা আছে। সংগীতিতে প্রথমে বিনয় পিটক আবৃত্তি হয় এবং পরে ধর্ম (সুত্ত) পিটক আবৃত্তি হয়। বিনয় পিটককে বুদ্ধশাসনের ভিত্তি বলা হয়। আর সূত্র পিটক হলো বুদ্ধের কাহিনী ও বর্ণনামূলক উপদেশ। বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ এবং সুত্ত পিটকে একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

তোমরা বিনয় পিটকের পরিচয় জানতে পারলে। এ পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম ও বিষয় জানলে। তাই বিভিন্ন নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা জানার জন্য এ পিটক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

ক. বাইবেল খ. ত্রিপিটক
গ. গীতা ঘ. গ্রন্থসাহেব

২. ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. তিন খ. দুই
গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. কোন স্থবির প্রথম সংগীতি আহ্বান করেন?

ক. উপালি খ. যশ
গ. আনন্দ ঘ. মহাকাশ্যপ।

৪. দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. বৈশালী খ. শ্রাবস্তী
গ. রাজগৃহ ঘ. বুদ্ধগয়া

৫. বিনয় পিটক কে আবৃত্তি করেন?

ক. সারিপুত্র খ. উপালি
গ. আনন্দ ঘ. মহাকাশ্যপ।

৬. বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

ক. চুল্লবগ্‌গ খ. মহাবগ্‌গ
গ. পারাজিকা ঘ. পরিবার পাঠো।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ত্রিপিটক মানে .... পিটক।
২। বুদ্ধের শিষ্যরা সেসব .... অন্যদের শোনাতেন।
৩। মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়কে .... আয়ু বলেছেন।
৪। বুদ্ধবাণী সংগ্রহের জন্য যে ধর্মসভা হয়, তাকে .... বলে।
৫। বিনয় পিটকে .... গ্রন্থ আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ত্রিপিটক বৌদ্ধদের	১. ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ।
২. পাচিত্তিয়া গ্রন্থে	২. একত্রে খন্ধক বলা হয়।
৩. বিনয় পিটক	৩. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
৪. মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গকে	৪. বিনয় আবৃত্তি করেন।
৫. বিনয়ধর উপালি স্থবির	৫. ১৬৮টি শীল আছে।
	৬. জ্ঞান থাকা দরকার।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক কাকে বলে?
২. ত্রিপিটকের ভাষা কী?
৩. বিনয় পিটক কী?
৪. প্রথম সংগীতির সভাপতি কে ছিলেন?
৫. কোনটিকে বৌদ্ধ শাসনের ভিত্তি বলা হয়।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটকে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. সংগীতি কী? প্রথম সংগীতির বর্ণনা দাও।
৩. বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।
৫. বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

বিনয় পিটক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৬.২ বিনয় পিটক সম্পর্কে বলতে পারবে।
৬.৩ বিনয় পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম বলতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৬.১.২ ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবে।
৬.২.১ বিনয় পিটকের কী বলতে পারবে।
৬.৩.১ বিনয় পিটকের বিভিন্ন অংশ বা খণ্ডের নাম বলতে পারবে।
৬.৩.২ বিনয় পিটকের উপকারিতা বলতে পারবে।
৬.৩.৩ সুত্ত পিটক ও বিনয় পিটকের পার্থক্য বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ২৯

বিষয়বস্তু : 'ত্রিপিটক কী .... সহযোগিতা করেন।'

শিখনফল

৬.১.১ বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৬.১.২ ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র ত্রিপিটকের যে কোনো একটি গ্রন্থ, চার্ট, পোস্টার পেপার ও সাইন পেন।

শিখন-শেখানোর কার্যাবলি

* শিক্ষক ত্রিপিটক গ্রন্থ হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীকে দেখাবেন।
* শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল এবং আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক একটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন।
- এখন কোন বিষয়ের ক্লাস?
- তোমরা বলত বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম কী?
- বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে?

* প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিলে ‘বেশ ভালো’ বলে শিক্ষক প্রশংসা করবেন।
* শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি সুন্দর করে পড়ে শোনাবেন।
* পাঠ শেষে ত্রিপিটক সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- ত্রিপিটকের প্রথম অংশ কোনটি?
- বুদ্ধের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন?
- রাজগৃহের কোথায় প্রথম ধর্মসভা আহ্বান করা হয়?
- বুদ্ধের ধর্মবাণী কখন সংরক্ষণ বা লিখে রাখা হয়?

* শিক্ষক প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আদায়ের চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* ত্রিপিটকের প্রধান তিনটি অংশকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে খাতায় লেখাবেন।

মূল্যায়ন

* শিক্ষক উল্লেখিত শিখন শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার সময় মূল্যায়ন করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি মৌখিক এবং লিখিত উভয়ভাবে যাচাই করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. বুদ্ধের আবির্ভাব কখন?
২. ত্রিপিটকে কয়টি পিটক?
৩. প্রথম ধর্মসভা কোথায় এবং কে আহ্বান করেন?
৪. ত্রিপিটক বলতে কী বুঝ?
৫. ত্রিপিটকের বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ২৯-৩০

বিষয়বস্তু : ‘বুদ্ধবাণী সংগ্রহের .... আয়ু বলেছেন।’

শিখনফল

৬.২.১ বিনয় পিটক কী বলতে পারবে।

উপকরণ : বিনয় পিটকের অন্তর্গত যে কোনো একটি গ্রন্থ, কর্মপত্র।

শিখন-শেখানোর কার্যাবলি

* শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশল জানবেন।
* শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলবেন তোমরা আগের ক্লাসে ত্রিপিটক সম্পর্কে জেনেছ।
* বিনয় পিটক গ্রন্থটি হাতে নিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে প্রদর্শন করবেন।
* পূর্বের পাঠ এবং বর্তমান পাঠের বিষয় অবহিত করবেন।
* আগের ক্লাসের কয়েকটি প্রশ্ন পুনঃ জিজ্ঞাসা করবেন।

* শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।
* পাঠ শেষে শিক্ষক বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলবেন।
* নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলো করবেন-
 - বৌদ্ধ সংগীতি কী?
 - বিনয় পিটক কে আবৃত্তি করেন?
 - ধর্ম বিষয় কে আবৃত্তি করেন?
 - তৃতীয় সংগীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
 - বিনয় পিটক কাকে বলে?
* সঠিক উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দেবেন।
* প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
* অপারগ শিক্ষার্থীদের নিরাময় দিয়ে পুনরায় করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা বর্ণনা কর।
২. সংগীতি কী? প্রথম সংগীতির বিবরণ দাও।
৩. কাকে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলেছেন?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

বিষয়বস্তু : 'বিনয় পিটকে পাঁচটি .... প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে।'

শিখনফল

৬.৩.১ বিনয় পিটকের বিভিন্ন অংশ বা খন্ধকের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিত্র ও চীবর।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে বুদ্ধ ও ভিক্ষুর ছবি দেখাবেন।
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধের ছবি ও বিনয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
* বিনয় নীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিষয়ে বলবেন।
* বিনয় পিটকের শ্রেণিবিভাগ বোর্ডে ছকের মাধ্যমে দেখাবেন।
* শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে পাঠটি বিস্তারিত আলোচনা করবেন।
* বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

– বিনয় পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে?
– বিনয় পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম কী কী?
– পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া গ্রন্থকে একত্রে কী বলে?
– প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে কয়টি শীলের কথা উল্লেখ আছে?
– বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কয়টি শীল প্রতিপালন করেন?
– পারাজিকা কয়টি ও কী কী?
* শিক্ষক উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিনয় পিটকের পরিচিতি পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর। (দলীয় কাজ) ।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি পাঠে শিখন শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার সময় প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবেন। তিনি মৌখিক এবং লিখিত উভয়ভাবে যাচাই করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. পারাজিকা কাকে বলে?
২. বিনয় পিটকের অন্তর্গত পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৩১

বিষয়বস্তু : 'এতে বুদ্ধত্ব লাভ .... বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত সার'।

শিখনফল

৬.৩.১ বিনয় পিটকের বিভিন্ন অংশ বা খন্ধকের নাম বলতে পারবে।
৬.৩.২ বিনয়ের পিটকের উপকারিতা বলতে পারবে।

উপকরণ : সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কারদানের উপকরণ এবং অনুরূপ চিত্র বা মডেল।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

– নির্দিষ্ট পাঠটি শিক্ষক আলোচনা করবেন।
– পাঠ শেষে বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
– মহাবগ্‌গ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বলবেন।
– বুদ্ধের জীবন ও সংঘ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলবেন।
– চুলবগ্‌গ গ্রন্থের বিষয়বস্তু উল্লেখ করবেন।
– বিনয় পিটকের পঞ্চম গ্রন্থ পরিবার পাঠো সম্পর্কে বলবেন।
– পাঁচটি গ্রন্থের নাম চিহ্নিত করাবেন।

* পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থী এসব প্রশ্নের উত্তর দিবে।
* অপারগ শিক্ষার্থীকে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক. এক কথায় উত্তর দাও

ক. বিনয় পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে?
খ. বৌদ্ধ সংঘের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাস কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে?
গ. বিনয় পিটকের কোন গ্রন্থটি কবিতাকারে লেখা?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. বুদ্ধের জীবন ইতিহাস জানার জন্য .... গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান।
খ. মহাবর্গের বিষয়বস্তু মোট .... অধ্যায়ে বিভক্ত।
গ. পরিবার পাঠো বিনয় পিটকের .... গ্রন্থ।
ঘ. .... বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত সার।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৩১-৩২

বিষয়বস্তু : 'বিনয় পিটকে .... জ্ঞান থাকা দরকার।'

শিখনফল

৬.৩.৩ বিনয় পিটক ও সুত্ত পিকটের পার্থক্য বলতে পারবে।

উপকরণ : বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের দুইটি গ্রন্থ। (স্লাইড শোতে প্রদর্শন)।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পাঠের শুরুতে শিক্ষক উপকরণগুলো দেয়ালে টাঙিয়ে দেবেন। এরপর এর প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
* শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পূর্ব পাঠের দুটি প্রশ্ন করবেন।
- মহাবগ্গ গ্রন্থে কয়টি অধ্যায় আছে?
- বিনয় পিটকের সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থ কোনটি?
* শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষক প্রশংসা করে আজকের পাঠটি জানিয়ে দেবেন।
* শিক্ষক ধীরে ধীরে পাঠটি নিজে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।
* পাঠের মাঝখানে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।

* শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পারল কিনা তা বুঝার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন :
- বিনয় পিটকে কোন বিষয়ে উল্লেখ আছে?
- সুত্ত পিটকে কোন বিষয়ে আলোচনা আছে?
- ত্রিপিটক কয়টি ভাগে বিভক্ত?

* শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের বারবার প্রশ্ন করে পাঠটি দ্বিতীয়বার বুঝিয়ে দেবেন।
* শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক. বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর নাম লিখ।
খ. বিনয় পিটকের বিষয় সম্পর্কে লিখ।
গ. সুত্ত পিটকের কয়েকটি গ্রন্থের নাম বল।
ঘ. ত্রিপিটকে প্রথম পিটক কোনটি?
ঙ. বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের পার্থক্য দেখাও।

* প্রশ্নগুলো শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন। যদি কোনো শিক্ষার্থী কাজগুলো করতে না পারে তাহলে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৩২-৩৩

বিষয়বস্তু : 'পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা।'

শিখনফল

৬.১.১ বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৬.১.২ ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবে।
৬.২.১ বিনয় পিটকের বিভিন্ন অংশ বা খন্ধকের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : বিনয় পিটকের গ্রন্থাবলি, বুদ্ধের ছবি, ভিক্ষুর চীবর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিনয় গ্রন্থ, চীবর ও বুদ্ধের ছবি প্রদর্শন করবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে)।
* আলোচ্য পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।
* পূর্বের পড়া শিখেছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।

- বুদ্ধের দেশিত ধর্মবাণী কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে?

* অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
* কোনো শিক্ষার্থী অপারগ হলে উত্তর দানে সাহায্য করবেন।
* শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের বিনয় নীতি শিক্ষা ও অনুসারে উৎসাহিত করবে শিক্ষক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- ত্রিপিটক কাকে বলে?
- ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?
- বিনয় পিটক কী?
- প্রথম সংগীতির সভাপতি কে ছিলেন?

* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে চেষ্টা করবে।
* শিক্ষক মূল পাঠটি সকলকে পুনরায় সংক্ষেপে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর প্রদানের জন্য উৎসাহী করবেন।
* শিক্ষক অনুশীলনীর সঠিক উত্তরের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত?
- কোন স্থবির প্রথম সংগীতি আহ্বান করেন?
- দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

* শিক্ষার্থী উত্তরদানে সক্ষম হলে উভয় ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবেন।
* শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিখনফল যাচাই করবেন।

* নমুনা প্রশ্ন নিম্নে প্রদত্ত হলো-

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১.ত্রিপিটক মানে ....পিটক।
২. বুদ্ধের শিষ্যরা সেসব .... অন্যদের শোনাতেন।
৩. মহাকারুণিক বুদ্ধ বিনয়কে .... আয়ু বলেছেন।
৪. বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সাথে ধর্মসভা হয়, তাকে .... বলে।
৫. বিনয় পিটকে .... গ্রন্থ আছে।

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ত্রিপিটক বৌদ্ধদের	১. ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ।
২. পাচিত্তিয়া গ্রন্থে	২. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
৩. বিনয় পিটক	৩. বিনয় আবৃত্তি করেন।
৪. মহাবগ্গ ও চুলবগ্গকে	৪. ১৬৮টি শীল আছে।
৫. বিনয়ধর উপালি স্থবির	৫. জ্ঞান থাকা দরকার।
	৬. একত্রে খন্ধক বলা হয়।

গ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক কাকে বলে?
২. ত্রিপিটকের ভাষা কী?
৩. বিনয় পিটক কী?

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটকে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. সংগীতি কী? প্রথম সংগীতির বর্ণনা দাও।
৩. বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।

পরিকল্পিত কাজ

বিনয় পিটকের পাঁচটি গ্রন্থের নাম পর্যায়ক্রমে খাতায় লিপিবদ্ধ করাবেন। কয়েকজনকে নামগুলো দাঁড়িয়ে বলতে বলবেন।

সপ্তম অধ্যায়

কর্মের বিভাজন

যা করা হয় তা কর্ম। ভালো-মন্দ উভয়কে কর্ম বলে।

গুরুভক্তি, মাতা-পিতার সেবা, পরোপকার, চরিত্র গঠন প্রভৃতি হচ্ছে কুশল কর্ম বা সৎ কর্ম। ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে।

হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণী হত্যা, মিথ্যা কথা, চুরি, পরের ক্ষতিসাধন– এসবই অকুশল কর্ম বা অসৎ কর্ম। খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

ভালো কাজ করলে সবাই প্রশংসা করে। সুখ ভোগ করে। স্বর্গে যায়। খারাপ কাজ করলে দুঃখ পায়। সবাই নিন্দা করে। পাপ হয়। নরকে যায়।

মানুষ কর্মের অধীন। কর্মের কারণে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। মানুষের মধ্যেও ভালো-মন্দ আছে। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্বল নানা ধরনের লোক রয়েছে। আবার অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বোবা লোকও দেখা যায়। তাদের দেখলে মনে কষ্ট লাগে। তাদের সাহায্য করা উচিত।

মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? কর্মফলের কারণে এরূপ পার্থক্য হয়। যে যেরূপ কর্ম করে সে সেরূপ ফল ভোগ করে। এতে কারো হাত নেই।

যারা প্রাণী হত্যা করে না তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে। দীর্ঘায়ু হয়। সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। এটা জীবের প্রাণদানের সুফল। সে জন্য বুদ্ধ বলেছেন–

জীবের জীবন না করি হরণ
মরণে স্বর্গে যায়;
নররূপ ধরি সুখভোগ করি
জীবনে দীর্ঘায়ু পায়।

কেউ কেউ অল্প বয়সে মারা যায়। এটা পূর্বজন্মের প্রাণী হত্যার কারণ। মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করলেও অকালে মৃত্যুবরণ করে। যেমন–

জীবের জীবন করিলে হরণ
মরণে নরকে যায়;
নররূপ ধরি দুঃখভোগ করি
অকালে মরিয়া যায়।

বুদ্ধ কর্মের সুফল ও কুফল সম্পর্কে এরূপ অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যেমন–গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। দান দিলে পরজন্মে ধনী হয়। উপকার করলে পণ্ডিত হয়।

পরের অনিষ্ট করলে মূর্খ হয়। নিন্দা করলে নিজের জীবন কলুষিত হয়। হীনকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। রাগী হলে বিশ্রী হয়। এগুলো খারাপ কাজ।

তোমরা সৎকর্ম ও অসৎ কর্ম সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকবে। কখনো খারাপ কাজ করবে না। সৎকাজে আগ্রহী হবে। তা হলে অনুতাপ করতে হবে না। সুন্দর জীবন গঠন করতে পারবে।

এ সম্পর্কে তোমাদের দুটি উপদেশমূলক কাহিনী বলছি। মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে।

একদা ভগবান বুদ্ধ বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে কৈবত্ত গ্রামে শীলাবতী নামে এক রমণী ছিলেন। একদিন তিনি এক ভিক্ষুকে দেখে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি ভিক্ষুকে এক চামচ ভিক্ষা দিলেন।

পরে তাঁর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি ভিক্ষুদের জন্য একটি বিশ্রামশালা নির্মাণ করে দিলেন। অন্ন-পানীয়ের ব্যবস্থাও করলেন। ভিক্ষুদের নিকট ধর্মশ্রবণ করতেন। ফলে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংযত জীবনযাপন করতেন। ধ্যান-সাধনায় রত থাকতেন। তিনি অচিরেই স্রোতাপন্না হলেন।

অতঃপর মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। শতশত দেবকন্যা তাঁর সেবা করত। তিনি দিব্যসুখ অনুভব করতেন। আনন্দিত চিত্তে বিচরণ করতেন। সুকর্মের ফল কত মহৎ।

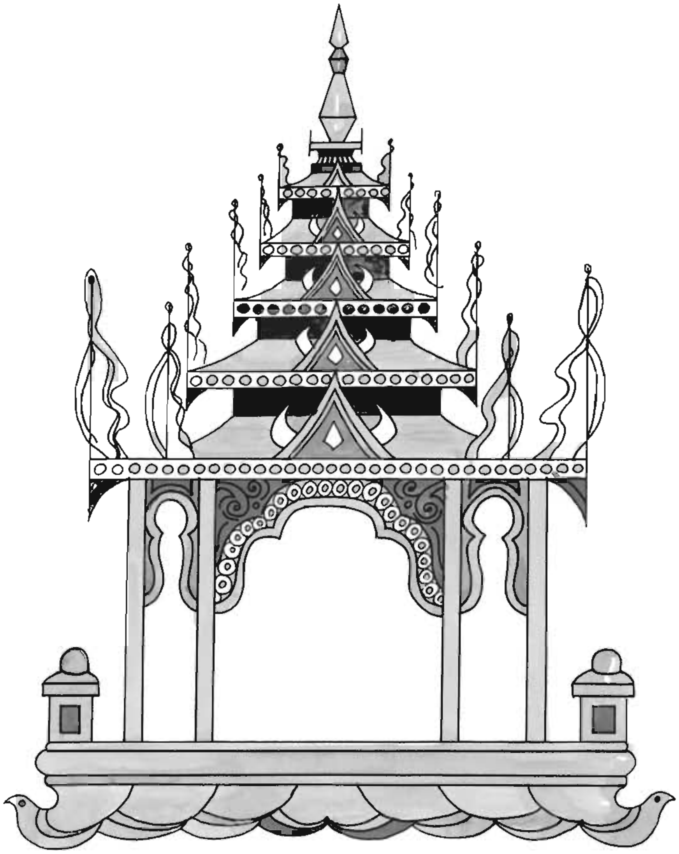

তাবতিংস স্বর্গ

আরও একটি কাহিনী শোন।

রাজগৃহে একজন ধনী লোক ছিলেন। তার কোনো অভাব ছিল না। অথচ তিনি মৃগ শিকার করতেন। তার এক ধার্মিক বন্ধু তাকে উপদেশ দিতেন। বলতেন, প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হও। পুণ্যকর্ম কর, না হয় দুঃখ পাবে। তিনি বন্ধুর উপদেশ মানতেন না।

ধার্মিক বন্ধু এক শীলবান ভিক্ষুর নিকট গেলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন, শিকারিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। একদিন সকালে ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য শিকারির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শিকারি ভিক্ষুকে আসনে বসালেন। ভিক্ষু তাকে প্রাণী হত্যার কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। এভাবে ভিক্ষু তার বাড়িতে তিনবার গেলেন। তাতেও তিনি শিকার করা থেকে বিরত হলেন না।

পরে শিকারি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রী-পুত্র সবাই চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। ভয়ে চিৎকার করে মারা গেলেন। তাকে শ্মশানে দাহ করা হলো। কিন্তু প্রতিদিন বাড়ির

পাশে এসে কে যেন কাঁদত। শিকারির স্ত্রী বিহারে গিয়ে বুদ্ধকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ উত্তরে বললেন, 'তোমার স্বামী প্রাণী হত্যা করেছে। অসংখ্য মৃগ বধ করেছে। নরকে উৎপন্ন হয়েছে। নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই এভাবে কাঁদছে। স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশে সংঘদান করলেন। তারা উৎপাত থেকে রক্ষা পেলেন।

নরকের আগুন

দেখ, অকুশল কর্মের কুফল কী ভয়াবহ? তোমরা সবসময় কুশল কর্মে রত থাকবে। অকুশল কর্ম পরিত্যাগ করবে। দান দেবে। শীল পালন করবে। সংযত থাকবে। জীবে দয়া, পরোপকার প্রভৃতি ও সৎকর্ম। এতে সকলের উপকার হয়। নিজেও শান্তিতে থাকে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ভালো কাজকে কী বলা হয়?

ক. অকুশল কর্ম খ. কুশল কর্ম

গ. নিত্য কর্ম ঘ. দুষ্কর্ম

২. যারা কানে শোনে না তাদের কী বলা হয়?

ক. অন্ধ খ. পঙ্গু

গ. বধির ঘ. বোবা

৩. মানুষ কিসের অধীন?

ক. কর্মের খ. প্রকৃতির

গ. স্ত্রী-পুত্রের ঘ. আত্মীয়-স্বজনের

৪. দান দিলে পরজন্মে কী হয়?

ক. জ্ঞানী খ. ধ্যানী

গ. ঋণী ঘ. ধনী

৫. শিকারি মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিল?

ক. স্বর্গে খ. নরকে

গ. মনুষ্যলোকে ঘ. দেবলোকে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ভালো কাজ করলে সবাই .... করে।

২। যে যেরূপ কর্ম করে সে সেরূপ .... ভোগ করে ।

৩। খারাপ কাজকে .... কর্ম বলা হয়।

৪। রাজগৃহে একজন .... লোক ছিলেন।

৫। জীবের দয়া, ... প্রভৃতিও সৎকর্ম।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. যে যেরূপ কর্ম করে	১. সংঘদান করলেন।
২. কেউ কেউ অল্প বয়সে	২. উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।
৩. স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশে	৩. সে সেরূপ ফল ভোগ করে।
৪. যেমন–গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে	৪. তাকে বাঁচাতে পারল না।
৫. স্ত্রী-পুত্র সবাই চেষ্টা করেও	৫. মারা যায়।
	৬. ফল কত মহৎ

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. কর্ম বলতে কী বোঝ?
২. কুশল কর্ম কাকে বলে? কয়েকটি কুশল কর্মের নাম লিখ।
৩. ধার্মিক বন্ধু কার নিকট গেলেন?
৪. কী কী কারণে মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়?
৫. শীলাবতী মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
২. বিভিন্ন রকম মানুষের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৩. শীলাবতীর সুকর্মের কাহিনীটি লিখ।
৪. শিকারির অকুশল কর্মের ফল সম্পর্কে লিখ।
৫. কর্ম সম্পর্কে একটি সংক্ষেপে রচনা লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

কর্মের বিভাজন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭.২ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বলতে পারবে।
৭.৩ কয়েকটি কুশল কর্ম চিহ্নিত করতে পারবে।
৭.৪ সৎকর্মের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠনের মনোভাব তৈরি করতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.২ অকুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বলতে পারবে।
৭.৩.১ কয়েকটি কুশল কর্মের উদাহরণ দিতে পারবে।
৭.৩.২ কুশল কর্মের সুফল বলতে পারবে।
৭.৩.৩ অকুশল কর্মের পরিণাম বলতে পারবে।
৭.৪.১ সদ্‌কর্মের মাধ্যমে নিজের জীবন গঠন করতে পারবে।
৭.৪.২ অসৎ বা মন্দকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে।
৭.৪.৩ সদ্‌ জীবন গঠনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৩৪

বিষয়বস্তু : 'যা করা হয় তা কর্ম ---------এতে কারো হাত নেই।'

শিখনফল

৭.১.১ কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.২ অকুশল কর্ম কী বলতে পারবে।

উপকরণ : সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের একটি তালিকা। সম্ভব হলে অনুরূপ মডেল।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, লেখাপড়া, প্রার্থনা, পূজা, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি করে থাকে। এ ধরনের সব কাজই হলো কর্ম। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ ঝগড়া-বিবাদও করে থাকে। তাহলে দেখা যায় কাজের মধ্যে ভালো-মন্দ, সুকর্ম ও দুষ্কর্ম রয়েছে।

* শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন-

- কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?
- সুকর্ম ও দুষ্কর্মের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

* শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন। বলবেন গুরুভক্তি, পরোপকার, চরিত্র গঠন ও প্রভৃতি কুশল কর্ম বা সৎকর্ম যেমন রয়েছে, তেমন হিংসা, বিদ্বেষ, প্রাণিহত্যা, চুরি, পরের ক্ষতিসাধন এসব অকুশল কর্ম বা অসৎকর্মের কথাও রয়েছে এভাবে পাঠটি আরম্ভ করবেন। নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- কয়েকটি কর্মের উদাহরণ দাও।
- মাদকদ্রব্য সেবন মানুষের কী কী ক্ষতি করে?

* প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর শিক্ষার্থীদের থেকে যাচাই করবেন। উত্তর দিতে না পারলে আপনি যথাযথ উত্তর বলে দেবেন।

* সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের একটি তালিকা প্রদর্শন করবেন।

* শিক্ষার্থীদের সৎকর্মগুলো চিহ্নিত করতে বলবেন।

* তালিকার বাইরে আরো কয়েকটি সৎকর্মের উদাহরণ দিতে বলবেন।

* সঠিক উত্তর দাতাকে প্রশংসা করবেন।

* অপারগদের সহায়তা করবেন।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কর্ম বলতে কী বুঝ?
২. কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?
৩. সৎকর্ম ও অসৎকর্মের দুটি করে উদাহরণ দাও।
৪. কুশল কর্ম কাকে বলে?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ভালো-মন্দ উভয়কে .... বলে।
২. খারাপ কাজকে .... কর্ম বলা হয়।
৩. ভালো কাজ করলে সবাই .... করবে।
৪. ভালো কাজকে .... কর্ম বলা হয়।

গ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. ভালো কাজকে কী বলা হয়?

ক. অকুশল কর্ম　　খ. কুশল কর্ম
গ. নিত্য কর্ম　　ঘ. দুষ্কর্ম

২. 'পরোপকার' কোন কর্মের অন্তর্গত?

ক. কুশল কর্ম　　খ. অকুশল কর্ম
গ. দুষ্কর্ম　　ঘ. অসৎ কর্ম

৩. ভালো কাজ করলে সবাই কী করে?

ক. নিন্দা　　খ. দ্বিধা
গ. প্রশংসা　　ঘ. জিজ্ঞাসা

৪. কে কানে শোনে না?

ক. অন্ধ　　খ. পঙ্গু
গ. বধির　　ঘ. বোবা

পাঠ : ২　　পৃষ্ঠা : ৩৪

বিষয়বস্তু : 'যারা প্রাণী হত্যা করে ----------- সুন্দর জীবন গঠন করতে পারবে।'

শিখনফল :

৭.২.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বলতে পারবে।
৭.৩.২ কুশল কর্মের সুফল বলতে পারবে।

উপকরণ : সৎকর্মের একটি চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* চিত্র দেখিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুশল কর্ম সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
* পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
* কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বলবেন।
* প্রাত্যহিক জীবনে সৎকর্মের গুরুত্ব সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি শিক্ষার্থীদের শুদ্ধরূপে পড়ে শোনাবেন।
* পূর্বপাঠে অংশ নেয়নি এমন তিন/চারজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
* যে ভালোভাবে পাঠ করেছে তার প্রশংসা করবেন।
* প্রশ্ন করবেন-

- নানা ধরনের লোকের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
- খারাপ কাজ করলে সবাই কেন নিন্দা করে?
- অন্ধ, পঙ্গু লোক দেখলে তোমার কেমন লাগে?

* উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের থেকে জেনে নেবেন।
* কেউ কেউ অপারগ হলে তাদের চিহ্নিত করবেন এবং তাদের উত্তর বলে দেবেন।
* সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা ও খারাপ কাজ না কররার উপদেশ দিয়ে পাঠদানের কাজ সম্পন্ন করবেন।
* শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তনে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা থাকবে।

পরিকল্পিত কাজ

তুমি প্রতিদিন কী কী কুশল কর্ম করতে পার তার একটি তালিকা তৈরি কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কারা দীর্ঘায়ু হয়?
২. মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?
৩. কুশল কর্মের কয়েকটি উদাহরণ দাও?
৪. অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?

খ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. কোনটি কুশল কর্মের অন্তর্গত?

ক. প্রাণিহত্যা　　খ. মাতা-পিতার সেবা
গ. বিদ্বেষভাব　　ঘ. মিথ্যাকথা

২. মানুষ কীসের অধীন?

ক. ধর্মের　　খ. বিত্তের
গ. কর্মের　　ঘ. চিত্তের

৩. কাকে সাহায্য করবে?

ক. ঘাতক　　খ. জাতক
গ. নন্দ　　ঘ. অন্ধ

৪. পাপীরা মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়?

ক. স্বর্গে　　খ. দেবলোকে
গ. নরকে　　ঘ. মনুষ্যলোকে

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. খারাপ কাজ করলে	১. বিভিন্ন রকম হয়।
২. যে যেরূপ কর্ম করে	২. মনে কষ্ট লাগে।
৩. কর্মের কারণে মানুষ	৩. দুঃখ পায়।
৪. বোবা লোককে দেখলে	৪. সে সেরূপ ফল ভোগ করে।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫

বিষয়বস্তু: 'যারা প্রাণী হত্যা ------------ গঠন করতে পারবে।'

শিখনফল

৭.১.১ কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৭.২.২ অকুশল কর্ম কী বলতে পারবে।

উপকরণ : কর্মফল ভোগ সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র/ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্ম বইটি হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সপ্তম অধ্যায় খুলে যার যার সামনে রাখতে বলবেন।
* এরপর প্রশ্ন করবেন-
 - গল্প শুনতে বা পড়তে তোমাদের কেমন লাগে?
 - কাউকে ঠকানো কেমন কাজ?
* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তরগুলো দেবে। এবার শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি আলোচনা করবেন।
* পাঠের মাঝখানে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
* শিশুরা কবিতা পড়তে ভালোবাসে।
* আপনি কর্মের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পাঠে সংযোজিত কবিতাংশ সুর করে পাঠ করবেন।
* পাঠশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।
* তারা আনন্দের সাথে কবিতাংশটি পাঠ করবে।
* পাঠশেষে কবিতাংশ থেকে প্রশ্ন করবেন-
 - যারা প্রাণীহত্যা করে না তাদের কোথায় জন্ম হয়?
 - যারা অপরের জীবন হরণ করে তারা কী ভোগ করে?
* এভাবে কবিতাংশ সহজ-সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

প্রসঙ্গক্রমে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ফলাফল সহজে বুঝতে পারবে।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. মানুষ অল্প বয়সে মারা যাওয়ার কারণ কী?
২. কর্মের সুফল ও কুফল সম্পর্কিত কবিতাংশ লেখ।
৩. দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু হওয়ার কারণ কী?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ভালো কাজ করলে সবাই .... করে।
২. খারাপ কাজকে .... কর্ম বলা হয়।
৩. রাজগৃহে একজন .... লোক ছিলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. কেউ কেউ অল্প বয়সে	১. মূর্খ হয়।
২. গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে	২. জীবন কলুষিত হয়।
৩. পরের অনিষ্ট করলে	৩. মারা যায়।
৪. নিন্দা করলে নিজের	৪. উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৩৫

বিষয়বস্তু: 'একদা ভগবান বুদ্ধ ----------------- সুকর্মের ফল কত মহৎ।'

শিখনফল

৭.৩.২ কুশলকর্মের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।
৭.৪.১ সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন গঠন করতে পারবে।
৭.৪.২ অসৎ বা মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকবে।
৭.৪.৩ সদ্‌জীবন গঠনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

উপকরণ : সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র।

শিখন-শিখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শীলাবতীর গুণাবলি শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন।
* কীভাবে শীলে প্রতিষ্ঠিত হলেন তার একটি নমুনা দেবেন।
  - তাবতিংস স্বর্গের দেবকন্যারা কীভাবে সেবা-যত্ন করতেন তা বুঝিয়ে বলে দেবেন।

- সুকর্মের ফল কত মহৎ তার ব্যাখ্যা করবেন।
- পাঠের পরিসর অনুযায়ী গল্পের অংশটুকু পাঠ করুন।
- গল্পের সারমর্ম তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।
- গল্পের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে সচেষ্ট থাকবেন।

* গল্পটির উত্তরের মধ্যে মূল বক্তব্য রয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের উত্তর যথাযথ না হলে উত্তর ঠিক করে দেবেন।
* যারা ভালো বলতে পারবে তার প্রশংসা করবেন।
* অন্যদেরও বলতে উৎসাহিত করুন।
* শিক্ষার্থীদের শ্রেণি পাঠে প্রশংসা করুন। ভুলত্রুটি শুদ্ধ করে দেবেন।
* যারা বলতে পারবে না তাদের উদ্দেশ্যে গল্পটি বলে দেবেন, যাতে সংক্ষেপে বলতে পারে।
* এভাবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে গল্পের মূল বক্তব্য আদায় করে গল্পটি শেষ করবেন।
* মনে রাখবেন কর্মের সুফল যাতে প্রতিফলিত হয় তার প্রতি সজাগ থাকবেন। ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

পরিকল্পিত কাজ

কুশল কর্মের সুফল কী কী খাতায় সুন্দর করে লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. শীলাবতী কোন গুণে গুণান্বিত?
২. তিনি কোন ফলে অধিষ্ঠিত হলেন?
৩. শীলাবতীর সুকর্মের কাহিনীটি লিখ।

খ. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. কৈবত্ত গ্রামে কোন রমনি বাস করতেন?

ক. পার্বতী খ. শীলাবতী
গ. প্রভাবর্তী ঘ. অপরাবতী

২. শীলাবতী কিসে রত থাকবেন?

ক. ধ্যান-সাধনায় খ. ব্যবসা-বাণিজ্যে
গ. পড়াশোনায় ঘ. চিন্তা-চেতানায়

৩. তিনি ভিক্ষুদের জন্য কী নির্মাণ করেছিলেন?

ক. দানশালা খ. কর্মশালা
গ. রত্নশালা ঘ. বিশ্রামশালা

৪. শীলাবতী কী সুখ উপভোগ করতেন?

ক. নির্বাণসুখ খ. দেবসুখ
গ. দিব্যসুখ ঘ. স্বর্গসুখ

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কৈবত্ত গ্রামে .... নামে এক রমণী ছিলেন।
২. তিনি ভিক্ষুদের নিকট .... করতেন।
৩. অন্ন-পানীয়ের .... করলেন।
৪. সুকর্মের ফল কত .... ।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৯

বিষয়বস্তু: 'আরও একটি কাহিনী শোন।----------- নিজেও শান্তিতে থাকে।'

শিখনফল

৭.৩.৩ অকুশল কর্মের পরিণাম বলতে পারবে।
৭.৪.২ অসৎ বা মন্দকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে।
৭.৪.৩ সদ্ জীবন গঠনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

উপকরণ : সৎকর্ম ও দুষ্কর্মজনিত ফলাফলের দুটি চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠ শুরুর প্রথমে সৎকর্ম ও অসৎ কর্ম বিষয়ে ধারণা দেবেন।
* ভালো কর্মের ভালো ফল এবং খারাপ কর্মে মন্দ ফল ব্যাখ্যা করে বলবেন।
* প্রত্যেক মানুষের ভালো কর্ম করা উচিত, একথা বুঝাবেন।
* শিক্ষার্থীদের ২/১ জনকে গল্পটি বলাতে চেষ্টা করবেন।
- ধনী লোকটি কী শিকার করতেন?
- ধার্মিক বন্ধু তাকে কী উপদেশ দিতেন?
- তিনি কার নিকট গেলেন?
- শিকারী কীভাবে মারা গেলেন?
- স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে কি করলেন?
- অকুশল কর্মের ফল কীরূপ?
* উল্লেখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন।
* সঠিক উত্তর যাচাই করবেন।
* শীলাবতী মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিলেন?

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পুণ্যকর্ম কর, না হয় .... পাবে।
২. ধার্মিক বন্ধু এক ....ভিক্ষুর নিকট গেলেন।
৩. স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশে .... করলেন।
৪. অকুশল কর্মের কুফল কী..............?

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. রাজগৃহে একজন	১. ধনী লোক ছিলেন।
২. ভিক্ষু তাকে প্রাণিহত্যার	২. কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।
৩. শিকারি ভয়ে চিৎকার করে	৩. মারা গেলেন।
৪. অকুশল কর্ম	৪. পরিত্যাগ করবে।

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ধার্মিক বন্ধু কার নিকট গেলেন?
২. কী কী কারণে মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়?
৩. শীলাবতী মৃত্যুর পর কোথায় উৎপন্ন হয়েছিলেন?

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অতি পরিচিত নাম। এ দুটি নাম শ্রবণ মাত্রই অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। এখন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।

দীপবতি নামে একটি নগর ছিল। সে নগরে সুমেধ নামে একজন তাপস বাস করতেন। সুমেধ তাপস বুদ্ধ হতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি দীপংকর বুদ্ধকে বন্দনা করেন। তাঁর নিকট বুদ্ধ হওয়ার জন্য বর প্রার্থনা করেছিলেন। দীপংকর বুদ্ধ তাকে বুদ্ধ হবেন বলে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন হতে সুমেধ তাপস বুদ্ধত্ব লাভে সংকল্পবদ্ধ হন। তখন হতে ৫৫০ বার বিভিন্ন কুলে জন্ম নেন। সে জন্মগুলোকে বোধিসত্ত্ব জন্ম বলা হয়।

'বোধি' অর্থ জ্ঞান। 'বোধ' শব্দ হতে বোধি শব্দের উৎপত্তি। যিনি লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হন, তিনিই বুদ্ধ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধের অন্তরের উৎপন্ন জ্ঞান লৌকিক নয়, লোকোত্তর। এ জ্ঞানকে পরম জ্ঞানও বলা যেতে পারে। এ কারণে পৃথিবীর সব জ্ঞানীই বুদ্ধ নন। পৃথিবীতে বুদ্ধ হতে হলে অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। এ পারমী পূর্ণ না করলে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

ত্রিপিটকে তিন প্রকার বুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে। যথা–১. সম্যক সম্বুদ্ধ ২. প্রত্যেক বুদ্ধ ৩. শ্রাবক বুদ্ধ। এখন তিন প্রকার বুদ্ধের পরিচিতি জানাব।

সম্যক সম্বুদ্ধ

সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। শেষ জন্মে সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করে সম্যক সম্বুদ্ধ হন। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জগতে একই সঙ্গে দুইজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না। গৌতম বুদ্ধসহ আজ পর্যন্ত আটাশ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রত্যেক বুদ্ধ

প্রত্যেক বুদ্ধ আপন সাধনা বলে অর্হত্ব হন। পরে বুদ্ধ হন। তাঁরা জন্ম পথ রোধ করেন। নির্বাণ লাভ করেন। তবে তাঁদের জ্ঞান নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁদের সাধনার ফল মানুষের নিকট প্রচারিত হয় না।

শ্রাবক বুদ্ধ

সম্যক সম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য থাকেন। এ শিষ্যরা অনেক উপদেশ অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে অনেকে সৎ জীবন যাপন করে অর্হত্বফল লাভ করেন। অর্হতেরা নির্বাণও লাভ করেন। তাঁদেরকে শ্রাবক বুদ্ধ বলা হয়।

যাঁরা বুদ্ধ হতে ইচ্ছে করেন, তাঁদেরকে অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হবে। দশ-পারমী হলো: দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা। এই দশ প্রকার পারমী, উপপারমী ও পরমার্থ পারমী ভেদে পারমী ত্রিশ ভাগে বিভক্ত।

এসব পারমী পূরণ করা সহজ সাধ্য নয়। এসব পারমী পূর্ণ করতে বহু জন্মের সাধনার প্রয়োজন। এ জন্য তাঁদের বিভিন্ন প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে আর্য-মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব হবে।

পারমী শব্দের অর্থ হলো পরিপূর্ণতা। বুদ্ধ হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। পারমী পূর্ণ না করলে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অতিশয় দুর্লভ।

বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো–

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. বুদ্ধ হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়।	১. বোধিসত্ত্ব হতে হলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয় না।
২. তৃষ্ণা ক্ষয় করে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন।	২. তৃষ্ণা ক্ষয় না করা পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভ করতে পারে না।
৩. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবকিছু অবগত হন।	৩. বোধিসত্ত্বগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন।
৪. বুদ্ধগণ সব বিষয় সম্পর্কে জানেন।	৪. বোধিসত্ত্বগণ সব বিষয় সম্পর্কে জানেন না।
৫. বুদ্ধগণ জীবগণের ইহ ও পরকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।	৫. বোধিসত্ত্বগণ জীবগণের ইহ ও পরকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না।
৬. বুদ্ধের চিত্ত চঞ্চল নয়।	৬. বোধিসত্ত্বদের চিত্ত চঞ্চল।
৭. বুদ্ধগণ বিমুক্ত-মহাপুরুষ।	৭. বোধিসত্ত্বগণ বিমুক্ত মহাপুরুষ নন।
৮. বুদ্ধের জ্ঞান আকাশের ন্যায় সীমাহীন।	৮. বোধিসত্ত্বগণের জ্ঞান সীমিত।

গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমীসমূহ পূর্ণ করেন। তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। সব জন্মেই বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। এখানে বোধিসত্ত্ব জীবনের দুটি ঘটনা বলব।

এক সময় বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বানরটি নদীর কূলে বাস করত। নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপ ছিল। সে দ্বীপে একটি আম গাছ ছিল। দ্বীপ ও নদীর তীরের মধ্যস্থলে একটি পাথর ছিল। বানরটি এক লাফে পাথরটিতে পড়ত। আরেক লাফে দ্বীপে গিয়ে আম খেত। সন্ধ্যার পূর্বে নদীর তীরে ফিরে আসত। এসে প্রথমে পাথরটিকে দেখত।

তীরে বানর ও নদীতে কুমির

ঐ নদীতে কুমির ছিল। একটি কুমির বানরটিকে দেখল। তার বানরের কলিজা খাওয়ার লোভ হলো। কুমিরটি পাথরের ওপর শুয়ে রইল। বানর তীরে আসার পূর্বে কুমিরটিকে দেখল। তখন বানর কুমিরকে বলল, 'ভাই কুমির, তুমি পাথরের ওপর শুয়ে আছ কেন?' কুমির বলল, 'ভাই বানর, তোমার কলিজা খাবার জন্য শুয়ে আছি।'

বানরটি বলল, 'ভাই কুমির, তুমি মুখ হা কর। আমি তোমার মুখে পড়ব। তখন তুমি আমায় ধরে কলিজা খাবে।' কুমির মুখ হা করল। কুমিরের চোখ দুটি কোঠরে প্রবেশ করল। কুমিরের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এ সুযোগে বানর দ্রুতবেগে এক লাফে কুমিরের মাথায় পড়ল। আরেক লাফে তীরে পৌঁছাল। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে বানর বিপদ থেকে রক্ষা পেল। বানর প্রাণ বাঁচাল।

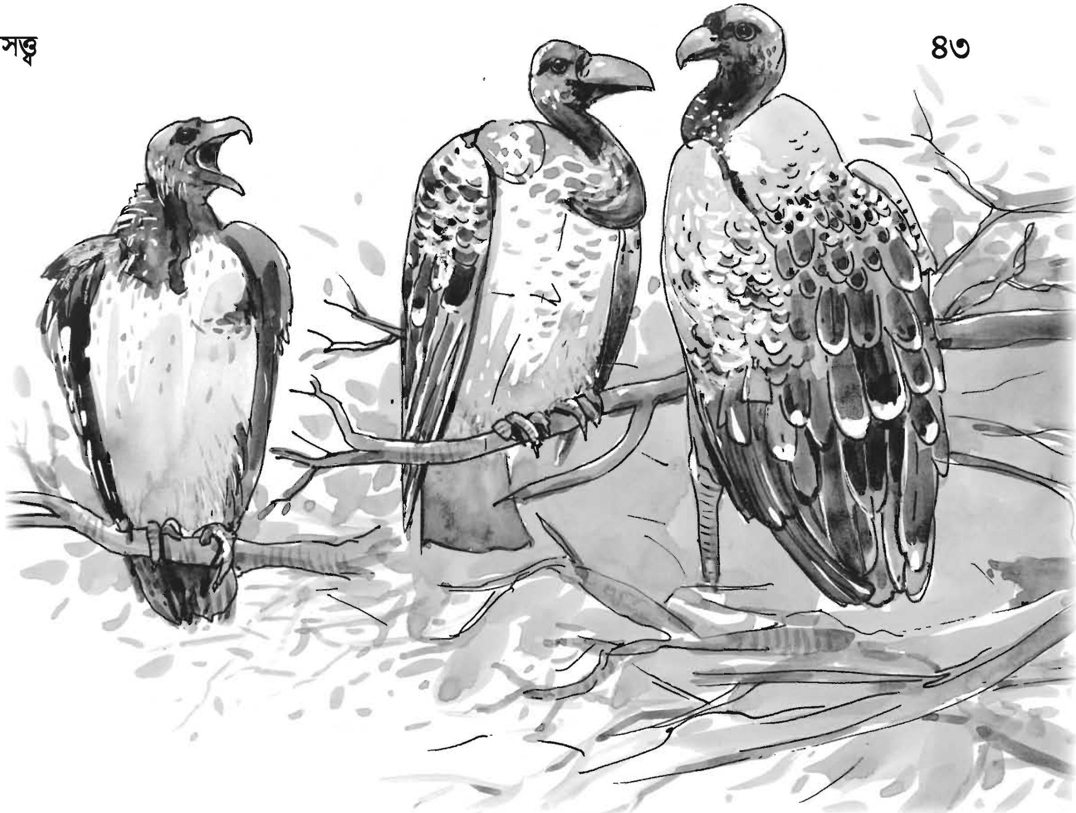

অন্ধ বৃদ্ধ শকুন-শকুনি ও বোধিসত্ত্বরূপী শকুন

বোধিসত্ত্ব এক সময় শকুন কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ মাতা-পিতার সঙ্গে পাহাড়ের এক উঁচু গাছে বাস করত। শকুনটি প্রতিদিন মরা মাংস সংগ্রহ করে অন্ধ মাতা-পিতাকে খাওয়াত।

কিন্তু একদিন শকুনটি ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ল । ব্যাধ শকুনটি ধরল। তখন শকুনকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তুমি কাঁদছ?' তখন শকুন বলল, 'ভাই ব্যাধ! আমার বাঁচার জন্য কাঁদছি না। আমার অন্ধ বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য কাঁদছি। আমার মৃত্যু হলে, আমার অন্ধ মাতাপিতা কীভাবে বাঁচবে?' মাতা-পিতার প্রতি শকুনের এরূপ ভক্তি দেখে শকুনটির প্রতি ব্যাধের দয়া হলো। ব্যাধ শকুনটিকে ছেড়ে দিল। শকুনটি আনন্দের সাথে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা পিতার নিকট ফিরে গেল। জগতে মাতা-পিতার সেবা করা উত্তম মঙ্গল।

বোধিসত্ত্বের জীবন হচ্ছে কলঙ্কশূন্য, পাপহীন ও পবিত্র। বোধিসত্ত্বরা মূলত বিশুদ্ধ মনের অধিকারী। জীবের কল্যাণ সাধনই তাঁদের জীবনের প্রধান ব্রত। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বোধিসত্ত্বদের বিশেষ গুণ। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে। সকল জীবকে ভালোবাসাই জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বোধিসত্ত্বগণ সাধনার দ্বারা পারমী পূরণ করেন। পরে বুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্বাণ লাভ করেন। পরোপকারই বোধিসত্ত্বদের জীবনের প্রধান আদর্শ। ত্যাগী, শান্তি অর্জন, ধৈর্যশীল হওয়া তাঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। এ জন্য বোধিসত্ত্বদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সকলের কর্তব্য।

বোধিসত্ত্বরূপী শকুনকে ব্যাধ ছেড়ে দিচ্ছে

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কোন দুটি নাম অতি সুপরিচিত?

ক. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব   খ. থের ও শ্রাবক সংঘ।

গ. বোধিসত্ত্ব ও শ্রমণ   ঘ. ভিক্ষুসংঘ ও গৃহী

২. দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট কে বর প্রার্থনা করেন?

ক. আরাড় কালাম   খ. সুমেধ তাপস

গ. ঋষি গয়াকাশ্যপ   ঘ. সারিপুত্র

৩. কোন জ্ঞানের অধিকারী হলে বুদ্ধ হওয়া যায়?

ক. বুদ্ধজ্ঞান   খ. পারমী জ্ঞান

গ. ঋদ্ধি জ্ঞান   ঘ. তত্ত্বজ্ঞান

৪. বুদ্ধ হতে হলে কয়টি পারমী পূরণ করতে হয়?

ক. ৫টি   খ. ৭টি

গ. ১০টি   ঘ. ১২টি

৫. আজ পর্যন্ত কতজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন?

ক. ২৫ জন   খ. ২৮ জন

গ. ৩০ জন   ঘ. ৩২ জন

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অতি .... নাম।
২। দীপংকর বুদ্ধ তাকে .... হবেন বলে আশীর্বাদ করলেন।
৩। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত........।
৪। পারমী শব্দের অর্থ হলো .... ।
৫। বুদ্ধ হতে হলে দশ .... পূর্ণ করতে হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. দীপবতি নামে	১. বুদ্ধগণ নির্বাণ লাভ করেন।
২. বুদ্ধ শব্দের	২. কূলে বাস করত।
৩. সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে	৩. অর্থ জ্ঞানী।
৪. তৃষ্ণা ক্ষয় করে	৪. একটি নগর ছিল।
৫. বানরটি নদীর	৫. দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়।
	৬. জীবনের প্রধান ব্রত।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. সুমেধ তাপস কে ছিলেন?
২. বুদ্ধ হতে হলে কী কী পারমী পূর্ণ করতে হয়?
৩. ত্রিপিটকে কত প্রকার বুদ্ধের নাম জানা যায়?
৪. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যের দুটো উদাহরণ দাও।
৫. বানরটি কুমিরকে কী বলেছিল?
৬. শকুনটি কার সেবা করত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সুমেধ তাপস বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী করল লিখ।
২. বুদ্ধ হতে হলে কী প্রয়োজন হয় বর্ণনা কর।
৩. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
৪. বানরটি কীভাবে কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছিল? আলোচনা কর।
৫. শকুনটি কীভাবে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা-পিতার সেবা করত?

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১.১ বোধিসত্ত্ব কাকে বলে বলতে পারবে।
১.১.২ বুদ্ধ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১.১.৩ বুদ্ধের প্রকারভেদ বলতে পারবে।
১.১.৪ বোধিসত্ত্ব জীবনে পারমীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
১.১.৫ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য বলতে পারবে।
১.১.৬ বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ বোধিসত্ত্ব কাকে বলে বলতে পারবে।
১.১.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের গুণাবলি বলতে পারবে।
১.২.১ বুদ্ধ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১.৩.১ বুদ্ধের প্রকারভেদ বলতে পারবে।
১.৩.২ ভাবীবুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
৮.৪.১ বোধিসত্ত্ব জীবনে পারমীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৮.৫.১ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য বলতে পারবে।
৮.৫.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের কয়েকটি ঘটনা বলতে পারবে।
৮.৬.১ বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৮.৬.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের গুরুত্ব বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৪০

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব.........................সম্ভব নয়।'

শিখনফল

৮.১.১ বোধিসত্ত্ব কাকে বলে বলতে পারবে।
৮.১.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের গুণাবলি বলতে পারবে।
৮.২.১ বুদ্ধ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণঃ বুদ্ধের ছবি / চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-
- ছবিতে কী দেখছ?
- বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী করতে হয়?
* পাঠ ঘোষণা করুন- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব
* পাঠটি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।
* ২/১ জন শিক্ষার্থীকে পাঠটি সরব পাঠ করতে দেবেন।
* এবার সকলকে পাঠটি নিজের মতো পড়তে বলবেন।
* ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।

ক) বোধিসত্ত্ব বলতে কী বোঝ?
খ) বোধি শব্দের অর্থ কী?
গ) বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?- প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন।

* প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব বলতে কী বুঝায় তা আলোচনা করবেন।
* খাতায় উত্তর লিখতে বলুন, লিখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
* ২/১ জনকে কী লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।

মূল্যায়ন : শিখন শেখানো কার্যাবলি ও বাড়ির কাজ।

নমুনা প্রশ্ন :

ক) বোধিসত্ত্ব কাকে বলে?
খ) বোধি শব্দের অর্থ কী?
গ) বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?

পরিকল্পিত কাজ

১. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য লিখ।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৪০-৪১

বিষয়বস্তু: 'ত্রিপিটকে.........................শ্রাবক বুদ্ধ বলা হয়।'

শিখনফল

১০.৩.১ বুদ্ধের প্রকারভেদ বলতে পারবে।

উপকরণ : চার্ট, পোস্টার পেপার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* প্রশ্ন করবেন-
ক) আমাদের ধর্মের নাম কী?
খ) বৌদ্ধধর্মের প্রচারক কে?
গ) তিনি কোন প্রকার বুদ্ধ?
পাঠ ঘোষণা : বুদ্ধের প্রকারভেদ।
* চার্টের মাধ্যমে তিন প্রকার বুদ্ধের নাম, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* তিন প্রকার বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করবেন।
* তিনপ্রকার বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে উপস্থাপন করবে (দলীয় কাজ)।
* করতালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :

১. ত্রিপিটকে কয় প্রকার বুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে?
২. জগতে কার আবির্ভাব দুর্লভ।
৩. কারা নির্বাণ লাভ করেন?

পরিকল্পিত কাজ : তিন প্রকার বুদ্ধ সম্পর্কে লিখ।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৪১

বিষয়বস্তু : 'যাঁরা বুদ্ধ......................................পার্থক্য।'

শিখনফল

৮.৪.১ বোধিসত্ত্ব জীবনে পারমীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, চার্ট।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* কুশল বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-
ক. বুদ্ধ হওয়ার জন্য বোধিসত্ত্বদের কী করতে হয়?
* পাঠ ঘোষণা : আজ আমরা পারমী ও দশ পারমী সম্পর্কে পাঠ করব।
* সহজ ভাষায় পারমীর অর্থ বুঝিয়ে দিন।
* দশ পারমী চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন ও বর্ণনা দেবেন।
* নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।

* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও জোড়ায় আলোচনা করতে নির্দেশ দেবেন।
* পারমী সম্পর্কে কী বুঝল তা পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।
* বোধিসত্ত্বদের কেন পারমী পূর্ণ করতে হয় তা সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।
* প্রশ্ন করে পারমীর গুরুত্ব বুঝেছে কিনা যাচাই করবেন।

মূল্যায়ন : বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখ। দশ পারমীর নাম লিখ।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৪১

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য'।

শিখনফল

৮.৫.১ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য বলতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের ছবি, চার্ট।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করবেন।
* বোধিসত্ত্বরা কী হতে চেষ্টা করেন? প্রশ্ন করবেন।
* পাঠ ঘোষণা : বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য।
* চার্টের সাহায্যে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য আলোচনা করবেন।
* শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করবেন- ক ও খ দল।

ক দল বুদ্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যায়ক্রমে পাঠ করে শোনাবে, খ দল বোধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ পাঠ করে শোনাবে।

* উল্লিখিতভাবে ৩/৪ বার অনুশীলন করাতে হবে।
* শিক্ষার্থীরা পার্থক্যসমূহ খাতায় লিখবে।
* শিক্ষক মনিটর করবেন।

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :

১. পারমী শব্দের অর্থ কী?
২. বুদ্ধ হতে হলে কী পূরণ করতে হয়।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৪২

বিষয়বস্তু: 'গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ .... বানর প্রাণ বাঁচাল।'

শিখনফল

৮.৫.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের কয়েকটি ঘটনা বলতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকের প্রদত্ত চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পুস্তকে দেওয়া চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-
ক) কী দেখতে পাচ্ছ?
খ) বানর ও কুমীর কী করছে?
* পাঠ ঘোষণা : আমরা আজ একটি গল্প পড়ব।
* শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন।
* ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।
* শূন্যস্থান পূরণ ও অনুশীলন করাবেন।
* শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা পরিবর্তন করে যাচাই করতে বলবেন।
* সঠিক উত্তর যাচাই করবেন ও সংশোধন করে দেওয়ার নির্দেশ দিন।

মূল্যায়ন :

নমুনা প্রশ্ন :
১. কার বানরের কলিজা খাওয়ার লোভ হলো?
২. বানরটি কীভাবে কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছিল?

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪

বিষয়বস্তু: 'বোধিসত্ত্ব এক সময় .... সকলের কর্তব্য।'

শিখনফল

৮.৫.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের কয়েকটি ঘটনা বলতে পারবে।
৮.৬.১ বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
৮.৬.২ বোধিসত্ত্ব জীবনের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : চিত্র, চার্ট, পোস্টার পেপার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* পূর্ববর্তী ক্লাসের পাঠ থেকে ২/১টি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
* প্রশ্ন করবেন- বানর কী করেছিল?
* পাঠ ঘোষণা : .... করবেন।
* বানর কীভাবে তার জীবন রক্ষা করেছে তা নির্ধারিত পাঠটি আলোচনা করবেন।

* প্রশ্ন করবেন- বানর কোন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার জীবন রক্ষা করেছে? মাথা খাটিয়ে শিক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।
* চার্টের মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবেন।
* প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিখতে বলুন।
* সঠিকভাবে লিখতে পেরেছ কিনা মনিটর করবেন।
* যা লিখেছে পড়ে শোনাতে বলুন।

মূল্যায়ন :

* শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও বাড়ির কাজ

পরিকল্পিত কাজ :

১. বোধিসত্ত্ব জীবন সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য খাতায় লিখে আনবে।

নমুনা প্রশ্ন :

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. আজ পর্যন্ত কতজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে?
২. বানরটি কুমিরকে কী বলেছিল?
৩. শকুন কার সেবা করত?
৪. বানরটি কীভাবে কুমির থেকে রক্ষা পেল?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. শকুনটি .... ফাঁদে ধরা পড়ল।
খ. জগতে .... সেবা করা উত্তম মঙ্গল।
গ. বোধিসত্ত্বগণ সাধনার দ্বারা .... পূরণ করেন।

নবম অধ্যায়

জাতক

‘জাতক’ শব্দের অর্থ কী? ‘জাতক’ শব্দের অর্থ যিনি জাত বা জন্মগ্রহণ করেছেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম-বৃত্তান্তকে জাতক বলা হয়। জাতক হলো বুদ্ধের উপদেশমূলক কাহিনী। গৌতম বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় শিষ্য ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এসব কাহিনী বলতেন। জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশমূলক। বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের সৎকর্মের সুফল ও অসৎকর্মের কুফল বর্ণনা করাই জাতক বলার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য প্রতিটি জাতক কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান। শিশুদের জন্য জাতকের কাহিনীর গুরুত্ব অধিক। জাতকের কাহিনীগুলো যেমন সুন্দর তেমনি শ্রুতিমধুর। এ কাহিনীগুলো পাঠ করা আমাদের অত্যন্ত দরকার। জাতকের উপদেশ দ্বারা দয়া, মমত্ব, করুণা, সংযম, সদাচার, কর্তব্যপরায়ণ হতে শেখায়। জাতক পাঠে শিশুমনে ভালো-মন্দ জানার শক্তি জাগায়। এতে মাধুর্য ও ধর্মজ্ঞান জাগে। এ ছাড়া নৈতিক জীবন গঠনে জাতকগুলো খুবই সহায়ক। তাই জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবনে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। এসব জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে জাতক সাহিত্যে ৫৫০টি জাতক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ আছে–

১. প্রত্যুৎপণ্ন বস্তু বা বর্তমানকাল,
২. অতীত বস্তু বা মূল বিষয়বস্তু,
৩. সমবধান বা সমাধান।

এ অধ্যায়ে তোমরা কয়েকটি জাতক কাহিনী পড়বে। জাতকগুলোর বিষয়বস্তু শিখবে। অন্যদের জাতক কাহিনী শোনাবে। জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষা নেবে। এসব উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলবে। জাতক পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন উপদেশ ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের পাঠ্য বাবেরু জাতক, সিংহচর্ম জাতক ও সুংসুমার জাতকের উপদেশ থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করতে পারব–

১. গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।
২. প্রতারণা করার ফল শুভ হয় না।
৩. ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

বাবেরু জাতক

অনেক দিন আগের কথা। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। এ সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ময়ূরের দেহ ও পালক ছিল সোনালি বর্ণের। বাস করত নিকটবর্তী এক গভীর বনে।

বারাণসীর পাশেই ছিল বাবেরু রাজ্য। একবার বারাণসীর কয়েকজন ব্যবসায়ী বাণিজ্যের আশায় বাবেরু রাজ্যের দিকে যাত্রা করল। নৌকা করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল। নৌকায় একটি দিক নির্ণয়কারী কাক ছিল। এতে গভীর সমুদ্রে পথ হারাবার ভয় ছিল না।

বণিকরা বাবেরু রাজ্যে পৌঁছলেন। মজার ব্যাপার হলো, বাবেরু রাজ্যে তখন কোনো পাখি ছিল না। বণিকদের কাছে বাবেরুবাসীরা কাকটিকে দেখে কেনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। বণিকরা একুশ কাহন (টাকা) দিয়ে কাকটি বিক্রি করে দিল।

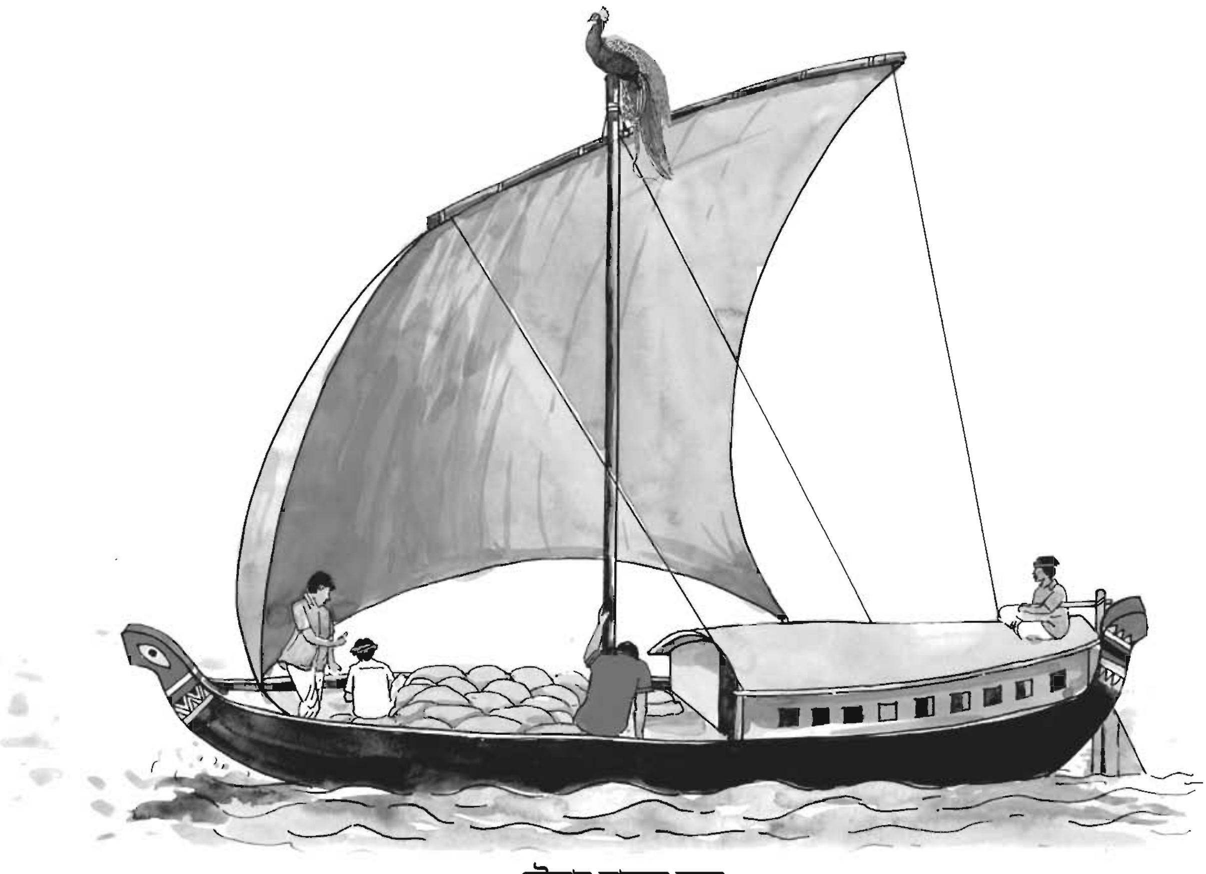

নৌকার মাস্তুলে ময়ূর

বাবেরু রাজ্যের লোকেরা এতদিন পাখি দেখে নি। কাকটিকে কিনে তারা আনন্দিত। তারা কাকটিকে সোনার তৈরি একটি খাঁচায় রাখল। তাকে প্রতিদিন মাছ, মাংস, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি খেতে দিত। কাক এভাবে তাদের যত্ন পেতে লাগল। কাকটি খুবই সুখে ছিল।

অন্য সময় আবার বণিকেরা বাবেরু রাজ্যে এলো। ওরা এবার নৌকা সাজিয়ে মাস্তুলের ওপর সুন্দর একটি ময়ূর বসিয়ে রাখল। ময়ূরটি হাততালি দিলে পেখম মেলে নাচত। সুর করে গান গাইত। ময়ূরের সৌন্দর্য এবং গুণ দেখে বাবেরুবাসীরা মুগ্ধ হলো। তারা অনেক দরাদরির পর এক হাজার টাকায় (কাহন) ময়ূরটি কিনে নিল।

বাবেরু রাজ্যে ময়ূর নাচ দেখাচ্ছে ও কাক ময়লা আবর্জনা খাচ্ছে

সুন্দর ময়ূরটি কেনার পর বাবেরুবাসীরা খুবই খুশি। দলে দলে সবাই ময়ূর দেখতে এলো। এদিকে কাকের যত্ন কমে গেল। কেউ তাকে আর দেখতে আসে না। এমনকি খাবারও দেয় না। ফলে স্বভাবসুলভ কাক কা কা করতে লাগল। উড়ে গিয়ে ময়লা আবর্জনায় বসল। আবর্জনা থেকে খাদ্য খেয়ে কোনো রকমে জীবন কাটাচ্ছিল।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে সাধারণ সন্ন্যাসীরা সম্মান পায়। কিন্তু বুদ্ধের অমৃত ধর্মদেশনায় সন্ন্যাসীদের লাভ সৎকার কমে যায়। এসব সন্ন্যাসী কাকের সাথে তুলনীয়।

উপদেশ : গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

সিংহচর্ম জাতক

অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সে সময় বোধিসত্ত্ব এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করতেন। ওখানে এক বণিকের একটি গাধা ছিল। সে গাধার পিঠে পণ্য ও মালামাল নিয়ে বাণিজ্যে যেত।

বণিক একদিন একটি সিংহের চামড়া কুড়িয়ে পেল। বণিকের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি এলো। সে ভাবল, ভালোই হলো। গাধাকে সিংহের চামড়া পরাব। কৃষকের শস্য ক্ষেতে গাধাটিকে ছেড়ে দেব। কৃষকরা দেখে গাধাটিকে সিংহ মনে করবে। ভয়ে তারা কাছে আসবে না। গাধা পেট ভরে খেতে পারবে। গাধার খাবার নিয়ে তার চিন্তা করতে হবে না।

শস্যক্ষেতে ছদ্মবেশী সিংহচর্ম পরিহিত গাধা ও গ্রামবাসী

যে কথা সে কাজ। গাধার খিদে পেলে সে প্রায়ই শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিত। গাধা শস্য খেত। বণিক দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখত। আর খুব মজা পেত। কিন্তু এ দিকে চাষিদের দুঃখের সীমা ছিল না। তাদের ফসল নষ্ট হতে লাগল। তারা সিংহের ভয়ে কাছে আসার সাহস পেত না।

একদিন বণিক একটি গ্রামে এসে পৌঁছাল। নিজের বিশ্রাম ও আহারের জন্য জায়গা ঠিক করল। এদিকে গাধাটিকে চাষিদের শস্যক্ষেতে ছেড়ে দিল। গাধাও মনের আনন্দে শস্য খেতে লাগল। চাষিরা গাধাটিকে সিংহ মনে করল। প্রথমে তারা ক্ষেতের দিকে গেল না। গ্রামবাসী সবাইকে খবর দিল। তারা ক্ষেতের কিছু দূরে জড়ো হলো। সকলে বুদ্ধি করল, তারা সবাই ঢাক-ঢোল বাজাতে লাগল। সবাই মিলে চিৎকার শুরু করে দিল।

শস্য ক্ষেতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গাধা তাড়াচ্ছে

গাধাটি চিৎকার আর শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির। এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। প্রাণের ভয়ে গাধা তখন নিজের সুরে ডাকতে লাগল। গাধার সুর শুনে সবাই অবাক।

বোধিসত্ত্ব তখন সেই গ্রামের অধিবাসী। তিনি শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন–এটি সিংহের ডাক নয়; গাধার সুর।

এরপর সবাই মিলে কি করল জান ? গ্রামের লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এলো। আর গাধাটিকে পিটাতে লাগল। পিটুনি খেয়ে গাধার মরমর অবস্থা। সিংহের চামড়া ছিনিয়ে নিয়ে গাধাটিকে ফেলে রেখে গেল। বণিক গাধার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেল। সে বলল, গাধাটি শব্দ করেই নিজের সর্বনাশ করল।

তা না হলে সে সারাজীবন মনের সুখে শস্য খেতে পারত। বণিকের কথার সঙ্গে সঙ্গেই গাধাটি মারা গেল। বণিক মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেল।

জাতকটি পড়ে তোমরা কী বুঝলে ?

ছলচাতুরি করা ভালো নয়। প্রতারণা করার ফলে বণিক তার গাধাটিকে হারাল। সে নিজেই নিজের সর্বনাশ করল। তোমরা কখনো কাউকে প্রতারণা করবে না। মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। পরের অনিষ্ট করবে না।

উপদেশ : প্রতারণা করার ফল শুভ হয় না।

সুংসুমার জাতক

অনেক দিন আগের কথা। পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার বিশাল শরীরে হাতির মতো বল ছিল। সে যেমন পরাক্রমশালী তেমনি সৌভাগ্যশালী ছিল। গঙ্গা নদীর বাঁকের এক বনে সে থাকত। সে সময় গঙ্গা নদীতে এক কুমির ছিল। কুমিরের বউ বোধিসত্ত্বের বিশাল শরীর দেখে তার হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হলো।

কুমিরের বউ কুমিরকে বলল, আমার বানর রাজের হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হয়েছে। তুমি তার ব্যবস্থা কর। কুমির বলল, সে কি কথা, আমি হলাম জলের জীব, বানর স্থলচর। আমি কী করে তাকে ধরব?

যেভাবে পার ধরে আন। বানরের হৃৎপিণ্ড না পেলে আমি মরে যাব।

কুমির বলল, আচ্ছা, এক উপায় আছে। আমি তোমাকে এনে দেব। কুমির তখন গঙ্গাতীরে বানররাজ বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। গিয়ে বলল, হে বানররাজ, আপনি সব সময় নদীর এই কূলে থেকে এক রকম ফল খেয়ে জীবন নষ্ট করছেন কেন? নদীর অন্য কূলে আম, ডেউয়া প্রভৃতি মধুর ফলের অভাব নেই। সেখানে গিয়ে খেতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না?

বোধিসত্ত্ব বলল, গঙ্গা বিশাল নদী, বিপুল তার জলরাশি। আমি পার হব কেমন করে? কুমির বলল, আপনি যদি ইচ্ছা করেন একটা উপায় আছে। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি। বোধিসত্ত্ব কুমিরের কথা বিশ্বাস করে বলল বেশ, তাহলে যাওয়া যাক।

নদীতে কুমিরের পিঠে বানররাজ

কুমির বলল, আসুন, আমার পিঠে উঠে বসুন।

বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠে চড়ে বসল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কুমির আস্তে আস্তে জলে ডুবতে শুরু করল।

বোধিসত্ত্ব বলল, বন্ধু তুমি আমাকে জলে ডোবাচ্ছ কেন? এ তোমার কেমন ব্যবহার?

কুমির বলল, তুমি ভেবেছ তোমাকে ভালোবেসে তোমার ভালো করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তা কিন্তু নয়, আমার বউয়ের সাধ হয়েছে তোমার হৃৎপিণ্ড খাবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করছি। বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কথাটা খুলে বলে ভালোই করেছ। আমাদের হৃৎপিণ্ড থাকে গাছের ডালে। তা না হলে গাছে গাছে লাফালাফি করার সময় তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই বলে বোধিসত্ত্ব নদীর কূলের ডুমুর গাছের পাকা ফলের থোকা দেখিয়ে বলল, ওই দেখ ডুমুর গাছে আমার হৃৎপিণ্ড ঝুলছে।

গাছের ডালে বানররাজ ও নদীতে হা করে আছে বোকা কুমির

তখন কুমির বলল, দেখ বানররাজ, তুমি যদি তোমার হৃৎপিণ্ড দাও তাহলে আমি তোমাকে মারব না।

বোধিসত্ত্ব বলল, তাহলে তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল। গাছে যে হৃৎপিণ্ড ঝুলছে তা তোমাকে দেব। তখন কুমির বোধিসত্ত্বকে সেই গাছের কাছে নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব এক লাফে সেই গাছের ডালে উঠে বসলেন।

তারপর বলল, বোকা কুমির, তুমি বিশ্বাস করলে যে প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড গাছের ডালে থাকে, তুমি একেবারে মূর্খ। আমি তোমাকে বোকা বানিয়েছি, বুঝতে পারলে তো? তোমার শরীরটি বিশাল কিন্তু সেই তুলনায় বুদ্ধি একটুও নেই।

এই সে নিচের গাথা দুইটি বলল–

১. নদীর ওপারে আছে ফলের বন,
সেই আম, জাম, কাঁঠালের নেই প্রয়োজন।

ডুমুরের এই ফল, এই ভালো মোর,
এই খেয়ে এই কূলে হোক জীবনের ভোর।

২. বিশাল শরীর তব, বুদ্ধি ক্ষীণ অতি
ঠকেছ কুমির তুমি, যথা ইচ্ছা যাও হীনমতি।

হাজার টাকা ক্ষতি হলে মানুষ যেমন দুঃখ পায় কুমিরের সেই অবস্থা হলো। মনের দুঃখ মনে নিয়ে সে ফিরে গেল।

উপদেশ : ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. জাতক কার পূর্বজন্মের কাহিনী?

ক. ব্রহ্মদত্তের খ. আনন্দের
গ. বুদ্ধের ঘ. শুদ্ধোদনের

২. প্রত্যেক জাতকের কয়টি অংশ?

ক. পাঁচটি খ. চারটি
গ. তিনটি ঘ. দুটি

৩. বারাণসীর রাজা কে ছিলেন?

ক. বোধিসত্ত্ব খ. অশোক
গ. বুদ্ধ ঘ. ব্রহ্মদত্ত

৪. সিংহচর্ম জাতকে বোধিসত্ত্ব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. কৃষক　　খ. ব্রাহ্মণ

গ. বণিক　　ঘ. ময়ূর

৫. সুংসুমার জাতকে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন কে?

ক. বুদ্ধ　　খ. বোধিসত্ত্ব

গ. ব্রাহ্মণ　　ঘ. বণিক

৬. বণিক সিংহের চামড়া কাকে পরিয়ে দেন?

ক. গরু　　খ. বানর

গ. হরিণ　　ঘ. গাধা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রতিটি জাতকের কাহিনী অত্যন্ত .... ।

২। জাতকের কাহিনীগুলো যেমন .... তেমন শ্রুতিমধুর।

৩। গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র .... হয়।

৪। নদীর ওপারে আছে .... ।

৫। কাকটিকে সোনার তৈরি .... রাখল।

৬। গাধাটি শব্দ করে নিজের .... করল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. জাতক হলো	১. শুভ হয় না।
২. বাবেরুবাসীরা কাকটিকে দেখে	২. শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিল।
৩. প্রতারণা করার ফল	৩. বুদ্ধের উপদেশমূলক কাহিনী।
৪. গাধাটিকে চাষিদের	৪. বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।
৫. কুমির তখন গঙ্গাতীরে	৫. কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করল।
	৬. বুদ্ধি একটুও নেই।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. জাতক শব্দের অর্থ কী?
২. জাতকের কয়টি অংশ ও কী কী?
৩. জাতকে কয়টি কাহিনী আছে?
৪. বণিকের কাছ থেকে বাবেরুবাসীরা কী কী পাখি কিনেছিল?
৫. জাতকের কাহিনী পড়ে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।
২. সিংহচর্ম পরিহিত গাধাটি কীভাবে মারা গেল?
৩. সুংসুমার জাতকে বানর কুমিরের পিঠে চড়েও কীভাবে রক্ষা পেল?
৪. সিংহচর্ম জাতকের বিষয়বস্তু লিখ।
৫. বাবেরু জাতকের সারমর্ম লিখ।

নবম অধ্যায়

জাতক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ 'জাতক' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৯.২ জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯.৩ তিনটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৯.৪ জাতক কাহিনীগুলোর উপদেশ মেনে চলতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ 'জাতক' কী তা বলতে পারবে।
৯.১.২ জাতকের কয়টি অংশ ও কী কী উল্লেখ করতে পারবে।
৯.২.১ জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯.৩.১ জাতকগুলোর উপদেশ বলতে পারবে।
৯.৪.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৯.৪.২ জাতকের উপদেশ অনুসরণে জীবন গঠন করতে পারবে।
৯.৪.৩ জাতকের গুরুত্ব বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

শিক্ষকের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

এ অধ্যায়ে মোট তিনটি জাতক কাহিনী ছয়টি পিরিয়ডে করা হয়েছে। যেমন- বাবেরু জাতক, সিংহচর্ম জাতক ও সুংসুমার জাতক। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের আদর্শ জীবন গঠন ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই জাতক কাহিনী পাঠের উদ্দেশ্য। জাতক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহজ সরলভাবে গল্প বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সত্যবাদী, বিনয়ী ও ভালো কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য উৎসাহিত করুন। পাঠ্যপুস্তকে তিনটি জাতকের কাহিনী ও উপদেশসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৪৬
বিষয়বস্তু : 'জাতক' শব্দের .... মোকাবিলা করতে হয়।

৯.১.১ 'জাতক' কী তা বলতে পারবে।
৯.১.২ জাতকের কয়টি অংশ ও কী কী উল্লেখ করতে পারবে।
৯.৪.৩ জাতকের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : গৌতম বুদ্ধের ছবি ও ফ্ল্যাস কার্ড। / প্রাসঙ্গিক চিত্র বা মডেল। / সম্ভব হলে ভিডিও দৃশ্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক একটি গল্প বলবেন।
* গল্প বলা ও শোনার উপকারিতা বলবেন।
* জাতক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন।
* শিক্ষক প্রশ্ন করবেন।
- বুদ্ধের জীবন কাহিনী অবশ্যই শুনেছ, বল তো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীকে কী বলে?
- শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ উত্তর দেবে জাতক।
* এ অধ্যায়ে জাতক কী, জাতকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
* শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে পাঠটি নিজে পড়ে শোনাবেন।
* পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :
- জাতক কাকে বলে?
- জাতক পাঠে কী উপকার হয়।
- জাতক কার জীবন কাহিনী?
* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
* যেসব শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে না, তাদের নিরাময় দিবেন।
* বন্ধুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতক বা গল্প কাহিনী বলতে বলবেন।
* জাতক বিষয়ে পূর্বের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জানবেন।
* শিক্ষার্থী কেউ কেউ গল্প বলতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন।
* পুনঃ পুনঃ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন :
- গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব রূপে কয়বার জন্মগ্রহণ করেন?
- জাতকের কয়টি অংশ?
- এ অধ্যায়ে কয়টি জাতক পাঠ্য আছে? কী কী?
* শিক্ষক জাতকের উপদেশ ও নীতি শিক্ষাগুলো ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।
- গুণি ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়। (ব্যাখ্যা করে)
- ধৈর্য্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়। (ব্যাখ্যা করে)

পরিকল্পিত কাজ

* জাতক পাঠের মাধ্যমে কী কী শিক্ষা লাভ করা যায় তালিকা তৈরি কর।
* জাতকের তিনটি অংশ কী কী খাতায় লিখ।
* জাতকের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ একটি গল্প বল।

মূল্যায়ন

* শিক্ষক একক বা দলীয় কাজের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম-বৃত্তান্তকে .... বলা হয়।
২. জাতকের সমস্ত কথাই .... ।
৩. জাতক পাঠে .... ভালো-মন্দ জানার শক্তি জাগায়।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. জাতক সাহিত্যে কয়টি জাতক কাহিনী আছে?
২. প্রতারণা করার ফল কী হয় না।
৩. জাতক কার পূর্ব জন্মের কাহিনী?
৪. প্রত্যেক জাতকের কয়টি অংশ?
৫. জাতক পাঠে কী কী জানা যায়?

পাঠ : ২   পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৯

বিষয়বস্তু : ('বারেরু জাতক) অনেক দিন আগের .... সর্বত্র পূজিত হয়।'

শিখনফল

৯.১.২ জাতকের কয়টি অংশ ও কী কী উল্লেখ করতে পারবে।
৯.৩.১ কয়েকটি জাতক কাহিনী বলতে পারবে।
৯.৪.১ জাতকগুলোর উপদেশ বলতে পারবে।
৯.৪.৩ জাতকের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ : বারেরু জাতকে প্রদত্ত রঙিন ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের গল্প রসিক হিসাবে জাতকের কথা বলবেন।
* পাঠদানের পূর্বে বিভিন্ন পশু-পাখির উপকারের কথা বলবেন।
* পশু-পাখি নাম কি বা চিনে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন।
* ঐতিহাসিক জাতক পাঠ করে বণিক এবং কাক ও ময়ূর বিষয়ে বলবেন।
* শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের ছবি প্রদর্শন করবেন।
* শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বর্ণিত জাতকটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে শিক্ষকের পাঠ শুনবে।
* পাঠে মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল কি না জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন।

- ময়ূরের দেহ ও পালক কোন বর্ণের ছিল?
- বারাণসীর পাশে কোন গ্রাম ছিল?

- বাবেরুবাসী কী কী পাখি কিনে ছিল?
- বাবেরুবাসী কাকটি কত দিয়ে কিনেছিল?
- ময়ূরটা হাততালি দিলে কীভাবে নাচত?

* শিক্ষার্থীরা গ্রন্থ সহায়তার প্রশ্নগুলোর সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

জাতকের গল্প থেকে কী কী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছ তার একটি বর্ণনা দাও।
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে বলতে বলবেন।

মূল্যায়ন

শিখনফল ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা শূন্যস্থান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. নৌকায় একটি দিক নির্ণয়কারী .... ছিল।
২. কাকটি সোনার তৈরি .... রাখল।
৩. গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র .... হয়।
৪. তারা অনেক দরাদরির পর এক হাজার টাকায় .... কিনেনিল।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. বারাণসীর রাজা কে ছিলেন।
২. বাবেরুবাসী কাককে কী কী খেতে দিত?
৩. সুন্দর ময়ূরটি কেনার পর কারা খুবই খুশি?

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা : ৪৯-৫১**

বিষয়বস্তু : ‘(সিংহচর্ম জাতক) অতীতকালে বারাণসীর .... শুভ হয় না।’

শিখনফল

৯.৩.১ জাতকের উপদেশ বলতে পারবে।
৯.৪.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

উপকরণ : সিংহচর্ম জাতকে প্রদত্ত রঙিন ছবি। (পাঠ্য পুস্তকের ছবি)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বলবেন।
* পূর্বের জাতক (বাবেরু) পাঠ বিষয়ে ভালো লাগার কথা জিজ্ঞাস করবেন।
* বতর্মান পাঠ সিংহচর্ম জাতক নামটি অবহিত করবেন।
* শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত অংশটুকু সুন্দর করে পড়ে শোনাবেন।
* পাঠ্যপুস্তকের রঙিন ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করবেন।
* কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।
- বোধিসত্ত্ব কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
- বোধিসত্ত্ব কীভাবে জীবন ধারণ করতেন?
- গাধাকে কিসের চামড়া পরানো হয়?
- চাষিরা গাধাটিকে কী মনে করল।
* শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।
* ছবি দেখে কে কি করছে এবং কেমন লাগছে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
* পাঠ শেষে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন :
- গাধা কী করছে?
- গাধার সুর কে বুঝতে পারল?
* উত্তরদানে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
* ভালো কাজ ও খারাপ কাজ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
* শিক্ষক জাতকটির সারসংক্ষেপ কাহিনী সহজ ভাষায় গল্পাকারে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের প্রতারণামূলক কাজ না করার জন্য উপদেশ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* প্রত্যেক শিক্ষার্থী জাতকের মতো ছোট একটি গল্প খাতায় লিখবে ও পড়ে সকলকে শোনাবে।

মূল্যায়ন

* দলীয় কাজ বা কাসের পাঠের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।
* পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্নের শিখন অর্জিত ফল মূল্যায়ন করবেন।
* বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন। ভালো হলে সবার উপস্থিতিতে প্রশংসা করবেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. সিংহচর্ম পরিহিত গাধাটি কীভাবে মারা গেল?
২. প্রতারণা করার পরিণতি কী?
৩. প্রাণের ভয়ে গাধাটি কী করল?

পাঠ : ৬   পৃষ্ঠা : ৫১-৫২

বিষয়বস্তু: '(সুংসুমার জাতক) অনেক দিন আগের ....আমার হৃৎপিণ্ড ঝুলছে।'

শিখনফল

৯.৩.১ কয়েকটি জাতক কাহিনী বলতে পারবে।
৯.৪.১ জাতকের উপদেশ বলতে পারবে।

উপকরণ : সুংসুমার জাতকের প্রদত্ত রঙিন ছবি। (স্লাইড)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশল জানবেন।
- শিক্ষক সুংসুমার জাতক সম্পর্কে বলব।
* শিক্ষক পাঠটি সহজ সরল ও শ্রুতিমধুর করে পাঠ করে শোনাবেন।
* মনোযোগ আকর্ষণ করতে মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :
- বোধিসত্ত্ব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন?
- গঙ্গা নদীতে কী ছিল?
- কার হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হলো?
- কুমিরের পিঠে কে লাফিয়ে উঠল?
* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর দিলে প্রশংসা করবেন?

মূল্যায়ন

* মূল্যায়নের জন্য পাঠের ভিত্তিতে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন।

নমুনা প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. .... কুমিরের পিঠে চরে বসল।
২. .... হৃৎপিণ্ড না পেলে আমি মরে যাব।
৩. সে সময় গঙ্গা নদীতে এক .... ছিল।
৪. হৃৎপিণ্ড থাকে .... ডালে।
৫. কুমির তখন গঙ্গাতীরে বানররাজ .... কাছে গেল।

খ. সুংসুমার জাতকে বানর কুমিরের পিঠে চড়ে কীভাবে রক্ষা পেল?

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৪

বিষয়বস্তু : 'তখন কুমির বলল .... মোকাবিলা করতে হয়।'

শিখনফল

৯.৪.১ জাতকের উপদেশ বলতে পারবে।
৯.৪.২ জাতকের উপদেশ অনুসরণে জীবন গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : সুংসুমার জাতকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র এবং অনুরূপ বড় মডেল ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
* জাতকের কাহিনী গল্পের মতো করে বলবেন।
* শিক্ষার্থীরা সহজভাবে গল্পের সাথে মতামত দেবে।
* শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে।
* গল্প সংক্ষেপে শেষ করে শিক্ষক পাঠের মূল অংশ পাঠ করে শোনাবেন।
* জাতক পাঠের উদ্ধৃত অংশ শেষ করে জাতক বিষয়ে অভিমত জানবেন।
  - এ জাতকের উপদেশ কী?
  - তোমাদের কী করা উচিত?
* শিক্ষার্থীরা নিজের মতো করে উত্তর দেবে। উত্তর দিতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।
* মানুষের ধৈর্য্য শক্তি ও বুদ্ধির সুফল বিষয়ে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* সুংসুমার জাতকটির উপদেশটি সুন্দর করে পাঁচবার লিখবে।

মূল্যায়ন

তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১. নদীর ওপারে কি আছে?
২. কুমির গঙ্গাতীরে কার কাছে গেলেন?
৩. বানররাজ বোধিসত্ত্ব কার পিঠে চড়ে বসল?
৪. হৃৎপিণ্ড গাছের ডালে থাকে এ কথা কে বলেছিল?
৫. ধৈর্য্য ও বুদ্ধি দিয়ে কী মোকাবিলা করতে হয়?

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৫৪-৫৬

বিষয়বস্তু : 'অধ্যায়ের সমগ্র পাঠের অনুশীলনীর প্রশ্নমালা পর্যালোচনা।'

শিখনফল

৯.৩.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

৯.৪.১ জাতকের উপদেশ অনুসরণে জীবন গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : এ অধ্যায়ে প্রদত্ত জাতকের সকল রঙিন চিত্র/ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণি পাঠের বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।
* এ অধ্যায়ে কোন কোন জাতক পাঠ করেছি সে সম্পর্কে বলবেন।
- শিক্ষার্থী উত্তর দিবেন... বাবেরু জাতক, সিংহচর্ম জাতক ও সুংসুমার জাতক।
- বলতে না পারলে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গল্প বলার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- প্রত্যেক জাতকের কয়টি অংশ?
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবন গঠনের জন্য পরামর্শ দিবেন।

পরিকল্পিত কাজ

অধ্যায়ের প্রতিটি উপদেশ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন

অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি ছাড়াও বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. প্রতিটি জাতকের কাহিনী অত্যন্ত ....।
২. জাতকের কাহিনীগুলো যেমন .... তেমন শ্রুতিমধুর।
৩. গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র .... হয়।
৪. নদীর ওপারে আছে ....।
৫. কাকটিকে সোনার তৈরি .... রাখল।
৬. গাধাটি শব্দ করে নিজের .... করল।

দশম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী তোমরা জান?

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। বৌদ্ধদেরও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব আছে। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ বিশেষ পূর্ণিমাতে পালিত হয়। এ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বুদ্ধ জীবনের নানা ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন পূর্ণিমায় উদযাপিত হয়। এ জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে রয়েছে পূর্ণিমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টমী-অমাবস্যাতেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন করা হয় জান?

বুদ্ধের আদর্শকে স্মরণ করার জন্যই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এ জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি। পূর্ণিমার গুরুত্বও বেশি। তাই বৌদ্ধ পূর্ণিমাগুলো যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে উদযাপন করা হয়।

তোমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাবে। অংশগ্রহণ করবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং অংশগ্রহণ করা পুণ্যময় কাজ। এতে মনে প্রীতিভাব আসে।

বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো। যেমন–বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি।

এখানে চারটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

বুদ্ধ পূর্ণিমা

বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা। এর অপর নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। একই পূর্ণিমাতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর মহাপরিনির্বাণও একই পূর্ণিমা তিথিতে হয়েছিল। অতি আশ্চর্য যে, বুদ্ধ জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল। তাই এটি বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

এদিন বৌদ্ধরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা উৎসব আয়োজনে মেতে থাকে। সকলে নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে।

সকালে বুদ্ধ পূজা দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন বস্তু সহ সংঘদান করা হয়। গৃহীরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করে। বিকেলে ধর্মসভা হয়। এতে বুদ্ধের জীবনী ও বাণীসমূহ আলোচনা করা হয়।

সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়। রাতে বুদ্ধ কীর্তন বা ধর্মীয় গানের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন সরকারি ছুটির দিন। তাই স্কুল-কলেজ ও অফিস আদালত বন্ধ থাকে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে জন্ম নেন। এ পূর্ণিমাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন একই পূর্ণিমা তিথিতে। ভিক্ষুগণ এ পূর্ণিমাতে বর্ষাবাস গ্রহণ করেন। তাঁরা তিন মাস ধ্যানচর্চায় নিবিষ্ট থাকেন।

এতে গৃহীরা অষ্টশীল ও উপোসথ পালন করেন। 'উপোসথ' বৌদ্ধ ধর্মে একটি পুণ্যময় ব্রত। এর অর্থ উপবাস। উপোসথ গ্রহণ করলে দুপুর বারোটার পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত পানীয় ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা যায় না।

বুদ্ধ এ দিন ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। 'ঋদ্ধি' অর্থ অলৌকিক শক্তি। তিনি এ পূর্ণিমাতে তাবতিংস স্বর্গে যান। সেখানে তাঁর মাকে ধর্মোদেশ দেন। এ জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা সকল বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র।

প্রবারণা পূর্ণিমা

এটি বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় তিথি। এ দিনেই ভিক্ষুগণ তিন মাসের বর্ষাবাস ব্রত ভঙ্গ করেন।

আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। এদিন ছোট-বড় সকলেই বিহারে যায়। নতুন কাপড় পরিধান করে। বুদ্ধ পূজা দেওয়া হয়। নানা ধরনের ফুল ও ফল নিয়ে বিহারে যেতে আনন্দ পায়। শত্রু-মিত্র সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। ঐদিন সকলে পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্রহণ করে। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও মৈত্রীভাব পোষণ করা হয়।

প্রবারণা পূর্ণিমায় ছোট-বড় সকলে মিলে ফানুস ওড়াচ্ছে

সেদিন বিহার ও গ্রাম নানা বর্ণ ও আয়োজনে সাজানো হয়। সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয়।

বিহারের চারপাশে নানা আয়োজনে মেলা বসে। বিহার প্রাঙ্গণে ফানুস উড়ানো হয়। এসব দেখে মন আনন্দে নেচে ওঠে। অনেক পুণ্য অর্জিত হয়।

মাঘী পূর্ণিমা

এটি একটি পুণ্যময় তিথি। এ পূর্ণিমা একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে বেদনার। বুদ্ধ এ দিনে তাঁর মহাপরিনির্বাণ দিবস ঘোষণা করেন।

তখন তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ তাঁর একান্ত সেবক আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বলেছিলেন– হে আনন্দ! আমার আয়ু শেষ হবে। আমি পরিনির্বাণ লাভ করব। তোমরা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন কর।

বুদ্ধের অন্তিম বাণী শ্রবণরত ভিক্ষুসঙ্ঘ

বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাঁর শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন। বলে ছিলেন– নিজেই নিজের জ্ঞান লাভ কর। আত্মশক্তি অর্জন কর। মুক্তির পথে অগ্রসর হও।

আমি জগতে নেই, তোমরা এরূপ মনে কর না। আমার ধর্মবাণীই তোমাদের পথ দেখাবে। নিজে শুধু পরিশুদ্ধ থাকবে। সতত কল্যাণ ধর্ম প্রচার করবে।

এ দিন বৌদ্ধরা বিহারে গেলেও অধিক আড়ম্বর করেন না। তাঁরা অনিত্য চিন্তা করেন। ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে স্মরণ করেন।

মাঘী পূর্ণিমায় বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও স্থানে মেলা বসে। যেমন– পটিয়ার ঠেগরপুণিতে, রামুর রামকোটে, বিনাজুরি শ্মশান বিহারে মেলা উপলক্ষে উৎসব হয়। অনেক লোকের সমাগম হয়।

তোমরা পূর্ণিমাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করবে।

প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূর্ণিমাতে অংশগ্রহণ করবে। সেদিন উপোসথ পালন করবে। পূজা ও দান দেবে। ধর্ম সভায় যোগ দেবে। একাগ্র মনে ধর্ম শ্রবণ করবে।

এর উপকারিতা কী জান?

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মেলামেশার সুযোগ হয়। অন্যান্যদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। এতে মন বড় হয়, সুন্দর হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। সকলের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতিভাব জাগ্রত হয়। সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। পুণ্য অর্জিত হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত কখন পালিত হয়?

ক. অনুষ্ঠানে খ. পূর্ণিমাতে
গ. জন্মদিনে ঘ. কর্মদিবসে

২. কোন পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়?

ক. বৈশাখী পূর্ণিমা খ. কার্তিক পূর্ণিমা
গ. প্রবারণা পূর্ণিমা ঘ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

৩. ভিক্ষুদের বর্ষাবাস কখন আরম্ভ হয়?

ক. মাঘী পূর্ণিমা খ. জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা ঘ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

৪. উপোসথ একটি –

ক. শ্রদ্ধাময় ব্রত খ. কর্মময় ব্রত
গ. পুণ্যময় ব্রত ঘ. ধর্মময় ব্রত

৫. বুদ্ধ কোন পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন?

ক. ভাদ্র পূর্ণিমা খ. প্রবারণা পূর্ণিমা
গ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা ঘ. পৌষ পূর্ণিমা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। অষ্টমী অমাবস্যাতেও .... অনুষ্ঠান হয়।
২। বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ও .... পূর্ণিমা।
৩। তখন তিনি বৈশালীর .... অবস্থান করছিলেন।
৪। মাঘী পূর্ণিমায় বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও স্থানে .... বসে।
৫। একাগ্র মনে .... শ্রবণ করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. প্রত্যেক ধর্মে	১. বুদ্ধকে স্মরণ করবে।
২. বুদ্ধ জীবনের প্রধান তিনটি	২. তাবতিংস স্বর্গে যান।
৩. সন্ধ্যায় সমবেত	৩. ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে।
৪. ভক্তিসহকারে	৪. প্রার্থনা করা হয়।
৫. তিনি এ পূর্ণিমাতে	৫. ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল।
	৬. সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান কাকে বলে?
২. ফানুস কখন ওড়ানো হয়?
৩. ‘উপোসথ’ শব্দের অর্থ কী?
৪. মাঘী পূর্ণিমায় বুদ্ধ সেবক আনন্দকে কী বলেছিলেন?
৫. আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভিক্ষুগণ কী করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৩. প্রবারণা উৎসবের বর্ণনা দাও।
৪. তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লিখে যে কোনো একটির বর্ণনা দাও।
৫. মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

*

দশম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২ কোন কোন পূর্ণিমায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয় তা বলতে পারবে।

১০.৩ বৌদ্ধদের চারটি পূর্ণিমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবে।

১০.৪ পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে জ্ঞাতি গোত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলা মেশার সুযোগ লাভে আগ্রহী হতে পারবে।

শিখনফল

১০.১.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী তা বলতে পারবে।

১০.১.২ কয়েকটি বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।

১০.২.১ কোন পূর্ণিমা কীজন্য পালিত হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।

১০.৩.১ চারটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে।

১০.৪.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে।

১০.৪.২ জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে কুশল বিনিময় করতে পারবে।

১০.৪.৩ স্বজন-পরিজনদের সঙ্গে প্রীতিবোধ জাগ্রত করার শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা : ৫৭**

বিষয়বস্তু : ‘ধর্মীয় অনুষ্ঠান .... সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।’

শিখনফল

১০.১.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী বলতে পারবে।

১০.১.২ কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।

১০.২.১ কোন পূর্ণিমা অনুষ্ঠানগুলো কী জন্য পালিত হয় তা বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরবেন।
* ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিথির সম্পর্ক রয়েছে, তার ব্যাখ্যা করবেন।
* বৌদ্ধ মতে অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে তিথি বলে- এ সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

* শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ পড়ে শোনাবেন।
* কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূর্ণিমার নাম বলে দেবেন।
* পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী জন্য পালিত হয় বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন।
* শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন।
* সঠিক উত্তর প্রদান করতে উৎসাহিত করবেন।

মূল্যায়ন :

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্য কী, কখন উদ্‌যাপিত হয়?
- কয়েকটি পূর্ণিমার নাম বল?
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কোন মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়?
- তোমরা অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে কোথায় যাবে? কেন যাবে?

খ. শূন্যস্থান পূরণ

১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মের একটি .... অংশ।
২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন .... উদ্‌যাপিত হয়।
৩. বুদ্ধের .... স্মরণ করার জন্যই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়।
৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং .... করা পুণ্যময় কাজ।

পরিকল্পিত কাজ

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে তার অভিজ্ঞতা পাঁচটি বাক্যে লিখবে।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৫৮

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ পূর্ণিমা ....আদালত বন্ধ থাকে।'

শিখনফল

০.২.১ কোন পূর্ণিমা কী জন্য পালিত হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।
১০.৩.১ চারটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে। (বুদ্ধ পূর্ণিমা)

উপকরণ : পোস্টার পেপার/ভিডিও চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* বুদ্ধ পূর্ণিমা অংশটি প্রথমে একবার পড়ে দেবেন।
* মনোযোগের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে শুনতে বলবেন।
* 'বুদ্ধত্বলাভ' ও 'মহাপরিনির্বাণ' শব্দ দুইটির ব্যাখ্যা দেবেন।
  যেমন- কোন পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থের জন্ম হয় ?
* বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোনটি ?
* শিক্ষর্থীরা যদি উত্তর দিতে না পারে তাহলে বলে দেবেন।
* প্রয়োজনবোধে আবার জিজ্ঞাসা করবেন।
* যদি সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে পাঠটি তারা আয়ত্ত করতে পেরেছে।
* এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

তোমার দেখা একটি বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লিখে আনবে। (দলীয় কাজ)

মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন-

– কোন পূর্ণিমাকে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়?
– কেন বলা হয়?
– এর অপর নাম কী?
– এ পূর্ণিমার তিনটি প্রধান ঘটনা বৈশিষ্ট্য কী কী?
– বুদ্ধ পূর্ণিমায় কার জীবনী ও বাণী আলোচনা করা হয়?
– কোন পূর্ণিমাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে?

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১. এ পূর্ণিমা তিথিতেই	১. বৈশাখী পূর্ণিমা।
২. এর অপর নাম	২. প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান।
৩. এটি বৌদ্ধদের	৩. সিদ্ধার্থের জন্ম হয়।
৪. সকলে নতুন	৪. সমবেত প্রার্থনা করা হয়।
৫. সন্ধ্যায়	৫. জামা কাপড় পরিধান করে।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৫৮

বিষয়বস্তু : 'আষাঢ়ী পূর্ণিমা .... বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র।'

শিখনফল

১০.২.১ কোন পূর্ণিমা কী জন্য পালিত হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।
১০.৩.১ চারটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে। (আষাঢ়ী পূর্ণিমা)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* এ পাঠ পড়ানোর আগে শিক্ষক বুদ্ধ পূর্ণিমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পাঠে যাবেন।
* শিক্ষক আষাঢ়ী পূর্ণিমার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বলবেন।
* প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো তুলে ধরবেন এবং বোঝাবেন।
* বর্ষাবাস কী? কেন তিনমাস ধ্যানচর্চা করতে হয়? এর মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।
* পাঠের কতিপয় অর্থপূর্ণ শব্দ বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- গৃহত্যাগ, সারনাথ, অষ্টশীল, উপোসথ, পুণ্যময় ব্রত, ঋদ্ধি প্রদর্শন, তাবতিংস স্বর্গ প্রভৃতি।
* শব্দগুলো ব্যাখ্যার সাথে সাথে সাধনার গুণ, নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও সদ প্রচেষ্টা, কঠোর ধ্যান ও ব্রত পরায়ণতা শব্দগুলোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন।
* শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ শিক্ষার পাশাপাশি ঐ সকল মানবিক ও সুন্দর জীবন গঠনের নৈতিক গুণও অর্জন করতে পারে- সে দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ পড়াবেন।
* মাঝে মাঝে দুই-একটি প্রশ্ন করে শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে- তা যাচাই করবেন। যেমন –

– কোন পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে জন্ম নেন?
– কোন পূর্ণিমায় তিনি গৃহত্যাগ করেন?
– এ পূর্ণিমায় ভিক্ষুগণ কী গ্রহণ করেন?
– 'উপোসথ' শব্দের অর্থ কী?

* মাঝে মাঝে এ ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের লিখে দিতে বলবেন।
* এতে লেখা এবং জানা উভয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে পারবে।
* শিক্ষক পাঠটির সামগ্রিক বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নানাভাবে প্রশ্ন আদায় করবেন।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক.

১. আষাঢ়ী পূর্ণিমার বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো কী কী?
২. ভিক্ষুগণ কয়মাসের জন্য বর্ষাবাস গ্রহণ করেন?
৩. 'উপবাস' থেকে কোন শব্দটি এসেছে?
৪. বুদ্ধ তাঁর মাকে কোথায় গিয়ে ধর্ম দেশনা দেন? কোন পূর্ণিমায়?

খ. ব্যাখ্যা

উপোসথ : এ শব্দটি 'উপবসথ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো গুরুর নিকটে বসে ধর্মচর্চা করা। এর অন্য অর্থ হলো উপবাস। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও উপাসক-উপাসিকাগণ উপোসথ গ্রহণ করেন।

বর্ষাবাস : বর্ষায় বসবাস করে বলে তাকে 'বর্ষাবাস' বলে। বৌদ্ধ মতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা এই তিনমাস বর্ষাবাস। একে ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস বলে। ভিক্ষুগণ এই তিনমাস ব্রত গ্রহণ করেন। ধ্যানচর্চা করেন। গৃহীরা উপোসথ পালন করেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. আষাঢ়ী পূর্ণিমা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৫৯

প্রবারণা পূর্ণিমা

বিষয়বস্তু : 'এটি বৌদ্ধদের দ্বিতীয় .... পুণ্য অর্জিত হয়।'

শিখনফল :

১০.২.১ কোন পূর্ণিমা কী জন্য পালিত হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।
১০.৩.১ চারটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে। (প্রবারণা পূর্ণিমা)
১০.৪.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
* শিক্ষক বলবেন- গত মাসে তোমরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা সম্পর্কে জেনেছ।
* আজকের পাঠে 'প্রবারণা পূর্ণিমা' সম্পর্কে জানবে।
* এটি কী রকম তিথি বল তো?
* পাঠটি ভালো করে পড়বেন শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।
* পূর্ণিমার তাৎপর্য ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।
* তাই পাঠটি মনোযোগ দিয়ে এক এক করে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* শিক্ষক বলবেন- এ পূর্ণিমায় তোমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে যাবে। আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে।
* তারপর কয়েকটি প্রশ্ন করবেন; যেমন
– বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
– আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম কী?
– কোন পূর্ণিমায় সূর্যাস্তের পর ফানুস ওড়ানো হয়?
* যারা উত্তর দিতে পারবে তাদের প্রশংসা করুন।

* প্রশংসা করলে অন্যরাও খুশি হবে এবং উত্তর দিতে আগ্রহী হবে।
* সকলে উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। সাহস পাবে।
* যদি কেউ না পারে তাহলে তাকে বলে দেবেন। তাকে রূঢ় আচরণ করবেন না।
* শিক্ষার্থীরা যেন পাঠে আগ্রহ না হারায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
* যতটুকু পারেন আদর ও স্নেহ দিয়ে পড়াবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. কোনটি বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব?

২. এ পূর্ণিমায় ভিক্ষুরা কী করেন?

৩. ঐ দিন শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি কী পোষণ করা হয়?

ভিক্ষুরা প্রবারণা পূর্ণিমার দিন কী কী করা হয় তা তুলে ধর। (দলগতভাবে)

পরিকল্পিত কাজ

* তোমার দেখা ফানুস ওড়ানোর দৃশ্যের বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম ....।

২. .... সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়।

৩. সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও .... পোষণ করা হয়।

৪. বিহারে .... ওড়ানো হয়

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৫৯-৬১

বিষয়বস্তু : 'এটি একটি পুণ্যময় .... পুণ্য অর্জিত হয়।'

শিখনফল

১০.২.১ কোন পূর্ণিমা কী জন্য পালিত হয় তা উল্লেখ করতে পারবে।

১০.৩.১ চারটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে। (মাঘী পূর্ণিমা)

১০.৪.১ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* এ পাঠ শুরুর আগে পূর্ববর্তী পাঠগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
* এ অধ্যায়ে কোন কোন পাঠে কী কী বিষয় ছিল এবং কোন কোন পূর্ণিমা সম্পর্কে পূর্বপাঠে আলোচনা করা হয়েছিল এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলবেন।

* তারপর নির্ধারিত পাঠটি একবার ভালো করে পড়ে শোনাবেন।
* পাঠের পূর্বে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন।
* এ পাঠে মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবেন এবং মহাপরিনির্বাণ দিবসের ঘটনাগুলো তুলে ধরবেন।
* এছাড়া বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তার মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।
* এটিই বুদ্ধের অন্তিম বাণী বা শেষ বাণী। এ বাণী বলেই বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।
* পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফলগুলো তুলে ধরবেন। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহবোধ করবে।
* শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। যেমন–

– মাঘী পূর্ণিমার একটি বিশেষ ঘটনা কী বল দেখি?
– বুদ্ধের শেষ বাণীটি কী ছিল?
– মাঘী পূর্ণিমায় কোথায় কোথায় মেলা বসে তার নামগুলো বল।
– ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়?
– ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দুইটি উপকারিতার কথা বল- দেখি।

* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলে তাদের প্রশংসা করবেন। উৎসাহ দেবেন।
* উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।
* তাদের ওপর কোনোভাবেই রাগ করবেন না।
* বিনয় ও সুন্দর আচরণে উদ্বুদ্ধ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের উপকারিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

মূল্যায়ন

ক. নমুনা

১. মাঘী পূর্ণিমায় বুদ্ধ কী এবং কোথায় করেছিলেন?
২. মহাপরিনির্বাণের পূর্বে শিষ্য আনন্দ স্থবিরকে প্রদত্ত বুদ্ধের অন্তিম বাণীটি লেখ।
৩. এ বাণী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই – পাঁচটি কাজ লিখ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. এ পূর্ণিমা একদিকে আনন্দের	১. আমার আয়ু শেষ।
২. হে আনন্দ	২. ও প্রীতিভাব জাগ্রত হয়।
৩. আত্মশক্তি	৩. অর্জন করে।
৪. নিজে শুধু	৪. পরিশুদ্ধ থাকবে।
৫. একাগ্র মনে	৫. অন্যদিকে বেদনার।
৬. অন্যদের সাথে কুশল	৬. ধর্মশ্রবণ করবে।
৭. সকলের প্রতি মৈত্রী	৭. ও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

ঘ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এটি একটি .... তিথি।
২. আমি .... লাভ করব।
৩. নিজেই নিজের .... লাভ কর।
৪. সতত .... ধর্মপ্রচার করবে।
৫. মাঘী পূর্ণিমা বিভিন্ন স্থানের .... বলে।

ব্যাখ্যা

ঠেগরপুনি – একটি বৌদ্ধ বিহারের নাম। এটি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত ঠেগরপুনি গ্রামে অবস্থিত। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় অনেক বড় মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক মেলায় আসে।

রামকোট – এটি অত্যন্ত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। কক্সবাজার জেলার রামু থানার অন্তর্গত অবস্থিত। এখানে একটি ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। এটি বর্তমানে একটি বৌদ্ধ তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান।

মহাপরিনির্বাণ, চাপাল চৈত্য, বৈশালী, আত্মশক্তি, পরিশুদ্ধ, উপোসথ ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়

তীর্থস্থান

তীর্থস্থান হলো পবিত্র স্থান। এ স্থানগুলো পুণ্য তীর্থ হিসাবে পূজিত। পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রচার করেছেন নিজ নিজ ধর্মমত। বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতি। পুণ্যার্থীদের কাছে এসব স্থান পরম পবিত্র তীর্থভূমি। এ সকল পবিত্র স্থানকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– তীর্থস্থান ও মহাতীর্থ।

তীর্থ

বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানগুলোকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন–বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, তক্ষশিলা, রাজগৃহ, সারনাথ, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, নালন্দা প্রভৃতি। বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্য-প্রশিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য ও স্তূপ নির্মিত হয়েছে। এসব স্থানকে বলা হয় তীর্থ।

মহাতীর্থ

গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানকে মহাতীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের জন্ম, বোধিজ্ঞান লাভ, ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ–এ চারটি ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব ঘটনাগুলো যেসব জায়গায় ঘটেছিল সেগুলোই মহাতীর্থ। বৌদ্ধধর্মে লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর– এ চারটিকে মহাতীর্থ বলা হয়।

তোমরা বড় হলে সুযোগ পেলে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে তীর্থস্থান দর্শন করবে। তীর্থস্থান দর্শন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। তীর্থস্থান দর্শন সকলের জন্য অতি পবিত্র ও পুণ্যময় কাজ। বৌদ্ধতীর্থের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান হলো–নালন্দা, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর, রামকোট, মহামুনি, চক্রশালা প্রভৃতি।

এবার তোমরা বৌদ্ধ মহাতীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে পারবে।

লুম্বিনী

লুম্বিনী রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান। এ জন্য লুম্বিনী বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। লুম্বিনী নেপালের পারিয়া গ্রামে রুম্মিনদেই নামক স্থানে অবস্থিত। রানি মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাবার সময় লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। বহু বছর পর মহামতি সম্রাট অশোক এ পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসেন। এখানে তিনি একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এটি অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত। এ স্তম্ভে সিদ্ধার্থের জন্মকথা ও ঘটনা লেখা আছে। অশোক স্তম্ভের পূর্বপাশে লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই বিহার। এখানে একটি ছোট চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ আছে।

লুম্বিনী চৈত্য ও অশোক স্তম্ভ

বর্তমানে লুম্বিনীতে থাইল্যান্ড ও অন্যান্য বৌদ্ধদেশ চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করেছে। এগুলো দেখতে অত্যন্ত মনোরম। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের বহু তীর্থযাত্রী এ মহাতীর্থ দর্শন করতে আসেন।

বুদ্ধগয়া

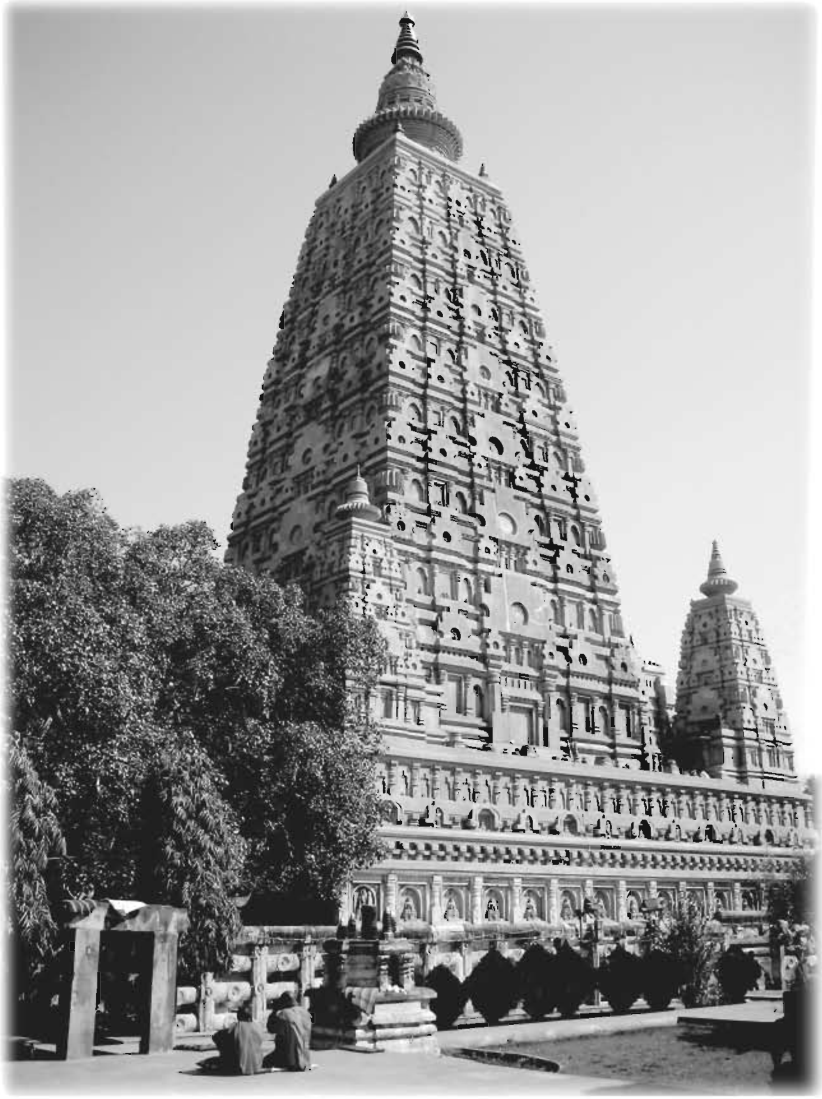

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থের অন্যতম। এটি ভারতের বিহার প্রদেশের অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম উরুবিল্ব গ্রাম। গয়া শহরের নিকটবর্তী ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত। সিদ্ধার্থ গৌতম বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধগয়া বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিমূলে একটি আসন আছে। এ আসনটি একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত। সম্রাট অশোক বুদ্ধত্ব লাভের আসনটি চিহ্নিত করেন। বোধিবৃক্ষের পাশে বুদ্ধগয়া মহাবোধি বিহার। বিহারটি পূর্বমুখী। বিহারের চার কোণায় চারটি ছোট বিহার আছে। বিহারে ছোট-বড় অনেক বুদ্ধমূর্তি আছে। বিহারের ভিতরে ও বাইরে সারা গায়ে এভাবে অপরূপ কারুকাজ আছে।

বুদ্ধগয়ায় সাতটি দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলো হলো–বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ চৈত্য, চংক্রমণ চৈত্য, রত্নঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ বৃক্ষমূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। তাই বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র।

সারনাথ

সারনাথ ভারতের উত্তর প্রদেশে বারাণসীর নিকট বরুণা নদীর তীরে অবস্থিত। সারনাথের প্রাচীন নাম ইসিপতন। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর এখানে সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেন।

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা হলেন– কোণ্ডণ্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। সারনাথে বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধুকে বুদ্ধ প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন।

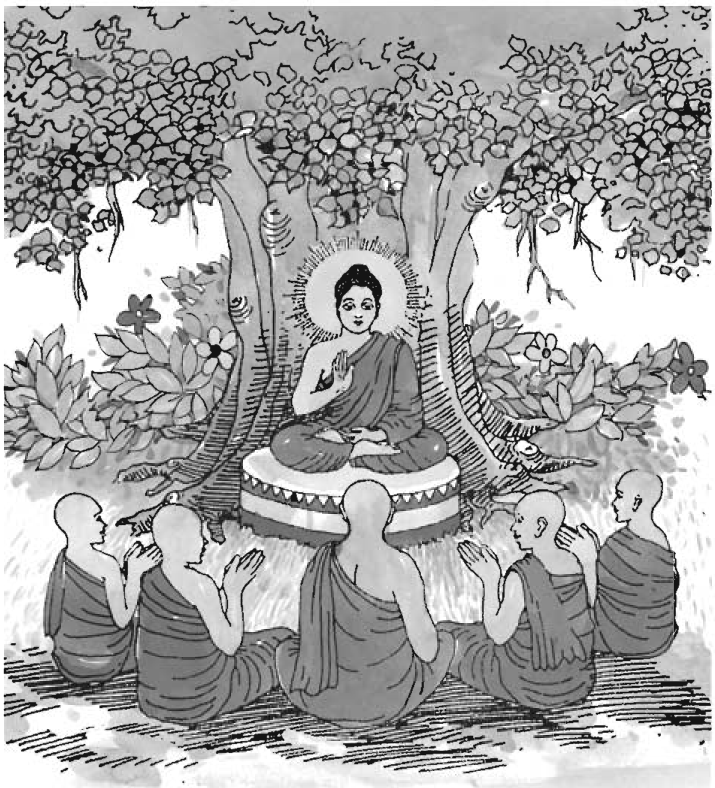

সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা

এখানে আছে বিখ্যাত মূল গন্ধকুঠির বিহার, অশোক স্তম্ভ, বুদ্ধের চংক্রমণ স্থান ইত্যাদি। মূল গন্ধকুঠিরে বুদ্ধের দেহধাতু আছে। এখানে একটি মৃগদাব উদ্যান আছে। এ উদ্যানে হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করে। সম্রাট অশোক এটিকে বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি এখানে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সারনাথে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।

কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র মহাতীর্থ। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। কুশীনগরের বর্তমান নাম কোশিয়া। কুশীনারা বা কুশীনগর হিরণ্যবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তখন এটি মল্ল রাজ্যের রাজধানী ছিল।

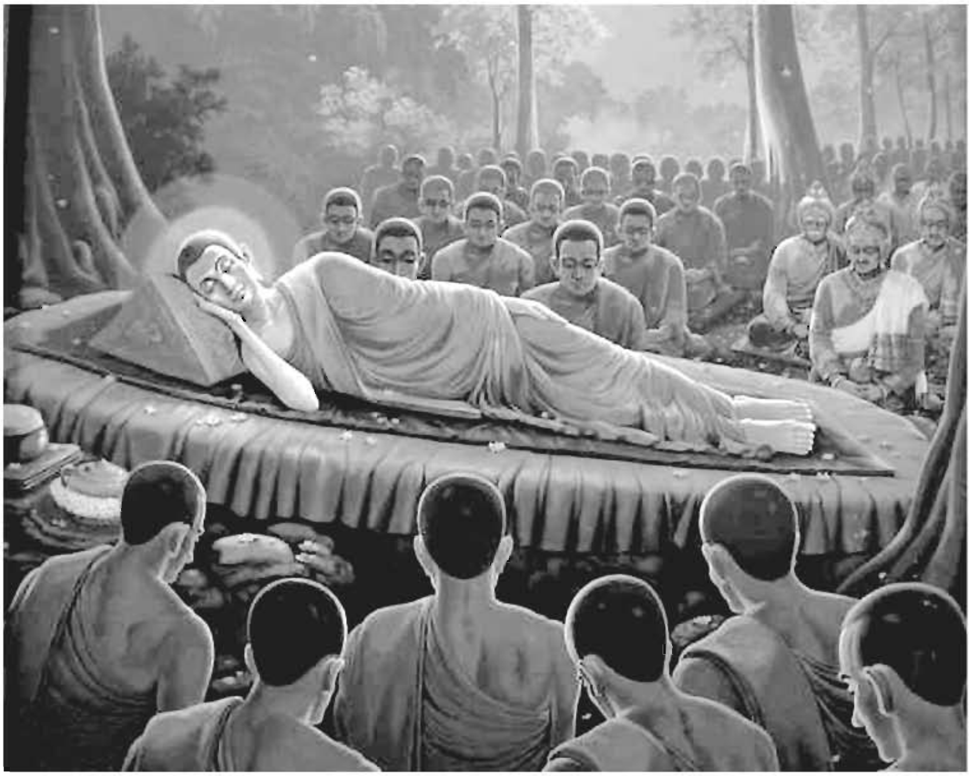

মহাপরিনির্বাণে শায়িত বুদ্ধ

কুশীনগরের অনতিদূরে পাবার ধনি ব্যক্তি চুন্দ ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণের আগের দিন চুন্দের নিমন্ত্রণে শেষ আহার গ্রহণ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ দিনে বুদ্ধ কুশীনারার মল্লদের যমক শালবৃক্ষের নিচে শায়িত অবস্থায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সুভদ্র বুদ্ধের শেষ শিষ্য ছিলেন।

বুদ্ধ জীবিতকালে কুশীনগর ছিল একটি সাধারণ গ্রাম। বর্তমানে এখানে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্মৃতি স্তূপ, বিহার ও ধর্মশালা আছে। এতে দীর্ঘ বাইশ হাত লম্বা একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি আছে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কুশীনগর ভ্রমণ করেন।

তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য

তীর্থস্থান দর্শন পুণ্যের কাজ। ধর্মপ্রাণ নর-নারীগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে তীর্থস্থান দর্শনে যায়। তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ দর্শন করা। আর পুণ্য সঞ্চয় করা। এতে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জাগে। বুদ্ধতীর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

তীর্থস্থান দর্শনের উপকারিতা

তীর্থস্থান দর্শনের ফলে পুণ্যার্থীর অনেক উপকার হয়। তীর্থস্থান দর্শন অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। এতে অনেক জ্ঞান অর্জন হয়। বিভিন্ন লোকের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ধার্মিক, গুণি ব্যক্তি ও ভিক্ষুদের সাথে পরিচয় হয়। ফলে সকল মানুষের প্রতি মৈত্রীভাব গড়ে ওঠে। নিজের মঙ্গল ও শান্তি বৃদ্ধি পায়। ইহকালে পরম সুখ লাভ করা যায়। মৃত্যুর পর তীর্থস্থান দর্শনের পুণ্যের ফলে স্বর্গ সুখ লাভ হয়। এরকম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান পরিদর্শন করলে মন আনন্দে ভরে যায়। মনের উদারতা বাড়ে। মানুষের মধ্যে ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ জাগ্রত হয়। প্রত্যেক মানুষের তীর্থস্থান দর্শন করা উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধ মহাতীর্থ কয়টি?

ক. দুটি খ. চারটি
গ. তিনটি ঘ. পাঁচটি

২. কোন স্থানটি চার মহাতীর্থের অন্তর্গত?

ক. সারনাথ খ. বৈশালী
গ. নালন্দা ঘ. রাজগৃহ

৩. সিদ্ধার্থ কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

ক. শ্রাবস্তীতে খ. কপিলাবস্তুতে
গ. বুদ্ধগয়ায় ঘ. কুশীনগরে

৪. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান কোনটি?

ক. লুম্বিনী খ. নালন্দা

গ. সারনাথ ঘ. কুশীনগর

৫. বোধিমূলের আসনটির নাম কী?

ক. পদ্মাসন খ. মৃগাসন

গ. রত্নাসন ঘ. বজ্রাসন

৬. বুদ্ধ 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' কোন তিথিতে দেশনা করেন?

ক. আষাঢ়ী পূর্ণিমা খ. বৈশাখী পূর্ণিমা

গ. ভাদ্র পূর্ণিমা ঘ. মাঘী পূর্ণিমা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। তীর্থস্থান দর্শন অত্যন্ত .... কাজ।

২। বুদ্ধগয়া .... নদীর তীরে অবস্থিত।

৩। অশোক স্তম্ভের .... লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই বিহার।

৪। সিদ্ধার্থ .... উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। বুদ্ধ .... শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

৬। কুশীনগরের বর্তমান নাম .... ।

গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থের জন্ম হয়	১. পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসেন।
২. মূলগন্ধকুঠিরে বুদ্ধের	২. অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ।
৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন	৩. লুম্বিনী উদ্যানে।
৪. মহামতি সম্রাট অশোক	৪. সারনাথে।
৫. তীর্থস্থান দর্শন	৫. মহাবোধি বিহার।
	৬. কুশীনগর ভ্রমণ করেন।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. তীর্থস্থান কাকে বলে?
২. কয়েকটি বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লিখ?
৩. মহাতীর্থ কয়টি ও কী কী?
৪. তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য কী?
৫. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লিখ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মহাতীর্থ কাকে বলে? এর তাৎপর্য লিখ।
২. বুদ্ধগয়া মহাতীর্থের পরিচয় দাও।
৩. লুম্বিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪. সারনাথের পরিচয় দাও।
৫. তীর্থভ্রমণের উপকারিতা আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

তীর্থস্থান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ তীর্থস্থান কী বলতে পারবে।
১১.২ কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলতে পারবে।
১১.৩ চার মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে।
১১.৪ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের না বলতে পারবে।

শিখনফল

১১.১.১ তীর্থস্থান কী বলতে পারবে।
১১.১.২ বৌদ্ধ তীর্থ ও মহাতীর্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১১.২.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।
১১.২.২ কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলতে পারবে।
১১.৩.১ চারটি মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে।
১১.৪.১ তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
১১.৪.২ তীর্থদর্শনের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

শিক্ষকের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

এ অধ্যায়ে বিষয়কে সর্বমোট সাতটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে শিক্ষক যাতে সহজেই শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারে। শিশু-কিশোরদের শিখনফল শেখানো এবং জ্ঞানদান করা মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষক আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে পাঠটি সমাপ্ত করবেন। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মহাতীর্থের রঙ্গিন চিত্রগুলো স্লাইডে দেখিয়ে ঐ সকল স্থান পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী করে তুলবেন। বিশেষত তীর্থ ও মহাতীর্থের শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করবেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরগুলো শেখাতে চেষ্টা করবেন। শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষক লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকারের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৬৩

বিষয়বস্তু : 'তীর্থস্থান হলো .... চক্রশালা প্রভৃতি।'

শিখনফল

১১.১.১ তীর্থস্থান কী বলতে পারবে।
১১.১.২ বৌদ্ধ তীর্থ ও মহাতীর্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১১.২.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।
১১.২.২ কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : বৌদ্ধ মহাতীর্থ স্থানের ছবি। ব্ল্যাক বোর্ডে বড় ছবি টাঙিয়ে দেওয়া।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
* তীর্থস্থান পাঠটি যে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক এ কথা বলবেন।
* শিক্ষক কয়েকটি তীর্থ স্থানের নাম বলবেন আর শিক্ষার্থীদের কাছে কয়েকটি জিজ্ঞাসা করবেন।
* পাঠ্যপুস্তকে ছবি দেখিয়ে চিনতে পারে কিনা যাচাই করবেন।
* শিক্ষার্থীরা তীর্থ দর্শনে গমন করেছে কিনা জানবেন।
* শিক্ষক তীর্থস্থান অধ্যায়ের নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষক বিষয়বস্তু সহকারে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন:

- তীর্থস্থান কী?
- তীর্থ ও মহাতীর্থ কাকে বলে?
- চারটি মহাতীর্থের নাম বল?
- বাংলাদেশের কয়েকটি তীর্থ স্থানের নাম বল?
- মহাতীর্থগুলো কী জন্য বিখ্যাত?

* শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
* শিক্ষার্থী অপারগ হলে উত্তর দানে সাহায্য করবেন।
* সঠিক উত্তর দাতাদের প্রশংসা করবেন।
* শিক্ষার্থীদের বার বার অনুশীলন করতে ও মনোযোগী হতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

* বাংলাদেশের কয়েকটি বৌদ্ধ তীর্থের নামের তালিকা লিখ।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১.রাজ কুমার সিদ্ধার্থী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন।
২. সিদ্ধার্থ কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন।
৩. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?

৪. রামকোট কোথায় অবস্থিত?
৫. তীর্থদর্শন করলে কী হয়?

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৬৪

বিষয়বস্তু : '(লুম্বিনী) লুম্বিনী রাজকুমার .... দর্শন করতে আসেন।'

শিখনফল

১১.২.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।
১১.৩.১ চারটি মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে। (লুম্বিনী)।

উপকরণ : মহাতীর্থ লুম্বিনীর ছবি। (ফ্ল্যাসকার্ড)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
* শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে মহাতীর্থ কী কী জিজ্ঞাসা করবেন।
* এর পর শিক্ষক নির্ধারিত লুম্বিনী পাঠটি নিজে পড়বেন।
* পাঠ্যাংশের সারসংক্ষেপ শিক্ষক পুন ব্যাখ্যা দেবেন।
* মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনতে বলবেন।
* ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
* শিক্ষক উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সহজভাবে প্রশ্ন করবেন-
- রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান কোথায়?
- লুম্বিনী কোথায় অবস্থিত?
- চিত্রটিতে লুম্বিনী চৈত্যের পাশে কী রয়েছে?
- স্তম্ভটি কে নির্মাণ করেন?
- স্তম্ভে সিদ্ধার্থের কী লেখা আছে?
* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর সহজে দিতে পারবে। প্রয়োজনে শিক্ষক তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. একটি মহাতীর্থের ছবি আঁকবে।

মূল্যায়ন

* পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করে যাচাই করবেন।
* পাঠদানের বিষয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারল কি না তা মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. .... রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান।
২. .... স্তম্ভের পূর্বপাশে লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই বিহার।
৩. এখানে একটি ছোট চৈত্য ও .... আছে।

খ. শব্দ ব্যাখ্যা

লুম্বিনী, অশোক, স্তম্ভ, চৈত্য।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৬৫

বিষয়বস্তু : '(বুদ্ধগয়া) বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের .... অতি পবিত্র।'

শিখনফল

১১.২.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।
১১.৩.১ চারটি মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে। (বুদ্ধগয়া)

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত বুদ্ধগয়া মহাবোধি বিহারের রঙিন ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞাস করবেন।
* পূর্বের ক্লাসে কী পড়ানো সংক্ষেপে বলবেন।
* আজ আর একটি মহাতীর্থ বুদ্ধগয়া সম্পর্কে বলবেন।
* পাঠ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের রঙিন ছবিটি দেখাবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইডের মাধ্যমে)
* শিক্ষক মহাবোধি বিহার নির্মাণ শৈলী সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
* এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে মূল পাঠ আরম্ভ করবেন।
* পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে বলবেন।
- বুদ্ধগয়া শহরে কোন নদী অবস্থিত?
- সিদ্ধার্থ গৌতম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- বুদ্ধগয়ার কয়টি দর্শনীয় স্থান আছে?
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে নিয়মিত রুটিন অনুসারে পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. বুদ্ধগয়ায় সাতটি দর্শনীয় স্থানের নাম উল্লেখ করে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

মূল্যায়ন

তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত চিত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
চক বোর্ডে লিখে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও মিলকরণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

ক. এককথায় উত্তর দাও

১. বুদ্ধগয়ার প্রাচীন নাম কী?
২. বুদ্ধগয়া বিহারটির নাম কী?
৩. মহাবোধি বিহারটি কোন মুখী?
৪. সিদ্ধার্থ গৌতম কোন পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১ বুদ্ধগয়ার প্রাচীন নাম ২. বিহারটি ৩. বোধিমূলে	১. একটি আসন আছে। ২. উরুবিল্ব গ্রাম। ৩. পূর্বমুখী।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৬৬
বিষয়বস্তু : '(সারনাথ) সারনাথ ভারতের .... অতিথিশালা আছে।'

শিখনফল

১১.২.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।
১১.৩.১ চারটি মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে। (সারনাথ)

উপকরণ : মহাতীর্থ সারনাথের রঙিন ছবি এবং অনুরূপ মডেল চিত্র।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক সারনাথ মহাতীর্থ পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীকে গ্রন্থে ছবি দেখতে বলবেন।
* ছবিতে বুদ্ধ ও পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ব্যাপারে বর্ণনা করবেন।
* শিক্ষক বিষয়টি পাঠ করে শোনাবেন।
* পাঠ শেষে ছবিতে কার কার আছে নাম জিজ্ঞাসা করবেন।
* শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করবেন?
- সারনাথ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- সারনাথের প্রাচীন নাম কী?
- বুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় ধর্মপ্রচার করেন?

- বুদ্ধ প্রথম কার কাছে, কোন সূত্রে দেশনা করেন?

* শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

* পাঠ শেষে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন এবং যারা উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত তুলতে বলবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

- মূল গন্ধকুটির বিহার কোথায়?
- বুদ্ধের দেহধাতু কোথায় আছে?
- অশোক সারনাথে কী নির্মাণ করেন?

* শিক্ষার্থীরা অধিক আগ্রহ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তর দিতে পারবে।

* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন।

* অপারগ শিশুদের নিরাময় দিবেন ও পূণঃমূল্যায়ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

১. মহাতীর্থ সারনাথের ছবি আঁকবে।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৬৭

বিষয়বস্তু : '(কুশীনগর) কুশীনগর বৌদ্ধদের .... কুশীনগর ভ্রমণ করেন।'

শিখনফল

১১.১.১ বৌদ্ধ মহাতীর্থের বর্ণনা করতে পারবে।

১১.৩.১ চারটি মহাতীর্থের পরিচয় দিতে পারবে। (কুশীনগর)

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত মহাপরিনির্বাণে শায়িত বুদ্ধের চিত্র/ অনুরূপ ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন।

* শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

* শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন। [(স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন) যদি সুযোগ সুবিধা থাকে]

* পাঠ ঘোষণা করবেন।

* এরপর শিক্ষক পাঠটি করে শোনাবেন।

* চিত্রের বিষয়বস্তু জিজ্ঞাসা করবেন।

* পাঠ শেষে শিক্ষক বিষয়বস্তু থেকে দুই একটি প্রশ্ন করবেন।

- কুশীনগরের বর্তমান নাম কী?
- কুশীনগর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- মল্লরাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?
- বুদ্ধ কার গৃহে শেষ আহার করেন?
- বুদ্ধের শেষ শিষ্য কে ছিলেন?

- কোন পূর্ণিমায় বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ গমন করেন ?
* শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
* দুর্বল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
* প্রয়োজনে সহজভাবে সঠিক উত্তর দিতে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন।
* ছেলে-মেয়েদের অংকিত ছবি প্রদর্শন করবেন। (বোর্ডে বা দেয়ালে টাঙিয়ে)

পরিকল্পিত কাজ

* কুশীনগর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য খাতায় লেখ।
* মহাপরিনির্বাণে শায়িত বুদ্ধের একটি ছবি অংকন কর।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন বা নতুন ভাবে প্রশ্নেরভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
শিখনফল ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
প্রয়োজন হলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পাবার ধনি ব্যক্তি ছিলেন .... ।
২. কুশীনগর ভারতের উত্তর প্রদেশের .... অবস্থিত।
৩. ....বুদ্ধের শেষ শিষ্য ছিলেন।
৪. তখন এটি মল্ল রাজ্যের .... ছিল।
৫. চীনা পরিব্রাজক .... কুশীনগর ভ্রমণ করেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৬৮-৭০

বিষয়বস্তু : 'তীর্থস্থান দর্শন .... দর্শন করা উচিত।'

শিখনফল

১১.৪.১ তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
১১.৪.২ তীর্থ দর্শনের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পূর্ব পাঠের উল্লেখিত ছবিগুলো, অনুরূপ রঙিন চিত্র, চার্ট পেপার ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইডের মাধ্যমে চিত্র/ছবি দেখাবেন।
* ফ্ল্যাশ কার্ডে ছবি দেখাবেন।

* আপনি পাঠ শুরু করার আগে এ অধ্যায়ে প্রদত্ত ছবিগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পূর্বের পাঠের চারি মহাতীর্থের নাম প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে অবতারণা করবেন।
* শিক্ষক আনন্দ ও শ্রদ্ধার সাথে মূলপাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করবেন।
* পাঠের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন।
* কিছু প্রশ্ন করবেন।
- তীর্থ দর্শন করলে কী হয়?
- মৃত্যুর পর তীর্থ দর্শনের পুণ্যের ফলে কী লাভ হয়?
- প্রত্যেক মানুষের কী দর্শন করা উচিত?
* শিক্ষক বার বার প্রয়াস চালিয়ে সঠিক উত্তর শেখানোর চেষ্টা করবেন।
* তীর্থস্থান অধ্যায়ের বিষয়সার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন।
* শ্রেণিপাঠ সবসময় আনন্দদায়ক ও উৎসাহপূর্ণ বলে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।
* পাঠের মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করে সাহসী ও মনোযোগী রাখবেন।
* বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনে যাওয়া এবং তার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবেন।
* তীর্থদর্শন অতিপুণ্যের কাজ তুলনা করে ব্যাখ্যা করবেন।
* বিহারে যাওয়া পূজা অর্চনা করা, বিনয়ী হওয়া, গুরুজনে শ্রদ্ধা করা, সত্য কথা বলা, পুণ্যময় স্থান বা তীর্থস্থান দর্শন করা ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তীর্থস্থান দর্শনের উপকারিতা কী কী একটি তালিকা প্রস্তুত কর। (দলীয় কাজ)
২. বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নামগুলো লিখ।

মূল্যায়ন

* মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
* মূল্যায়নের জন্য পাঠের ভিত্তিতে শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. .... সম্পর্কে সম্পূরক জ্ঞান লাভ করা যায়।
২. তীর্থস্থান দর্শন অত্যন্ত.......... কাজ।
৩. নিজের .... ও .... বৃদ্ধি পায়।
৪. মনের .... বাড়ে।
৫. .... মধ্যে ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ জাগ্রত হয়।

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থের জন্ম হয়	১. পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসেন।
২. মূল গন্ধকুটিরে বুদ্ধের	২. অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ।
৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন	৩. লুম্বিনী উদ্যানে।
৪. মহামতি সম্রাট অশোক	৪. সারনাথে
৫. তীর্থস্থান দর্শন	৫. মহাবোধি বিহার
	৬. কুশীনগর ভ্রমণ করেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. তীর্থস্থান কাকে বলে?
২. মহাতীর্থ কাকে বলে? এর বিবরণ লেখ।
৩. বুদ্ধগয়া মহাতীর্থের পরিচয় দাও।
৪. তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্য কী?

দ্বাদশ অধ্যায়

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

প্রত্যেক ধর্মে সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। তবে বৌদ্ধধর্মে এটাকে আরও সুন্দরভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর কারণ কী?

বৌদ্ধধর্মে জাতি-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য নেই। ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। সকল মানুষকে ভালোবাসাই হলো ধর্মের মূল নীতি। এই ধর্মে সকল প্রাণীর সুখ কামনা করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

তোমরা জান ধর্ম ও সম্প্রীতি দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শব্দ। যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁরা সম্প্রীতি রক্ষা করেন। অর্থাৎ যেখানে ধর্মের অবস্থান সেখানেই সম্প্রীতি থাকে। বাংলাদেশে চারটি প্রধান ধর্মের লোক বসবাস করে; যথা–হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব রক্ষা করা উচিত।

সম্প্রীতি কী তোমরা জান?

সম্প্রীতি হলো মিলেমিশে প্রীতি বন্ধনে এক জায়গায় বসবাস করা। সহ অবস্থান করা। ধর্ম-বর্ণ সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে প্রীতিভাবে থাকা। এতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যভাব চলে আসে।

সমাজে একসাথে বসবাস করতে গেলে আন্তঃসম্প্রীতির প্রয়োজন। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন। একসাথে বসবাস করা ধর্মের উদার নীতি।

সুতরাং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যেই প্রীতি ও সদ্ভাব, তাকেই বলা হয় আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি।

সম্প্রীতি ছাড়া সমাজের বসবাস সুখকর হয় না। দেশ ও জাতির উন্নতি আসে না। সমৃদ্ধি হয় না। পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধে পরিবেশকে সুন্দর করে। মধুর পরিবেশ তৈরি করে দেয়। শান্তি, সুখ ও নিরাপদে বসবাস করতে সহায়তা করে।

চার ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

কোনো ধর্মের মানুষকে ছোট করা উচিত নয়। কাউকে অবজ্ঞা করবে না। কোনো ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। সকল মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। পরমতসহিষ্ণু হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন হবে। এগুলো মানবিক গুণ।

মনে কোনো রকম হিংসা ভাব রাখবে না। সকলের প্রতি প্রীতিভাব রাখাই অহিংসা। অহিংসা পরম ধর্ম। জীব হিংসা মহাপাপ। এ নীতিবাক্যগুলো মনে রাখবে।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য মৈত্রীর প্রয়োজন। 'মৈত্রী' অর্থ মিত্রতা বা বন্ধুত্ব। অর্থাৎ আপন পর সকলকে একইরূপে জানা, একই রূপে ভাবা। মৈত্রী ভাব থাকলে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতা কী বলতে পার?

এতে সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব গড়ে ওঠে। মিলেমিশে কাজ করতে শক্তি জাগে। একতা বাড়ে। নানা ধর্মের মানুষের সাথে প্রীতিভাব গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্প্রীতি তৈরি হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত হয়।

এছাড়াও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ ও দেশে উন্নতি-সমৃদ্ধি আনয়ন করা যায়।

এতে প্রতিবেশী দেশের সাথে বন্ধুত্বভাব গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. পরস্পর মিলেমিশে থাকার নাম কী?

ক. সম্প্রীতি খ. একতা

গ. বন্ধুত্ব ঘ. মৈত্রী

২. সমাজে একসাথে বসবাস করতে গেলে কিসের প্রয়োজন হয়?

ক. ঐক্যের খ. যৌথ পরিবার

গ. ধর্মীয় সম্প্রীতি ঘ. সহ অবস্থান।

৩. অন্য ধর্মের মানুষকে কেমন করা উচিত?

ক. শ্রদ্ধা করা খ. ছোট ভাবা

গ. অবজ্ঞা করা ঘ. হেয় করা

৪. 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ কী?

ক. বন্ধুত্ব খ. প্রমাদ

গ. শত্রুতা ঘ. ঘৃণা

৫. জীব হিংসা করলে কী হয়?

ক. সুখ খ. পুণ্য

গ. দুঃখ ঘ. মহাপাপ

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বৌদ্ধধর্মে জাতি ধর্মের কোনো .... নেই।
২। কোনো ধর্মের মানুষকে .... উচিত নয়।
৩। অহিংসা .... ধর্ম।
৪। যারা ধর্ম পালন করেন তারা .... রক্ষা করেন।
৫। মনে কোনো রকম .... রাখবে না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. মানুষে মানুষে	১. রাখাই অহিংসা
২. পরমত	২. সুসম্পর্ক তৈরি হয়।
৩. সহনশীল ও ত্যাগের	৩. সহিষ্ণু হবে।
৪. সকলের প্রতি প্রীতিভাব	৪. কোনো বৈষম্য নেই।
৫. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক	৫. মনোভাব গড়ে তোলা।
	৬. মানবিক গুণ।

ঘ. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. কারা সম্প্রীতি রক্ষা করেন?
২. 'অহিংসা' কী?
৩. সমাজে কী প্রয়োজন?
৪. মানুষ মানুষকে কী করতে শিখবে?
৫. ধর্মীয় সম্প্রীতিতে কী তৈরি হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. 'সম্প্রীতি' কাকে বলে?
২. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায়?
৩. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতা লিখ।
৪. 'অহিংসা' ও 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর।
৫. সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

দ্বাদশ অধ্যায়

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ ধর্মীয় সম্প্রীতি কী জানতে পারবে।
১২.২ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিলে মিশে কাজ করার মনোভাব সৃষ্টি হবে।
১২.৩ অহিংসা ও মৈত্রী শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.৪ সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে।
১২.৫ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।

শিখনফল

১২.১.১ ধর্মীয় সম্প্রীতি কী বলতে পারবে।
১২.২.১ আন্ত:ধর্মীয় সম্পীতি কী তা বলতে পারবে।
১২.২.২ 'সম্প্রীতি' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.২.৩ পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে।
১২.৩.১ অহিংসা ও মৈত্রী শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.৩.২ অসম্প্রদায়িক চেতনা ও পরমত সহিষ্ণুতার ভাব জাগ্রত করতে পারবে।
১২.৪.১ সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে পারবে।
১২.৫.১ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।
১২.৫.২ দেশ-বিদেশের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৭১

বিষয়বস্তু : 'প্রত্যেক ধর্মে সম্প্রীতির ---------------- সৌহার্দ্যভাব চলে আসে।'

উপকরণ : পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত চার সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিদের চিত্র/ ছবি/ পোস্টার পেপার / স্লাইডে দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

শিখনফল

১২.১.১ ধর্মীয় সম্প্রীতি কী বলতে পারবে।
১২.২.১ পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে।
১২.২.২ 'সম্প্রীতি' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন। পরে এক এক করে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
* চার সম্প্রদায়ের চারজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের চিত্রটি প্রদর্শন করবেন।
* শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন- এখানে কয়টি সম্পদায়ের ধর্মীয় মানুষ আছে? এবং কোন কোন সম্প্রদায়ের?
* শিক্ষার্থীরা উত্তর দিয়ে বলবেন- প্রধান চার সম্প্রদায়ের। তারা হলো-হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান।
* শিক্ষক বলবেন-বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মের লোক বসবাস করে।
* শিক্ষক আবার প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন, প্রত্যেকের সাথে পারস্পারিক সদ্ভাব ও শ্রদ্ধা গড়ে তোলে?
* শিক্ষক উত্তর বলে দেবেন-শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক বন্ধুত্বভাব গড়ে ওঠে। সৌহার্দ্যভাব তৈরি হয়।
* সকল মানুষকে ভালোবাসাই হলো ধর্মের মূলনীতি। এটিই ধর্মের প্রধান শিক্ষা।
* শিক্ষক পরে বলবেন-তোমরা সকলে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে।
* সকল সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করবে। এতে সকলেই উপকৃত হব।

পরিকল্পিত কাজ

* বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের নাম লিখে আনবে।
* সম্প্রীতি কাকে বলে ৩টি বাক্যে লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১. যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁরা কী রক্ষা করেন?
২. সম্প্রীতির মাধ্যমে কী ভাব গড়ে ওঠে?
৩. ধর্মের মূলনীতি কী?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রত্যেক ধর্মে -------কথা বলা হয়েছে।
২. যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁরা-----রক্ষা করেন ।
৩. এতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও------- চলে আসে।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৭১-৭২

বিষয়বস্তু: 'সমাজে একসাথে--------------এগুলো মানবিক গুণ।'

শিখনফল

১২.২.১ পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে।
১২.২.৩ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি কী তা বলতে পারবে।
১২.৩.২ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও পরমতসহিষ্ণুতা ভাব জাগ্রত করতে পারবে।
১২.৫.১ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।
১২.৫.২ দেশ-বিদেশের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্য পুস্তকে প্রদত্ত ছবি ও পূর্ব পাঠের উপকরণসমূহ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক পূর্ব পাঠের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।
* তারপর এবারের পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।
* কোনো শিক্ষার্থী না পারলে পুনরায় পড়তে দেবেন।
* শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আদর দেবেন। ভয় দেখাবেন না।
* মানবিক গুণগুলো বারবার বলবেন, উদাহরণ সহকারে বোঝাবেন।
* মানবতা ও মানবিক গুণের সম্পর্ক বুঝিয়ে দেবেন।
* অবজ্ঞা, হেয়প্রতিপন্ন শব্দ, ছবির অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।
* শিক্ষক আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি কী পুনরায় সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।
* আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুণগুলো এক এক করে তুলে ধরবেন।
* পরে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।
* বলবেন- পরিবেশকে সুন্দর করতে তোমাদের কী করা প্রয়োজন?
* কীভাবে মধুর পরিবেশ তৈরি হয়?
* এর জন্য কী প্রয়োজন?
* 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা' ও 'পরমতসহিষ্ণুতা' কী, কাকে বলে ব্যাখ্যা করে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

* আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি কর। (দলয়ীভাবে)

মুল্যায়ন

ক. নমুনা প্রশ্ন :

১. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি কাকে বলে?
২. ধর্ম-বর্ণ সকলের সঙ্গে কী ভাব রাখতে হবে?
৩. সহঅবস্থান কী ও কেন?
৪. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রতির জন্য কী প্রয়োজন?

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

খ.

বাম	ডান
১. সমাজে এক সাথে বসবাস করতে	১. ধর্মের উদার নীতি।
২. সম্প্রীতি ছাড়া সমাজের	২. গেলে আন্তঃসম্প্রীতির প্রয়োজন।
৩. একসাথে বসবাস করা	৩. বসবাস সুখকর হয় না।
৪. কোনো ধর্মের মানুষকে	৪. শ্রদ্ধা করতে শিখবে।
৫. সকল মানুষকে	৫. ছোট করা উচিত নয়।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৭২-৭৩

বিষয়বস্তু : 'মনে কোনো রকম .... সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক তৈরি হয়।'

শিখনফল

১২.৩.১ অহিংসা ও মৈত্রী শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.৩.২ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও পরমতসহিষ্ণুতার ভাব জাগ্রত করতে পারবে।
১২.৪.১ সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে পারবে।
১২.৫.১ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র, পূর্বপাঠের উপকরণ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শ্রেণিতে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।
* পূর্বের মতো শিক্ষক প্রথমে গত পাঠের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।
* তারপর পুরো পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
* শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে শুনবে। বারবার মনোযোগ দিতে বলবেন।
* মাঝে মাঝে মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন করবেন।
* অহিংসা কী? ব্যাখ্যা করে বলবেন।
* 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ বল।
* জীব হিংসা করতে নেই কেন?
* মিলে-মিশে কাজ করলে কী জাগে?
* হিংসা-অহিংসার পার্থক্য দেখিয়ে অহিংসার গুণ তুলে ধরবেন।
* কয়েকটি নীতিবাক্য শেখাবেন।
* হিংসা-অহিংসার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

* অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও পরমতসহিষ্ণুতার ভাব সকলকে বলবেন।
* কিভাবে ত্যাগের মনোভাব গড়ে ওঠে? কী করলে মন উদার হয়?
* সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য কী প্রয়োজন?
* প্রশ্নগুলো সঠিক হলে প্রশংসা করবেন। এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করবে।
* না পারলে বার বার বলবেন। রূঢ় আচরণ করবেন না।
* আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতা বা সুফল কী কী তা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।
* প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুভাব গড়ে তুলতে বলবেন। এর উপকারিতা বুঝিয়ে দেবেন।
* প্রয়োজনবোধে কয়েকবার উল্লেখ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতার একটি তালিকা কর। (দলগতভাবে আলোচনা করে)

মূল্যায়ন

ক. এককথায় উত্তর দাও

১. জীব হিংসা কী?
২. 'মৈত্রী' অর্থ কী?
৩. অহিংসা কী ধর্ম?
৪. সামাজিক সম্প্রীতিতে কী চেতনা তৈরি হয়?

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

১. কাউকে	১. মহাপাপ।
২. কোনো ধর্মকে	২. শ্রদ্ধা করতে শিখবে।
৩. সকল ধর্মের মানুষকে	৩. হেয় প্রতিপন্ন করবে না।
৪. জীব হিংসা	৪. অবজ্ঞা করবে না।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৪

বিষয়বস্তু : 'অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা।'

শিখনফল

১২.১.১ ধর্মীয় সম্প্রীতি কী বলতে পারবে।
১২.২.১ আন্ত:ধর্মীয় সম্পীতি কী তা বলতে পারবে।
১২.৩.১ অহিংসা ও মৈত্রী শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.৫.১ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।

উপকরণ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়ে পূর্ব পাঠে উল্লিখিত উপকরণসমূহ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

* শিক্ষক ছবির মাধ্যমে অথবা স্লাইড দেখিয়ে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কিত পাঠ সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন যাচাই করবেন।
* পূর্ব পাঠের সকল মূল্যায়নমূলক প্রশ্নগুলো পুনরায় ছবির সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষার্থী থেকে উত্তর আদায় করবেন।
* প্রয়োজনবোধে ছবিতে দেখিয়ে দেখিয়ে তা বর্ণনা করতে বলবেন।
* এতে শিক্ষার্থীরা বেশ উপকৃত হবে।
* দেশ-বিদেশের মানুষের সাথে নানান সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।
* বলে দেবেন সম্প্রীতি ছাড়া সমাজের বসবাস সুখকর হয় না। শান্তি-সুখ আসে না।
* আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির যথার্থ বুঝতে পারবে।

– যেমন- ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ, মধুর পরিবেশ, অবজ্ঞা না করা, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক গুণ, অহিংসা, মৈত্রী, সহনশীল, ত্যাগের মনোভাব, প্রতিবেশী, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক– এগুলো ব্যাখ্যা করে দিবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে দলে আলোচনা করে সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধরবে।

মূল্যায়ন

নমুনা প্রশ্ন :

১. ধর্মীয় সম্প্রীতিতে কী তৈরি হয়?

২. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায়?

৩. সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

৪. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপকারিতা লিখ।

সমাপ্ত